আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

শুভেচ্ছা

বিদায় ২০২২, স্বাগতম ২০২৩। খ্রীস্টীয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলা পত্রিকা'র সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।
-সম্পাদক

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ১৪ || সোমবার || পৌষ ১৮ || ১৪২৯ || জমাদিউল সাঃ ০৯ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 14 || 2 January || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

নতুন স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববাসীর ২০২৩ সাল বরণ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিদায় ২০২২, স্বাগত ২০২৩ সাল। ফেলে আসা বছরটিতে না পাওয়ার অনেক বেদনা কিংবা বিশ্বে অনেক বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটলেও নতুন আশা নিয়ে বছরটিকে বরণ করল গোটা বিশ্বের ৮০০ কোটি মানুষ। কেননা করোনা মহামারি তাদের একেবারে শেষ করে দিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আজ তাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রিয়জন হারানোর ব্যথা এখনো তাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। তার ওপর রয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। যুদ্ধে প্রায় প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতির খেলার এই যুদ্ধ থামছে না। মুখে মুখে আশার বুলি আওড়ানো হলেও বাস্তবে শান্তির দেখা নেই। এরপরতো রয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধি। মানুষের জীবনে তা নাভিঃশ্বাস এনে দিয়েছে। করোনা মহামারির (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)



বাইডেন-ট্রাম্পের জন্য দুঃসংবাদ

বুড়ো প্রেসিডেন্ট চায় না আমেরিকানরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জো বাইডেন আর ডোনাল্ড ট্রাম্প- উভয়ের জন্যই দুঃসংবাদ। নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অনুর্ধ্ব-৬৫ (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

সংকট নিয়েই বছর শুরু

রিজার্ভ-মূল্যস্ফীতিতে বড় চ্যালেঞ্জ

ঢাকা ডেস্ক: বৈশ্বিক মন্দা ও দেশীয় পরিস্থিতিতে নতুন বছরে দেশের অর্থনীতিকে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এর মধ্যে বড় চ্যালেঞ্জ



আসবে বৈদেশিক খাতে। ডলার সংকট চলমান থাকবে, এর বিপরীতে টাকার আরও অবমূল্যায়ন হবে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

আ. লীগের নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৮

পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি অনেক অঙ্গীকার

ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারের মূল কথা ছিল 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ।' দলটি তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জনগণের কাছে কিছু বিশেষ অঙ্গীকার করেছিল। 'আমার গ্রাম-আমার শহর' স্লোগান দিয়ে তারা প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ করতে চেয়েছিল। 'তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' স্লোগান দিয়ে তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর এবং কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অঙ্গীকারও ছিল এ ইশতেহারে। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী হয়ে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নতুন বছর বিএনপি'র অগ্নিপরীক্ষা

ঢাকা ডেস্ক: শুরু হলো নির্বাচন ও আন্দোলনের বছর। এ দুই ইস্যুকে সামনে রেখে অগ্নি-পরীক্ষার মুখোমুখি



হচ্ছে বিএনপি। দলটির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা জানান, ২০২৩ সাল তাদের জন্য কঠিন এক বছর। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawnyc@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

আমেরিকায় স্বপ্ন পূরণ করতে হলে ক্রেডিট লাইন ভাল হতেই হবে।



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 2 // 2023

দারিদ্র্যের মধ্যে আরব বিশ্বের ১৩ কোটি মানুষ: জাতিসংঘ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: লিবিয়া ও উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (জিসিসি) ভুক্ত দেশগুলো ছাড়া আরব বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জনগণ দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। জাতিসংঘের ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল কমিশন ফর ওয়েস্টার্ন এশিয়া (ইএসসিডাব্লিউএ) এর প্রকাশিত জরিপ থেকে এ কথা জানা গেছে। এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিনহুয়ার। 'সার্ভে অব ইকোনমিক এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টস ইন দ্য আরব রিজন' শিরোনামে এ জরিপে জাতীয় দারিদ্র সীমার বিপরীতে দারিদ্র্যের পরিমাপ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে এ অঞ্চলে ১৩ কোটি লোক দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। জরিপে বলা হয়েছে, আগামী দুবছরে এ সংখ্যা বাড়তে পারে। ২০২৪ সাল নাগাদ ৩৬ শতাংশ লোক দারিদ্র্য প্রভাবিত হতে পারে। এছাড়া বিশ্বে ২০২২ সালে বেকারত্বের সবচেয়ে বেশি হার ১২ শতাংশ রেজিস্টার্ড হয়েছে আরব অঞ্চলে। নতুন বছরে তা সামান্য কমে ১১.৭ শতাংশ হতে পারে।

খন্দকার মাহবুব হোসেন আর নেই

ঢাকা ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান প্রবীণ আইনবিদ খন্দকার মাহবুব হোসেন ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শনিবার (১ জানুয়ারী) রাত ১০টা ৪০ মিনিটে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। খন্দকার মাহবুব হোসেনের জুনিয়র অ্যাডভোকেট শিশির মনির বলেন, রাত ১০টা ৪০ মিনিটে হাসপাতালের দায়িত্বরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।



খন্দকার মাহবুব হোসেনের মৃত্যুতে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী গভীর শোক প্রকাশ করছেন। তিনি মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন।

এভারকেয়ার হাসপাতালে গত কয়েক দিন থেকে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন খন্দকার মাহবুব হোসেন। মেডিক্যাল বোর্ড ও পরিবারের সদস্যদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে শনিবার রাতে তার ডায়ালাইসিস করা হয়। গত শনিবার সন্ধ্যায় তার জুনিয়র অ্যাডভোকেট এম মাসুদ রানা বলেন, শেষ চেষ্টা হিসেবে স্যারের ডায়ালাইসিস চলছে। এটা যদি সফল হয় তা হলে উন্নতির দিকে যাবে। অন্যথায় হয়তো আর কিছু করার থাকবে না। তিনি বলেন, স্যারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাজ করছে না। তার অপর জুনিয়র আইনজীবী মাহবুবুর রহমান দুলাল জানান, শেষ চেষ্টা হিসেবে স্যারের ডায়ালাইসিস চলছে। এটাই শেষ স্টেপ বলে ডাক্তারা জানিয়েছেন।

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে মঙ্গলবার রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে নেয়া হয়। এর আগে হঠাৎ খন্দকার মাহবুব হোসেনের ফুসফুসে পানি আসায় গত সোমবার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ফুসফুসে পানি বের করার পর তার হার্ট ফেল করে। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় মঙ্গলবার সাড়ে ৮টায় ভেন্টিলেশন সাপোর্টে নেয়া হয়। তার পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছে।

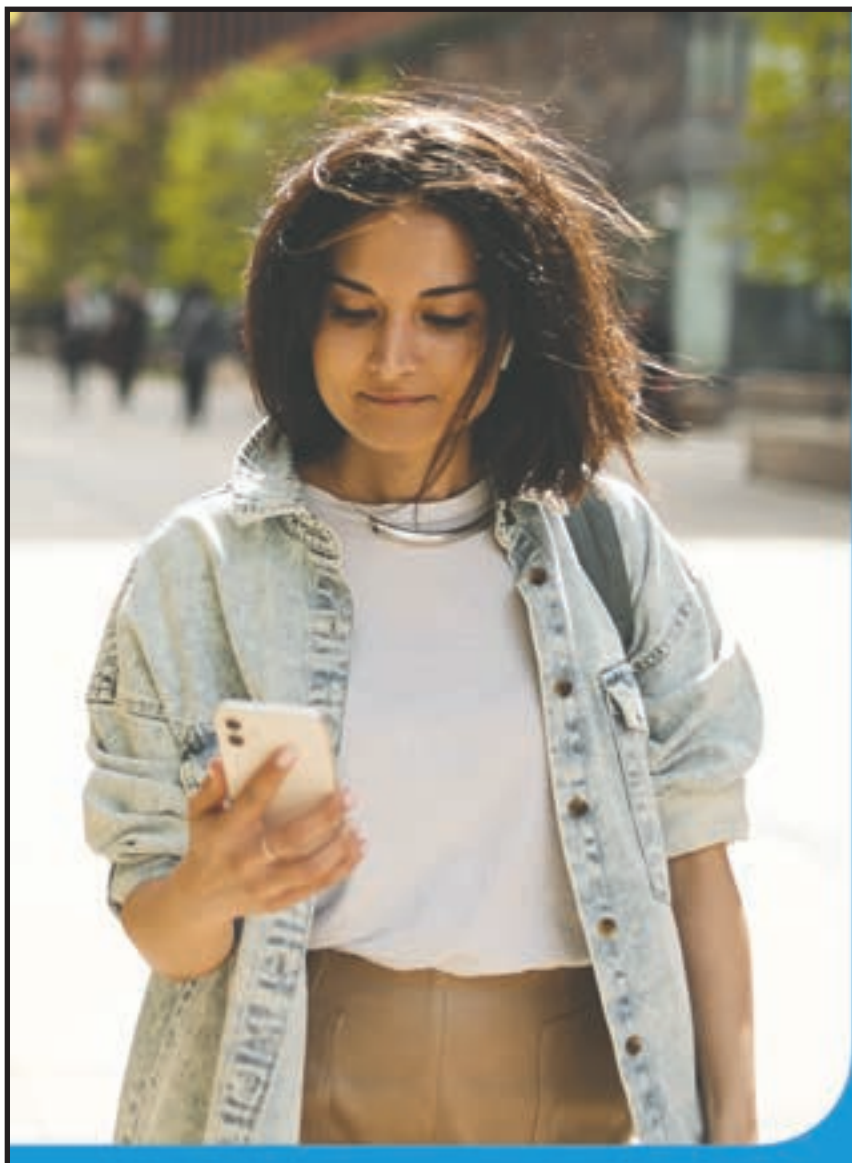
খন্দকার মাহবুব হোসেনের জুনিয়র আইনজীবীরা জানান, স্যার সম্প্রতি সিঙ্গাপুর থেকে চেকআপ করে এসেছেন। এর আগে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন প্রবীণ এই আইনজীবী। তখন শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কিছুদিন তাকে লাইফ সাপোর্টে দেয়া হয়েছিল। পরে আইসিইউ থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছিলেন তিনি।

খন্দকার মাহবুব হোসেনের জন্ম ১৯৩৮ সালের ২০ মার্চ। তার পৈতৃক বাড়ি বরগুনা জেলার বামনা উপজেলায়। তিনি ১৯৬৭ সালের ৩১ জানুয়ারি আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৭৩ সালে দালাল আইনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আদালতের প্রধান কৌঁসুলি ছিলেন। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশের ফৌজদারি আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত।

খন্দকার মাহবুব হোসেন ২০০৮ সালে বিএনপিতে যোগ দেন। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ছিলেন। ২০১৬ সালে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে ভাইস চেয়ারম্যান পদ পান।





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison

মুছে যাক গত বছরের সব গানি

॥ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ॥

পুরোনো বছর পেরিয়ে গেলে, নতুন বছরের শুরুতে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের নগণ্য মানুষ আমার মনে পড়ে রোমক কিংবদন্তির দেবতা জেনাসের কথা।

কারণ, তার সামনে (মানুষের মতো) ও পেছনে দুটো দুটো চারটা চোখ ছিল; যে সামনে ও পেছনে উভয় দিকেই দেখতে পেত। সুতরাং ২০২৩ কেমন যাবে, তা অনুধাবন করতে হলে ২০২২-এর সালতামামি করতে হয়। উইনস্টন চার্চিলের কথা আছে, 'তুমি যদি অনেক দূর পেছনে তাকাও, তবে অনেক দূর সামনে তাকাতে পারবে।' অবশ্য সবকিছু যে আমাদের ধারণা অনুযায়ী ২০২৩-এ ঘটবে তা নয়; পরিস্থিতি ও পরিবেশের কারণে অনেক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে যেতে পারে, যার পরিস্থিতি-পরিবেশগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকবে। অবশ্য তা সত্ত্বেও ইতিহাস বলে, অতীত না জানলে বর্তমান জানা যায় না। সুতরাং আমার উপলব্ধি হলো, ইতিহাস মানে অতীতের প্রেক্ষিতে বর্তমানের অনুধাবন, ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার এখতিয়ার ইতিহাসের নেই। অতীত জানলে বর্তমানকে বোঝা যায়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। চার্চিল এমনই বুঝিয়েছেন। সুতরাং ফেলে আসা ৩৬৫ দিনের সালতামামি করতে হয়।

বেশ কিছুদিন আগে ঢাকা শহরে চলাফেরার সময় দেওয়ালের লিখন পড়েছিলাম : কায়দা করে বেঁচে থাকো। তো বাংলাদেশে ২০২২-এ রাজনীতি ছিল এ কায়দা করে ক্ষমতায় টিকে থাকার, আর ফন্দি-ফিকির করে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রচেষ্টায় রত থাকা। সেই কারণে রাজনীতি নয়, দৃশ্যমান ছিল ক্ষমতানীতি; এবং তাতে জনগণ ছিল অবিবেচ্য। অথচ সংবিধানের ৭(১) ধারা জনগণকে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা দিয়েছে, যা বাস্তবে অকার্যকর। এ দেশে সব ক্ষমতা সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের। দুটো দৃষ্টান্ত দিই। এক. রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যানজটের এ শহরে রাস্তা ফাঁকা করে বিদ্যুৎ গতিতে চলাফেরা করেন; পুলিশ পথচারীকেও পথে থাকতে দেয় না, ঠেলা-গুঁতো দিয়ে সবাইকে গলির মধ্যে ঢোকায়, এমন রীতি অগণতান্ত্রিক। গণতন্ত্র নস্যাৎ করে কারও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অনুচিত। দুই. রাজনীতি কেমন চলেছে, তা পর্যবেক্ষণ করতে হলে দেখতে হবে ১০ ডিসেম্বরকে। সেদিন বিএনপির ঢাকা-সমাবেশ ঘিরে যা হয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। আর বিএনপি যেখানেই সমাবেশ ডাকুক, সেখানেই ছিল পরিবহণ ধর্মঘট। কেন? সভা-সমাবেশ তো সাংবিধানিক অধিকার।

মোদ্দা কথা, রাজনীতি এগোয়নি, বরং পিছিয়েছে। গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। সঠিক লক্ষ্যে যাত্রাও শুরু হয়েছিল, কিন্তু ১৯৭৫ সালের পর যেন সে নদী মরুপথে হারাল ধারা। গণতন্ত্রের নামে এদেশে এখন যা চলমান, তা হলো ডেমোস্কেলেরোসিস (demoscelerosis)। স্কেলোরিসিস রোগে শরীরের ধমনি শুকিয়ে যায়, আপাতদৃষ্টিতে অবয়বগতভাবে শরীর ঠিক থাকলেও তা সতেজ-সক্রিয় নয়। আমাদের গণতন্ত্র এমনই। ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতালোভী-কারও হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ নয়; অভিজ্ঞতা তা-ই বলে।

২৭ ফেব্রুয়ারী প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালসহ অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব নেন। তারা সার্চ কমিটির অনুমোদনে নিয়োগ পেয়েছেন; কিন্তু সংবিধানে তো সার্চ কমিটি নেই; যা আছে তা হলো, ১১৮(১) ধারা অনুযায়ী আইনের অধীনে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে, যে আইনের কথা আওয়ামী লীগ বা বিএনপি কখনো বলেনি। কাজেই সার্চ কমিটির নির্বাচন কমিশন প্রশ্নবিদ্ধ এবং সংবিধানসম্মত নয়।

বছর শেষে এলো রাষ্ট্র মেরামতের জন্য বিএনপির প্রস্তাব, যা কাঙ্ক্ষিত। কারণ, রাষ্ট্র কাঠামোর মেরামত প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যার কথা বলতে গিয়ে ইতালীয় ইতিহাসবিদ গেতানো স্যালভেমিনির (এধবঃধহড় ঝধষাবসহর) একটি মন্তব্য ধার করছি। জাতিপুঞ্জ (জাতিসংঘের পূর্বসূরি) সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, An honorable daughter of a disreputable mother। বিএনপি সে disreputable, তার কারণ সেনানিবাসে ক্ষমতা দখলকারীর দ্বারা কখনো রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় না। অভিন্ন মন্তব্য জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২৪ ডিসেম্বর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২২তম জাতীয় সম্মেলন করল। ৭৩ বছরে ২২টি সম্মেলন হলো। মোটামুটি গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে। কিন্তু পুরোনো পানি নতুন বোতলে ঢালা হলো। প্রত্যাশিত ছিল, দল ও সরকারের পৃথকীকরণ, যার দৃষ্টান্ত বঙ্গবন্ধু ১৯৫৭ ও ১৯৭৪-এ তৈরি করেছিলেন। আরও প্রত্যাশিত ছিল, শেখ হাসিনার বিকল্প জানা। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা বিকল্পহীন। তিনি প্রায় ৪১ বছর দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন; কিন্তু আজও আমরা দ্বিতীয়/তৃতীয় সারির নেতৃত্ব পেলাম না।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আশাজাগানিয়া কোনো খবর ছিল না। শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপ্তি সত্ত্বেও গুণগত মানে ধসের অশনিসংকেত ছিল। সংস্কৃতি রাজনীতির সহযাত্রী ছিল বলেই বাংলাদেশ সম্ভব হয়েছিল; অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে সংস্কৃতি সমাজে আলোড়নহীন। শিক্ষা-সংস্কৃতির দীনতা প্রকাশিত মনুষ্যত্বের ধসে। প্রতিদিনের অপরাধচিত্র বলে দেয় মানুষের মনুষ্যত্বহীনতার কথা। অবশ্য সুশাসনের অভাবই বড় কথা। বছর শেষে আওয়ামী লীগের স্লোগান ছিল স্মার্ট বাংলাদেশ। ভালো কথা। কিন্তু মনুষ্যত্ব উদ্ধার না করে, মানুষকে স্মার্ট না করে তো স্মার্ট বাংলাদেশ হয় না।

২০২২-এ করোনা পরিস্থিতির উন্নতি আমাদের শঙ্কামুক্ত করেছিল। কিন্তু বছর প্রান্তিকে করোনার মারাত্মক ভ্যারিয়েন্ট বিএফ-৭ নতুন শঙ্কা ছড়িয়েছিল।

পররাষ্ট্রনীতিতে রোহিঙ্গা ইস্যু থাকলেও কূটনৈতিক পারঙ্গমতার অভাবে বাংলাদেশ এগোতে পারেনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র মতো।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০২২-এ বাংলাদেশ ছিল সারা বিশ্বের বিস্ময়। যোগাযোগব্যবস্থার নজরকাড়া অগ্রযাত্রা বড় খবর ছিল। পদ্মা সেতু (২৫ জুন) ও মেট্রোরেল (২৮ ডিসেম্বর) দেশের যোগাযোগব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচক। পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতি ও জীবনমান পালটে দেবে। তবে ব্যয়বহুল মেট্রোরেল (সংসদে অনুমোদিত নয়) ঢাকা শহরের অসহ্য এবং ক্ষতিকারক যানজট কমাক, এ আশা করি।

সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার লক্ষ্য হলো, ২০৪১-এর মধ্যে উন্নত দেশ হওয়া। কিন্তু শুধু কি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকে উন্নত হওয়া? শিক্ষা-সংস্কৃতির কী হবে?

আন্তর্জাতিক

২৪ ফেব্রুয়ারী রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের মধ্য দিয়ে যে যুদ্ধের সূচনা হয়, তা চলমান ছিল বছরজুড়েই। তবে বছরের মাঝামাঝি থেকে যুদ্ধের ধরন পালটে যায়-সামনাসামনি যুদ্ধ এড়িয়ে শুরু হয় উভয়পক্ষের ড্রোন/ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধ। যুদ্ধটা আসলে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা শক্তিসমূহ ও রাশিয়ার মধ্যে। পশ্চিমা শক্তিগুলো ইউক্রেনের কাঁধে বন্দুক রেখে গুলি ছুঁড়ছে। মাঝখানে পড়েছে ইউক্রেন। আবার বলি, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। যুদ্ধটির বৈশ্বিক প্রভাব ভয়ংকর। সারা পৃথিবীতে যুদ্ধের ডঙ্কা বেজেছে। চীন-তাইওয়ান/উত্তর-দক্ষিণ কোরিয়া/ আর্মেনিয়া-আজারবাইজান সাংঘর্ষিক অবস্থানে ছিল। শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা দৃশ্যমান ছিল না। ২২ আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদ মিয়ানমারসংক্রান্ত যে প্রস্তাব পাশ করেছে, তার কার্যকারিতা দেখার জন্য অপেক্ষমাণ থাকতে হবে।

২০২২-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ৭০ বছর রাজত্ব করার পর ৯৬ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। তার প্রয়াণ ঘটে ৮ সেপ্টেম্বর। ব্রিটেনের সিংহাসনে রানিদের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় : প্রথম এলিজাবেথ ১৫৫৮ থেকে ১৬০৩; ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭ থেকে ১৯০২।

কাতার বিশ্বকাপ (২০ নভেম্বর-১৮ ডিসেম্বর) প্রায় এক মাসের মতো সারা দুনিয়ার মানুষকে দুঃখ-যন্ত্রণার বিকল্প উপহার দিয়েছিল।

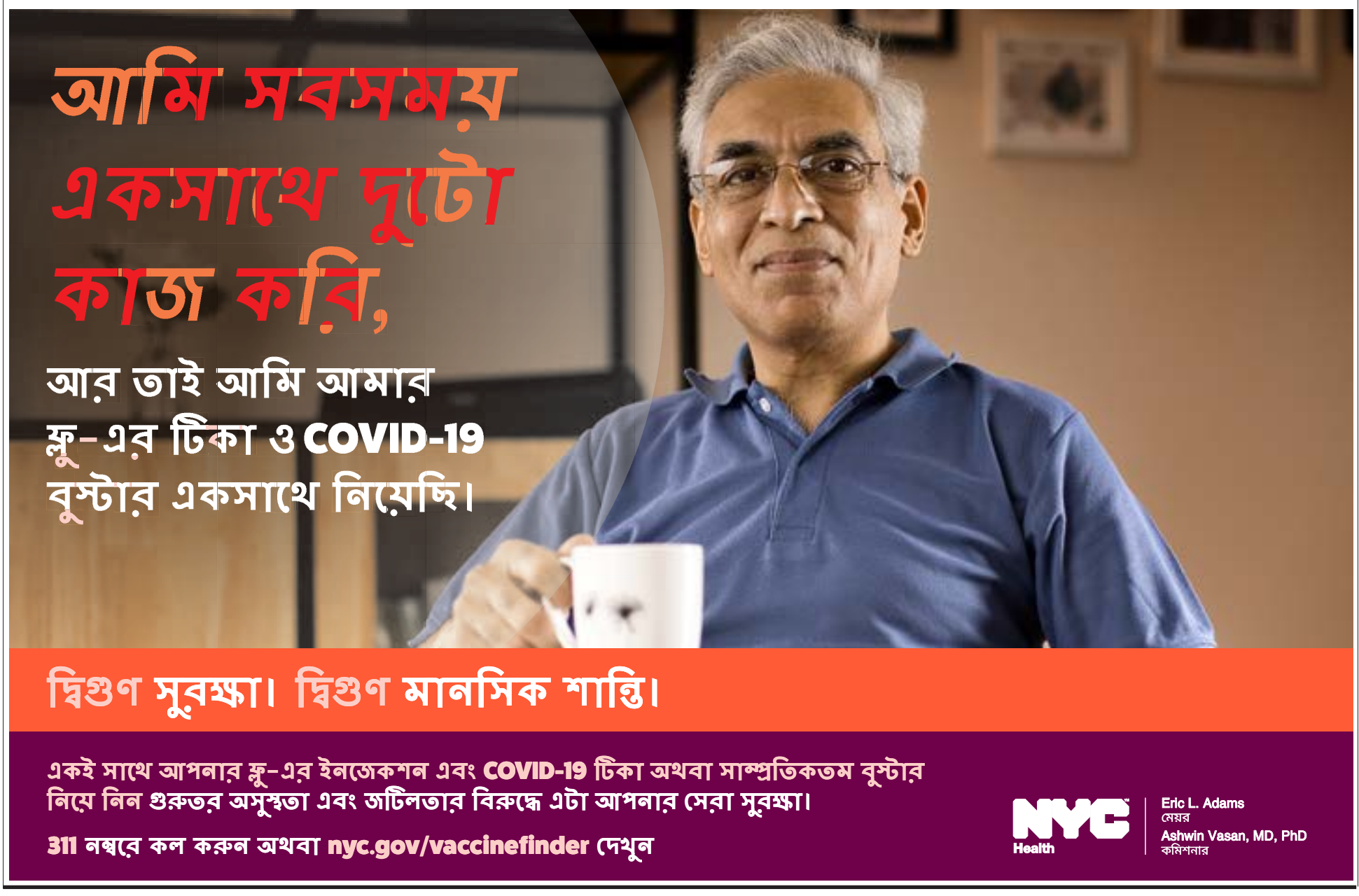
উপসংহার

দেশ এগিয়েছে-পিছিয়েছে; বিশ্বও তাই। দেশ-বিশ্ব ২০২২-এ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে; শান্তি-অশান্তির দোলাচলে ছিল দেশ-বিশ্ব। কিন্তু তবুও ২০২৩ নিয়ে আশাবাদী হয়ে বলি-

সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা,
আশা তার একমাত্র ভেলা।

লেখক: চেয়ার অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চেয়ার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)

বেশ কিছুদিন আগে ঢাকা শহরে চলাফেরার সময় দেওয়ালের লিখন পড়েছিলাম : কায়দা করে বেঁচে থাকো। তো বাংলাদেশে ২০২২-এ রাজনীতি ছিল এ কায়দা করে ক্ষমতায় টিকে থাকার, আর ফন্দি-ফিকির করে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রচেষ্টায় রত থাকা। সেই কারণে রাজনীতি নয়, দৃশ্যমান ছিল ক্ষমতানীতি; এবং তাতে জনগণ ছিল অবিবেচ্য। অথচ সংবিধানের ৭(১) ধারা জনগণকে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা দিয়েছে, যা বাস্তবে অকার্যকর।



বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

স্বাগত ২০২৩

জীর্ণ পুরনোকে পেছনে ফেলে সুন্দর আগামীর প্রত্যাশা নিয়ে এসেছে আরেকটি নতুন বছর, ২০২৩ সাল। গত বছর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে সৃষ্ট সংকট প্রভাব ফেলেছে সারা বিশ্বে। বাংলাদেশও যুদ্ধের অভিঘাত থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি ফেলে আসা বছরটিতে। অর্থনীতি বাধার মুখে পড়েছে।

করোনা ও যুদ্ধ মিলিয়ে অনেকটা বিপন্ন-বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেই বিদায় নিয়েছে ২০২২। নতুন বছরে নতুনভাবে শুরু হোক আমাদের পথচলা। বছরের প্রথম দিনে সব মানুষের আজ একটাই প্রত্যাশা–শুভ হোক, সুন্দর হোক নতুন বছর। স্বাগত ২০২৩।

২০২২ সালে আমাদের যেমন কিছু সাফল্য আছে, তেমনি আছে কিছু ব্যর্থতা। আগের বছরের মতোই ২০২২ সালেও বিশ্ব অর্থনীতি ধুঁকে ধুঁকে এগিয়েছে। উন্নত-অনুন্নত অনেক দেশেরই প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক। বাংলাদেশকে সারা বছর ভুগিয়েছে মূল্যস্ফীতি। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি জ্বালানি তেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি জীবনযাপনের ব্যয় বাড়িয়েছে।

গত এক বছরে আমাদের ইতিবাচক অর্জনও কম নয়। ২৫ জুন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়েছে। ৭ নভেম্বর দেশের ২৫ জেলায় নবনির্মিত ১০০ সেতু এবং গত ২১ ডিসেম্বর দেশের ৫০ জেলায় ২০২১.৫৬ কিলোমিটার সম্মিলিত দৈর্ঘ্যের ১০০টি সড়ক ও মহাসড়ক উদ্বোধন দেশের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন মাত্রা যোগ করে। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর দুই পার তলদেশ দিয়ে যুক্ত করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। এটি দক্ষিণ এশিয়া ও দেশের প্রথম টানেল। এর নির্মাণকাজ আগামী ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। গত ২৮ ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হয় মেট্রো রেল। পরদিন তা সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

পাশ্চাত্যের পন্ডিতরাই আজ বাংলাদেশকে 'উন্নয়নের বিস্ময়' বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স কাউন্সিলের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশসহ 'নেক্সট ইলেভেন'ভুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতি ইউরোপের ২৭ দেশের অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিনিয়োগ সংস্থা জেপি মর্গান বাংলাদেশকে 'ফ্রন্টিয়ার ফাইভ' বা অগ্রগামী পাঁচ দেশের অন্তর্ভুক্ত করেছে। দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের কথা বলে যে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে সরে গিয়েছিল, সেই বিশ্বব্যাংকও এখন বাংলাদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ সবই বাংলাদেশের অর্জন। একজন বাঙালি হিসেবে আমরা এ নিয়ে গর্ব অনুভব করি। আমরা আশা করি ২০২৩ সাল হবে বাংলাদেশের উন্নয়নে তাক লাগানো একটি বছর।

সাফ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্রথম শিরোপা অর্জন করে ২০২২ সালে।

২০২২ সালের অনেক সময়জুড়ে একরকম নিরুত্তাপ ছিল দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন। শেষ দিকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সভা-সমাবেশ, গণমিছিল, শান্তি সমাবেশ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তাপ ছড়ায়। বছরের শেষ দিকে এসে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেন। কয়েকটি সহযোগী সংগঠনসহ জাতীয় সম্মেলনও করেছে আওয়ামী লীগ। বিএনপিও আন্দোলনের মাঠ গরমের চেষ্টায় নামে বিগত বছরে। বছরের শেষার্ধে দলের বিভাগীয় গণসমাবেশ করে তারা। গত ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় গণসমাবেশ করে তারা।

নতুন বছরে দেশ দ্রুত এগিয়ে যাবে–এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা। সাফল্যের পথে ২০২৩ সাল হোক নতুন নতুন অর্জনের বছর। নতুন বছরে আরো অনেক মাইলফলক স্পর্শ করুক বাংলাদেশ।

আমাদের পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

২০২২ সাল শুরু হয়েছিল কোভিড-উত্তর বিশ্বের স্বপ্ন নিয়ে, যেখানে দেশগুলো করোনার ভয়াবহতা থেকে বের হয়ে আসার আশা করছিল। ভ্যাকসিন আবিষ্কার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে বিশ্ব একটি সুশৃঙ্খল অবস্থায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। বস্তুত, কোভিড-পরবর্তী আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এবং সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে করোনার ভয়াবহতাকে পেছনে ফেলে একটি ইতিবাচক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু ২৪ ফেব্রুয়ারী ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক আক্রমণের ফলে বিশ্ব একটি বড় ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয়। বিশ্ব ২০২২ সালের শুরু থেকেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এক মহাসংকটে পতিত হয়।

সব মিলে ২০২২ সালকে বলা যায় মহাসংকটের বছর। সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে বৈশ্বিকভাবে এত ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়া যুদ্ধ হয়েছে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ হয়েছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ এবং নানা ধরনের সামরিক সংঘাত ও উগ্রবাদ আমরা দেখেছি। পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকটও আমরা দেখেছি। বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধকালীন দুই পরাশক্তির মধ্যে যে উত্তেজনা ও বৈরিতা ছিল, সেটাকে বর্তমান সময়ের সংকটের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী কখনোই এতটা ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেনি।

ইউক্রেন যুদ্ধের পক্ষ হিসাবে আমরা যদি রাশিয়ার বিপরীতে পশ্চিমা বিশ্বকে দেখি, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ যুদ্ধ একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতোই ঘটনা। কারণ পশ্চিমা বিশ্ব ব্যাপক শক্তি দিয়ে রাশিয়াকে মোকাবিলা করছে এবং সেখানে আমরা জি-সেভেন, ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সরব ভূমিকা দেখতে পাই। ফলে দেখা যাচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ পশ্চিমা বিশ্বের বিপরীতে রাশিয়া একটি পক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রাশিয়া তার সামরিক শক্তি পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করছে। একইভাবে পশ্চিমা শক্তি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে ব্যাপকভাবে সামরিক সাহায্য দিচ্ছে। এ বাস্তবতায় ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে এবং ২০২২ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত নজিরবিহীনভাবে সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করছে।

এ যুদ্ধের কারণে বিশ্বে অনেক ধরনের নতুন প্রবণতা আমরা লক্ষ করছি। একদিকে নতুন করে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, সামরিকীকরণ, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সংকট। ফলে বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা, অবিশ্বাস ও অসহযোগিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বে নতুন মেরুকরণ তৈরি করছে। এই মেরুকরণের একদিকে রাশিয়া ও চীন, অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্ব। তবে নিরাপত্তার জন্য শুধু পশ্চিমা বিশ্ব বা রাশিয়া নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব সামরিকীকরণের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ যুদ্ধ একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য। অর্থনৈতিক সংকটের অগ্রভাগে রয়েছে জ্বালানি সংকট, খাদ্য সংকট, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি এবং সাপ্লাই চেইন প্রায় ভেঙে পড়া। ২০২২ সালে আমরা দেখতে পেয়েছি, অর্থনীতির সূচকগুলো ক্রমান্বয়ে নিুগামী হয়েছে।

গত বছর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে, তা হলো তাইওয়ান সংকট। তাইওয়ানের পরিস্থিতি কখনোই সম্পূর্ণভাবে শান্ত ছিল না। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো এ সংকট মাঝেমাঝেই অস্থিরতা তৈরি করেছে। বিভিন্ন সময়ে তাইওয়ান সংকট মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে গত বছর চীন ও যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে নজিরবিহীন সামরিক শক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফর গত বছরের একটি অন্যতম ঘটনা। কারণ এটি শুধু তাইওয়ান ও চীনের সম্পর্কের ওপর নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্কের ওপরও বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া তাইওয়ানকে মার্কিন সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি প্রবণতা আমরা দেখতে পাই, যেখানে দক্ষিণ চীন সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে।

নতুন বছরেও বিশ্বকে ভোগাবে ইউক্রেন যুদ্ধ

ড. দেলোয়ার হোসেন

গত বছরের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে করোনার ভয়াবহতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা। যদিও এটি এখন পর্যন্ত চলমান, তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন দেশ ভ্যাকসিনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে এবং করোনাকে সব দিক থেকে মোকাবিলার চেষ্টা করছে। যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি অন্য সমস্যা থাকার পরও বিভিন্ন রাষ্ট্র করোনার ভয়াবহতা থেকে বের হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক পদচারণা শুরু হয়েছে। তবে গত বছরের শেষদিকে চীনে আবার করোনার সংক্রমণ বেড়েছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিল ২০২২ সাল। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে মিসরে কপ-২৭ অনুষ্ঠিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় কয়লাসহ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতিতে সম্মত হয় অংশগ্রহণকারী দেশগুলো। এ ছাড়া বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানায় ধনী দেশগুলো। ২০১৫ সালে ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তিতে দেশগুলো তাপমাত্রা কমানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে তহবিল গঠনের বিষয়টি অমীমাংসিতই রয়ে গেছে।

২০২২ সালে শীর্ষ পর্যায়ের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। জি-২০, জি-৭, বিমসটেক, আসিয়ান এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে বহুপাক্ষিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদে বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিক বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে। ফলে বহুপাক্ষিকতার জায়গা থেকে বিবেচনা করলে ২০২২ সাল একটি উল্লেখযোগ্য বছর হিসাবে বিবেচিত হবে, কারণ দেশগুলো পারস্পরিক যোগাযোগের জায়গায় ফিরে আসার চেষ্টা করেছে।

২০২২ সালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ইরানে নারীদের প্রতিবাদ আন্দোলন। এ আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত ইরান সরকার বাধ্য হয়েছে ধর্মীয় পুলিশ প্রত্যাহারে। যদিও এ আন্দোলন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইরানের ইতিহাসে, বিশেষ করে ১৯৭৯ সালের পর সর্বপ্রথম এ ধরনের একটি প্রতিরোধ ইরানের সরকারকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ ঘটনা সম্পূর্ণ মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

গত বছর রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে বড় ধরনের কোনো ঘটনা না ঘটলেও এ সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক দেশের কাছ থেকে আরও বেশি সহযোগিতা ও সমর্থন অর্জন করতে পেরেছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনকে গণহত্যা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের সেদেশে নেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের জন্য আরেকটি বড় অর্জন হচ্ছে ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের সাময়িকভাবে স্থানান্তর করা। বাংলাদেশের অনেক বন্ধুরাষ্ট্র ও সংস্থা এ নিয়ে বিতর্ক করলেও শেষ পর্যন্ত তারা এর প্রশংসা করেছে এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছে; তারা এখন এ নিয়ে ব্যাপকভাবে আশাবাদী। এছাড়া ৭৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রস্তাবে মিয়ানমারের চলমান রাজনৈতিক সংকট এবং জান্তা সরকারের নির্মমতা আর রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, এটি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সাফল্য।

গত বছরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে কাতারে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবল। শুরু থেকেই এই আয়োজনকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। বিশেষ করে কাতারের শ্রম আইন এবং বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণে কাজ করা শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব সোচ্চার ছিল। এক্ষেত্রে কাতারকে আয়োজক দেশ হিসাবে তুচ্ছ করার প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। তবে ফিফার প্রেসিডেন্ট নিজেই এর উত্তম জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যেসব অভিযোগ কাতারের বিরুদ্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেসব অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং এ অভিযোগ করার আগে পশ্চিমা বিশ্বের উচিত তাদের তিন হাজার বছরের (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

তাই যিশুখ্রিষ্টের জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা যখন বড়দিনের উৎসব পালন করি, তখন যেন এ ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষাটি গ্রহণ করি। মানুষকে মানুষ হিসাবে ভালোবাসতে পারি। বড়দিনে আমরা একে অন্যকে উপহার দিই। কিন্তু যিশুর শিক্ষা আমাদের আরও গভীরে নিয়ে গিয়ে একে অপরের জীবনে উপহার হয়ে ওঠার কথা বলে।

নামাজের সময়-সূচী

জানুয়ারি	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ফজর	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৫.৫৯	৫.৫৯	৫.৫৯
সূর্যোদয়	৭.১৯	৭.১৯	৭.২০	৭.২০	৭.২০	৭.২০	৭.২০
জোহর	১১.৫৯	১২.০১	১২.০২	১২.০২	১২.০২	১২.০২	১২.০৩
আসর	২.৫৮	৩.০১	৩.০২	৩.০২	৩.০৩	৩.০৪	৩.০৫
মাগরিব	৪.৪০	৪.৪২	৪.৪৩	৪.৪৩	৪.৪৪	৪.৪৫	৪.৪৫
এশা	৬.০১	৬.০৩	৬.০৪	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৭

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নতুন বছরে আশা জাগানিয়া বাংলাদেশ

ড. আতিউর রহমান



আমাদের সামনে সংকট যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে অমিত সম্ভাবনাও। আমরা বারবার বড় ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সফল হয়েছি। নতুন বছরের শুরুটা নতুন করে আশাবাদী করছে আমাদের সবাইকে।

নববর্ষে দেশের অর্থনীতি নিয়ে যখন লিখতে শুরু করেছি তখনই ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে স্বপ্নের মেট্রো রেল প্রকল্প উদ্বোধন করা হলো। বহুল আলোচিত এই প্রকল্প উদ্বোধনের পর প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭৩ কিমি চলেছে দ্রুতগামী মেট্রো রেল। আশা করা যায়, বাকি অংশ অর্থাৎ মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচলের কাজও অচিরেই শেষ হবে।

আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নাটকীয় মাত্রায় গতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই নগরায়ণের বেলায় টেকসই পরিকল্পনা নিয়ে এগোনো সম্ভব হয়নি। অথবা টেকসই পরিকল্পনা থাকলেও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা যায়নি। এর ফলে অসহনীয় যানজটে জনজীবনে দুর্ভোগ এবং অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি আমাদের জন্য নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে। তুলনামূলক ছোট আকারের শহরগুলোতে কিছুটা পরিকল্পনা নিয়ে এগোনো গেছে বলে এর সুফলও পাওয়া গেছে। রাজশাহী সিটি এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হতে পারে। তবে ঢাকার নিত্যদিনের জীবনে দুর্ভোগ নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি। এর নেতিবাচক প্রভাব ঢাকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপরও পড়ছে। এক দশক ধরে বেশ কিছু পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ করে ঢাকার সংকটের একটি সুরাহা করার সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ দেখেছি। বেশ কিছু ফ্লাইওভার, ইউলুপ, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হয়েছে। অনেকটির কাজ এখনো চলছে। এই অভিযাত্রায় সর্বশেষ সাফল্যের পালক হিসেবে যুক্ত হয়েছে ঢাকার মেট্রো রেল। ঢাকার যানজট নিরসনে এবং পরিবহন খাতে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় এই প্রকল্পটি বিশেষ সহায়ক হবে বলে সংশ্লিষ্টজনরা আশা করছেন। দিল্লির মেট্রো রেলের ইতিবাচক প্রভাব দেখেই এমনটি হয়তো তাঁরা ভাবেন।

শুধু মহানগরী নয়, পুরো দেশের যোগাযোগ অবকাঠামোতে একটি ব্যাপকভিত্তিক পরিবর্তন নিয়ে আসাটি বর্তমানে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রধানতম অগ্রাধিকারের জায়গায় রয়েছে বলে মনে হয়। সেটিই কাম্য। কারণ আমাদের জনগণের যে অমিত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে তার বাস্তবায়ন ও বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তাই কৃষকের ফসল বাজারজাতকরণ সহজ করা, এমএসএমই উদ্যোক্তাদের কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ যাতে সাশ্রয়ী করা যায়, বৃহৎ শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্র যাতে উর্বর হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্বটি সরকারের। আর সে জন্যই চাই যোগাযোগ অবকাঠামোতে ব্যাপকভিত্তিক সরকারি বিনিয়োগ। আমরা একই সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচন এবং প্রবৃদ্ধির চাকাকে গতিশীল দেখতে চাই। শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ এবং পরিবহন নেটওয়ার্ক এ জন্য একান্ত অপরিহার্য। বাড়তি রেল যোগাযোগও সাধারণ মানুষের যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারের মনোযোগও উভয় দিকেই বলে মনে হয়। এই নীতি-মনোযোগের সুফলও আমরা অচিরেই আরো বেশি করে পেতে শুরু করব বলে ধারণা করা যায়। পদ্মা সেতুসহ দেশব্যাপী যে সেতু নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে তার পাশাপাশি ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে এবং ঢাকায় মেট্রো রেলের মতো প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে এগুলোর ইতিবাচক প্রভাব সরাসরি ভোগ করবে দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ জনগণও এগুলোর পরোক্ষ সুফলভোগী হবে। এরই মধ্যে আমরা পদ্মা সেতু ও কালনা সেতুর প্রভাবে দক্ষিণ বাংলার অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের নজির দেখতে পাচ্ছি।

আজ থেকে এক দশক আগেও আমাদের উন্নয়ন ভাবনার মূল জায়গায় ছিল পিছিয়ে থাকা প্রান্তিক ও দরিদ্র নাগরিকরা। তাদের দারিদ্র্য সীমার ওপরে নিয়ে আসাটিই আমাদের প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কল্যাণমুখী নীতি বাস্তবায়নের পথে এগোনোর সুবাদে এখন পরিস্থিতি বহুলাংশে উন্নীত হয়েছে। করোনা দুর্যোগে যে আমরা বেশির ভাগ দেশের তুলনায় ভালো করেছি, এটিই আমাদের এই সাফল্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ বলে মনে করি। এ ক্ষেত্রে সাফল্য না থাকায় চীনের অর্থনীতি যেভাবে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে, তা থেকেই অনুমান করা যায় কভিড মোকাবেলায় বাংলাদেশের নেতৃত্ব কী অসাধ্যই না সাধন করেছে। জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থনীতি পরিচালনার এই নীতি-মনোযোগ বিশ্ববাসী দীর্ঘদিন মনে রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। কাজেই এখন সময় এসেছে আরো বড় স্বপ্ন দেখার এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়ার। মনে রাখতে হবে, আমরা এরই মধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। এবং অল্প সময়ের মধ্যে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নাম লেখাব। উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাখতে সামাজিক সুরক্ষায় মনোযোগ তো দিতেই হবে, একই সঙ্গে বৃহত্তর জনগণের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে অবকাঠামোগত সমর্থনও চাই। আর সেখানেই এই বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর সার্থকতা।



আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নাটকীয় মাত্রায় গতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই নগরায়ণের বেলায় টেকসই পরিকল্পনা নিয়ে এগোনো সম্ভব হয়নি। অথবা টেকসই পরিকল্পনা থাকলেও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা যায়নি। এর ফলে অসহনীয় যানজটে জনজীবনে দুর্ভোগ এবং অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি আমাদের জন্য নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে। তুলনামূলক ছোট আকারের শহরগুলোতে কিছুটা পরিকল্পনা নিয়ে এগোনো গেছে বলে এর সুফলও পাওয়া গেছে।

সার্বিক বিচারে ২০২৩ সালটি তাই আশা-জাগানিয়াই হবে বলে মনে হয়। একই সঙ্গে সংবেদনশীল থাকতে চাই আমাদের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়েও। আগেই বলেছি করোনা সংকট মোকাবেলায় আমরা সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছি। তবু প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা কমেছে সংগত কারণে। চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ১ শতাংশ কমিয়ে ফেলা সুবিবেচনাপ্রসূতই বলা চলে, কিন্তু সেখান থেকে উঠে আসার চেষ্টা শুরু করতে না করতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আবারও আরো বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছি আমরা। গোটা বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সংকটে পড়েছে। ফলে আগের চার-পাঁচ বছরে যে গতিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, আগামী চার-পাঁচ বছরের গতি তার তুলনায় কমই হবে। কিন্তু প্রবৃদ্ধির গতির চেয়ে এখন বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার সংকট থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করার দিকে। আমাদের নীতিনির্ধারকরাও সে পথেই হাঁটছেন বলে মনে হয়। কৃষিকে দুর্যোগকালের রক্ষাকবচ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে কৃষি উৎপাদন আরো বলশালী করার জন্য স্পষ্ট নীতি-উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। একাধিক টাকা-ডলার বিনিময় হারের জটিলতা সত্ত্বেও প্রবাস আয় প্রবাহ বাড়ানোর সদিচ্ছা দৃশ্যমান। রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোর জন্য প্রণোদনাও অব্যাহত থাকছে। বিদেশি মুদ্রা আয়কারী এই দুটো খাতের সক্রিয়তাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখাই কাম্য। তাই এবারও দেখা যাচ্ছে যে প্রবৃদ্ধির গতি আগের চেয়ে কমলেও এখনো বেশির ভাগ অর্থনীতির চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। আর প্রতিটি সংকটই নতুন সুযোগ নিয়ে আসে। ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে নতুন ধরনের রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটছে বিশ্বমঞ্চে। বাংলাদেশের সামনে তাই নতুন নতুন রপ্তানির বাজারে প্রবেশের সুযোগ এবং নতুন নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার বাজারগুলোতে বাংলাদেশের যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, সেটিও নতুন করে সামনে আসছে। এরই মধ্যে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে। সংযোগের উন্নতির কারণে তা আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়। বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য পণ্য ও কাঁচামাল সরবরাহেও ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য এখন ঊর্ধ্বমুখী।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে আমাদের সামনে সংকট যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে অমিত সম্ভাবনাও। সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলে সংকট মোকাবেলা খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা বারবার বড় ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সফল হয়েছি। এ শতাব্দীর শুরুর দশকের শেষভাগে যে বৈশ্বিক আর্থিক খাতের সংকট দেখা দিয়েছিল ওই সময় তো আমরা সফলতার সঙ্গে সংকট মোকাবেলা করে প্রবৃদ্ধির চাকাকে আরো গতিশীল এবং আরো বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ফলে সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে সংকট মোকাবেলার ট্র্যাক রেকর্ডও আমাদের রয়েছে। আর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পথনকশা দাঁড় করিয়ে সেই পথে কার্যকরভাবে এগিয়ে যাওয়ার মতো নেতৃত্বও আমাদের রয়েছে। অতীতে যেমন সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আমাদের অর্থনীতির গতিময়তা ধরে রাখতে পেরেছিলাম, এবারেও তার ব্যত্যয় ঘটবে বলে মনে হয় না। কেননা আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও ভোগের শক্ত পাটাতন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। আর আছে জনগণের চির-উদ্ভাবনী আত্মশক্তি। ফলে সব মিলিয়ে নতুন বছরের শুরুটা নতুন করে আশাবাদী করছে আমাদের সবাইকে। সংকট মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়ার এই আত্মবিশ্বাস চির-জাগরূক থাকুক।

লেখক: বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর



‘সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে’

॥ রামেন্দু মজুমদার ॥

নতুন বছরে অতীতের সব তিক্ততা ভুলে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটা বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে যেন আমরা কাজ করি।

সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা। প্রতিবছর ১ জানুয়ারি বা পহেলা বৈশাখে আমরা সংকল্প করি–নতুন বছরে অবশ্য করণীয় কিছু কাজের তালিকা করি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা বিস্মৃত হই। সবার ক্ষেত্রে হয়তো কথাটা সত্যি নয়, কিন্তু কবুল করছি আমার ক্ষেত্রে এটাই ঘটে। তাই এবার আনুষ্ঠানিক কোনো সংকল্প নয়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি বলে আলস্য ঝেড়ে বাকি সময়টাতে অর্থবহ কাজ করে যেতে চাই।

কভিড অতিমারি আমাদের সবার জীবন থেকে দুটি বছর কেড়ে নিয়েছে। জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে গিয়েছিল, কত প্রিয় মানুষকে আমরা হারিয়েছি এই সময়টাতে। বেশির ভাগ মানুষের আয়-উপার্জনে টানাটানি হয়েছিল। অনেকেই মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে অন্যের সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন। আমরা ভেবেছিলাম, অতিমারি চলে গেলে এক মানবিক পৃথিবী আমরা পাব, কিন্তু তা আর হলো না। আমরা ফিরে গেলাম আমাদের চিরচেনা আচরণে। অতিমারির ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই শুরু হলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, যার ঢেউ আমাদের মতো বিশ্বের অনেক দেশেই লেগেছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে দুটি আশা-জাগানিয়া ঘটনা ঘটেছে। নিজেদের অর্থায়নে আমরা পদ্মা সেতু গড়ে তুলেছি, যার ফলে দেশের যোগাযোগব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আর চার দিন আগেই ঢাকায় সর্বাধুনিক মেট্রো রেলের একাংশের উদ্বোধন করলেন এসব উন্নয়নের কান্ডারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধনের পরদিন থেকে মেট্রোতে ভ্রমণের জন্য মানুষের মধ্যে কী উচ্ছ্বাস! কোনো কাজে নয়, শুধু মেট্রোতে চড়ার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই বেশির ভাগ মানুষ উত্তরা বা আগারগাঁওয়ে ভিড় করেছে। মেট্রো যখন পুরোপুরি চালু হবে, তখন যানজটে মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাকাল হতে হবে না। নির্বিঘ্নে আমরা যেতে পারব গন্তব্যে।

কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে, সব ভালো কাজেরই আমরা সমালোচনা করি। পদ্মা সেতু নির্মাণের পর রাজনৈতিকভাবে বিরোধীরা বলতে শুরু করলেন, এই সেতু নির্মাণে কত কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে, অন্য দেশের তুলনায় খরচ অনেক বেশি হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু পদ্মার মতো খরস্রোতা নদীর বুকে সেতু নির্মাণ যে আর দশটা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের মতো নয়, তা তাঁরা ভেবে দেখলেন না।

একই সমালোচনা শুরু হয়েছে মেট্রোর ভাড়া নিয়ে। যেখানে আজকাল রিকশায় উঠলেই ২০ টাকা দিতে হয়, সেখানে মেট্রোতে ২০ টাকা দিতে আমাদের আপত্তি। সময় বাঁচানো সর্বাধুনিক আরামদায়ক এই পরিবহন ব্যবহারের মূল্য আমরা দেব না?

অস্বীকার করব না, গত কয়েক বছরে আমাদের জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত কেউই হিসাব মেলাতে পারছে না। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? বৈশ্বিক পরিস্থিতি যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী আমাদের ব্যবসায়ীদের লোভ। তাঁরা সহজেই সিন্ডিকেট করে ফেলেন, মানুষের দুঃখকে পুঁজি করে তাঁদের লাভের অঙ্ক রাতারাতি বাড়িয়ে ফেলেন। বর্তমান সরকারের নীতিনির্ধারণীতে বড় বড় ব্যবসায়ী রয়েছেন, তাই সরকারের দিক থেকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে কোনো শক্ত পদক্ষেপ আমরা দেখি না।



একই গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে যখন ছয়-সাতটা ব্যাংক থাকে, তখন হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, এসব টাকা আর ব্যাংকে ফিরে আসে না। অবশ্য আমাদের মতো আদার ব্যাপারীদের জাহাজের এত খবর জানার কথা নয়, তবে কষ্টটা তো আমাদেরই সহ্য করতে হচ্ছে। নতুন বছরে নেতিবাচক কথাবার্তা আর নয়। চলচ্চিত্র দিয়েই শুরু করা যাক। আমাদের একটা বড় আক্ষেপ ছিল আমাদের মূলধারার চলচ্চিত্র দিনে দিনে মান এবং সংখ্যার দিক দিয়ে নিচের দিকে যাচ্ছে। একের পর সিনেমা হল বন্ধ হচ্ছে, লোকজন সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখা বন্ধ করে দিচ্ছে। এ সময়ে বিকল্পধারার কিছু ছবি আশা জাগিয়েছিল, কিন্তু সেসব ছবি প্রদর্শনের কোনো সহজ উপায় ছিল না।

২০২২ সালে আমাদের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের ঝড় এলো। ‘পরাণ’, ‘হাওয়া’, ‘দামাল’, ‘কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া’, ‘গলুই’, ‘গুণিন’, ‘বিউটি সার্কাস’-এর মতো বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র দর্শকমহলে সাড়া জাগাতে পেরেছে এবং কয়েকটি তো দারুণ ব্যবসাসফল হয়েছে। দর্শক আবার সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখছে, সিনেপ্লেক্সগুলো তাদের শাখা বাড়াচ্ছে। বড় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এখন আবার চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হচ্ছে। একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে, চলচ্চিত্রে এই পরিবর্তনটা কিন্তু এসেছে তরুণ মেধাবী নির্মাতাদের হাত ধরে। তাঁদের সুযোগ দেওয়া হলে আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প আবার ঘুরে দাঁড়াবে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ‘হাওয়া’ ও ‘কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া’ দেখার জন্য দর্শকদের উন্মাদনা দেখে দারুণ ভালো লেগেছে। ‘কুড়া পক্ষীর শূন্যে উড়া’ তো শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কারও অর্জন করেছে। এখন নিশ্চয়ই ছবিটি দেখার জন্য বাংলাদেশেও দর্শকের ঢল নামবে।

২০২০ ও ২০২১ নাটকের জন্য এক বন্ধ্য সময় গেছে। অতিমারির কারণে থিয়েটার হলগুলো অনেক দিন বন্ধ ছিল। আবার যখন নাটক শুরু হয়েছে, দর্শক তেমন ফিরে আসেনি। কিন্তু ২০২২ সালে নতুন ও পুরনো দল মিলে ৫০টির মতো নতুন নাটক মঞ্চে এনেছে, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি নাটক দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তবে নাটকে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী আমাদের একটা গৌরবের জায়গা। দিনে দিনে এর পরিধি বাড়ছে। এখন এশিয়ার বাইরেও অন্যান্য মহাদেশ থেকে শিল্পীদের কাজ প্রদর্শনীতে আসে। এতে একদিকে যেমন আমাদের উৎসাহী দর্শকরা বিশ্বের সাম্প্রতিক চারুশিল্পের ধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, অন্যদিকে আমাদের শিল্পীরাও তাঁদের কল্পনার জগেক প্রসারিত করতে পারেন।

আমাদের দেশে বেশির ভাগ সংস্কৃতিকর্মীই নিজেদের আনন্দে কোনো অর্থের প্রত্যাশা না করে শিল্পচর্চা করেন। এ ক্ষেত্রে সরকারের দিক থেকে যেটা করা প্রয়োজন, তা হচ্ছে অবকাঠামো তৈরি করে দেওয়া এবং সেখানে যেন স্বল্প ব্যয়ে স্বাধীনভাবে সংস্কৃতিকর্মীরা কাজ করতে পারেন তার নিশ্চয়তা বিধান করা। এক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দিয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতির মুখ নির্মাণ করা যাবে না। দেশে শত শত যেসব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের প্রণোদনা দিলেই শত ফুল ফুটবে, আমাদের সংস্কৃতি বিশ্বসভায় মর্যাদার আসন লাভ করবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, শিল্পীকে স্বাধীনতা দিতে হবে। শিল্পীরাও সেই স্বাধীনতার মর্যাদা দেবেন। প্রশ্ন করার স্বাধীনতা থাকতে হবে। অনুগত শিল্পীসমাজ দিয়ে কোথাও উঁচুমানের শিল্প সৃষ্টি হয় না। ভিন্নমতকে আমরা শ্রদ্ধা করব যতক্ষণ না সেটা দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যায়। পরমতসহিষ্ণুতা আমাদের রাজনীতিতে যেমন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন সমাজে। আমাদের সব উন্নয়ন ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি না আমরা মানবিক আচরণ না করি। দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণই আমাদের সব কর্মকান্ডের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

নতুন বছরে এটাই প্রার্থনা করি, অতীতের সব তিক্ততা ভুলে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটা বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিজ নিজ জায়গা থেকে যেন আমরা কাজ করি।

লেখক: সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
ন্যূনতম ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
• আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল মালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিণ্ডালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
• আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
• আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

যেন তেমন না হয় কথা দিতে হবে

॥ সাহউদ্দিন বাবর ॥

কোনো সন্দেহ নেই, দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় বহু ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে, বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রযন্ত্রে সেই ব্যত্যয়গুলো অত্যন্ত প্রকটতর পর্যায়ে পৌঁছেছে। তার প্রতিবিধান করা এই মুহূর্তে খুব জরুরি। সেটি উপলব্ধি করে সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তার ভাষায় 'রাষ্ট্র মেরামতের ২৭ দফা' কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এমন শিরোনাম নিয়ে রাষ্ট্রের ব্যত্যয় ঘোচানোর কর্মসূচি ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মহলে কৌতূহল-আগ্রহ সৃষ্টি হলেও ক্ষমতাসীন মহল থেকে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়ে চলেছে এবং সেই কর্মসূচি নিয়ে হাসি-তামাশায় মেতে আছে। তারা কিছুতেই একে ভালো চোখে দেখছে না, হয়তো এ জন্য যে, তাদের আমলে সৃষ্ট ব্যত্যয়গুলোসহ রাষ্ট্রব্যবস্থায় আরো কিছু অনিয়ম-অব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেই ২৭ দফায়। স্বাভাবিকভাবেই এ নিয়ে যদি তারা হেলা-তামাশা না করে তবে তাদের এসবের জন্য তো কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। সেটি মৌন থাকলে, স্বাভাবিকভাবে নিলে, বিএনপির সেই অভিযোগগুলোকে তাদের স্বীকার করে নেয়া হবে, আনীত সব দোষ নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিতে হবে এবং সেটি বিরাট এক রাজনৈতিক পরাজয় শুধু নয়; বরং তাদের বোধ-বিবেচনা, সক্ষমতা, যোগ্যতা-দক্ষতাকে এক বিরাট প্রশ্নের মুখে ফেলবে। আর এই মুহূর্তে যা তাদের জন্য মারাত্মক, তথা তাদের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে টানাপড়েন সৃষ্টি হবে। কর্মী-সমর্থকদের মনোবল ভেঙে পড়বে।

যাই হোক, একটি কথা সম্ভবত মাথায় রাখা প্রয়োজন- শুধু রাষ্ট্র মেরামত নয়, যারা রাষ্ট্র চালান অর্থাৎ সেই রাজনৈতিক নির্বাহীদের এর আওতায় আনতে হবে। রাষ্ট্র তো 'ইন-ভিজিবল' তথা অলক্ষ্যে থাকে। আর যারা রাষ্ট্র চালান বা চালাবেন তারা ভিজিবল তথা দৃশ্যমান। রাষ্ট্রকে মেরামত বা যথাযথ নিয়মের মধ্যে আনা বা সঠিক পথে পরিচালনা করা- যারা সেই সঠিক পথ অবলম্বন করবে সেই নির্বাহীদের যদি তাদেরও মেরামতির আওতায় নেয়া না হয় তবে তা মেরামত কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ অসমাপ্ত রাখারই শামিল বলে বিবেচিত হবে। এ কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক, আমরা আজ রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় যে ব্যত্যয়, দুর্বলতা, অপরিণামদর্শিতা, অনিয়ম ও অবিরাম ভুলগুলোর কথা বলছি, রাষ্ট্রের পক্ষে সেগুলো প্রধানত রাজনৈতিক নির্বাহীরাই করছেন। বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি, অদূরদর্শিতা, পরিণতি আন্দাজ করতে না পারার অক্ষমতা রাষ্ট্রকে আজ এক গভীর খাদের কিনারায় নিয়ে এসেছে। সে জন্য আগামীতে যারাই রাষ্ট্রক্ষমতায় যাবেন তাদের এসব বিষয়ে অবশ্যই সঠিক ধারণা রাখতে হবে। যোগ্য, দক্ষ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, কর্তব্যনিষ্ঠতা, সমস্যার গভীরে পৌঁছার মতো স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের তৈরি করে বা বেছে নেয়ার বোধকে অবশ্যই রাষ্ট্র মেরামতের কর্মসূচিতে সন্নিবেশিত করতে হবে। ঘোষিত ২৭ দফা অবশ্যই এ মুহূর্তে সময়ের একটি বড় দাবি, কিন্তু এই দফা এখনই সিলগালা করে রাখার চিন্তা করা ঠিক হবে না, এর ভেতরে আরো কিছু সংযোজনের দরজাটা খোলা রাখতে হবে, কেননা সময় ও প্রয়োজন নিত্যদিন নানা রূপ নেয়, তাকে ধারণা করতে হলে অবশ্যই ২৭ দফার দরজা খোলা রাখতে হবে।

আরো একটি কথা এখানে স্মরণ রাখা জরুরি, কেননা দেশের এক ক্রান্তিকালে বিএনপির ২৭ দফা একটি অঙ্গীকারনামা, যা জাতির সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে এক যুগসন্ধিক্ষণে। অতীত থেকে একটি উদাহরণ তুলে এনে যে কথা বলতে চাই তার একটি উদাহরণ হচ্ছে- বর্তমান ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ ওয়াদা বা অঙ্গীকারনামা, তারা জাতির সম্মুখে এনেছিল ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদের প্রাক্কালে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশের মাধ্যমে। আজ এমন প্রশ্ন জাগে, সেই ইশতেহার নিয়ে দলটি সেদিন কতটা 'সিনসিয়ার' ছিল, সেটি বোধগম্য নয়। কেননা, এখন যদি সেই ইশতেহারের সুচ্যগ্র আলোচনা বা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়- সেই প্রতিশ্রুত পথ নিয়ে তারা কতটা নিষ্ঠাবান বা সিনসিয়ার ছিল? আজ অবধি তার কতটুকু বাস্তবতার মুখ দেখেছে? এমন জিজ্ঞাসার পেছনে আমাদের অভিপ্রায়টা এ রকম যে, আমাদের সব রাজনৈতিক দলই কথা দিয়ে কথা রাখে না কেন?

মানুষের জিজ্ঞাসা হতে পারে- এ প্রসঙ্গ কেন একটি ভিন্নবিষয়ক এক নিবন্ধের মধ্যে টেনে আনা হলো? আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের সেই অঙ্গীকারনামায় যেসব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার বহু কিছু এখনো অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। এ নিয়ে জাতিকে সজাগ করা আর কেউ যাতে এমন সব ওয়াদা দিয়ে 'রিপ ভ্যান উইংকেলে'র মতো ঘুমিয়ে না পড়ে, সে জন্য জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। সে যাক, আমরা প্রস্তুত সেই ইশতেহার নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার জন্য। হ্যাঁ, সেই ইশতেহারের বিষয় নিয়ে কিছু কাজ হয়েছে বটে তবে এমনো হয়েছে- এখান থেকে কিছু, ওখান থেকে কিছু করা হতে পারে; তবে কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্বের কথা বলতে ইশতেহারে বলা হয়েছে- 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।' কিন্তু সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে, 'সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে সামান্য অর্থ গবেষণার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় সেটিও এখন বহুলাংশে কমিয়ে দেয়া হয়েছে।' আগে যে অর্থ বরাদ্দ দিত তা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে কোনো গবেষণা কার্যক্রম চালানো একেবারেই অসম্ভব। অথচ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষাকার্যক্রমের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে- মৌলিক কোনো বিষয়ের ভেদ উদ্ঘাটনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা। সবাই নিশ্চয়ই জানেন, কোভিডের একটি টিকা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কো-পার্টনার হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। সেই টিকা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারের কর্মীরা। সেই প্রতিশ্রুতিপত্রে রয়েছে- তরুণ উদ্যোক্তা হওয়া ও আত্ম-কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে বিনা জামানতে ও সহজ শর্তে ঋণ দেয়া হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে- আজ কোনো ব্যাংকের পক্ষে জরুরি পণ্য আমদানি করতে এলসি খোলার জন্য পুরো টাকা পেমেন্ট করার পরও ব্যাংক আমদানিকারকদের ডলার সরবরাহ করতে পারছে না। ব্যাংকে বড় কোনো ডিপোজিট হচ্ছে না; লোন দিতে পারছেন, লাভ-সুদ না দিলেও বিনিময়ে দেয়া হচ্ছে আবার চ্যারিটির অর্থ, এ তো কল্পনাই করা যায় না। আমাদের সংবিধানে আছে (১৬ অনুচ্ছেদে), নগর ও গ্রামের মধ্যে বিরাট বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করতে হবে। বিষয়টি আওয়ামী লীগের ইশতেহারেও সম্পৃক্ত হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি, বড় তথা মেগা প্রকল্প হচ্ছে, হবে। (অবশ্য এসব বৈদেশিক ঋণে হচ্ছে, আর এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে সাধারণ মানুষকেই। অর্থাৎ ঋণ করে ঘি খাওয়ার মতো) কিন্তু অপর দিকে, শহর ও গ্রামের মধ্যে কেবল বৈষম্য বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষের বড় প্রকল্প সেসব কতটা কী সমৃদ্ধি দেবে? এ দিকে খবর হচ্ছে- গ্রামের দরিদ্র এখন হতদরিদ্র হয়ে পড়ছে। ইশতেহারে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা আগেই বলে এসেছি, কোথাও কিছু অগ্রগতি হলেও সেটি ধরে রাখতে পারছে না বর্তমান সরকার। ২০২২ সালে বিদ্যুতের সে তেলেসমাতি খেলা মানুষ দেখেছে। ইশতেহারে বলা হয়েছে- বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার 'লুটপাট' করেছে- কথার পিঠে কথা বলতে হলে বলা যায় 'তখন যদি পুকুর চুরি হয়ে থাকে, আজ তো সমুদ্র চুরির কথা শোনা যায়।' নৌপরিবহন বিষয়ে বলা হয়েছে- প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন করা হবে। দেশের মানুষ এক কোদাল মাটি কাটাও দেখেনি। ইশতেহারে আরো বলা হয়েছে- ঢাকার চার পাশের নদী-খালগুলোর দূষণ ও দখলমুক্ত করে খননের মাধ্যমে নাব্য ফিরিয়ে এনে নদীতীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। কিন্তু এসব ফাঁকা বুলি।



দেশবাসীর কাছে ওয়াদা ছিল- ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশের পর্যায়ে উন্নীত হবে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে- ইতোমধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজ ভ্যানিস হয়ে গেছে। নিম্নবিত্ত হতদরিদ্রে পরিণত হয়েছে। ইশতেহারে আরো বলা আছে- রফতানি পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি ও নতুন বাজার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে। পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা তো দূরের কথা, এখন সব পণ্য আগের পর্যায়ে উৎপাদিত হচ্ছে না। রেমিট্যান্স আসার ক্ষেত্রে ধস নেমেছে। শিল্প খাত নিয়ে অনেক গল্পের জাল বোনা হয়েছিল, এখন সে জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ইশতেহারে অনেক কথা বলা ও শোনাও হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, সেটি হলো- জলবায়ু ইস্যু। আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ইতঃপূর্বে জানা গেছে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে এক মিটার ভূভাগ সমুদ্রে বিলীন হবে। এ পরিস্থিতিতে বিপুল সংখ্যকমানুষ উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিতে কী প্রতিবিধান করা হবে তার কোনো স্বচ্ছ বক্তব্য সরকারের নেই।

আইনের শাসন ও মানবাধিক সংক্রান্ত বিষয়ে 'নামকাওয়াস্তে' যৎ কিছু সন্নিবেশিত আছে ইশতেহারে। এ নিয়ে বেশি কথা বলার দরকার নেই। দেশ-বিদেশে এই দুই ইস্যু নিয়ে ক্ষমতাসীনদের আচরণ, পদক্ষেপ, অবস্থান সম্পর্কে এখন তর্ক-বিতর্কের তুমুল ঝড় বইছে। এসব বিষয় এখন কোন অবস্থানে গিয়ে পৌঁছে সেটি সব মানুষই অবহিত। ইশতেহারে জবাবদিহিতার বিষয়ে যা বলা হয়েছে- সে সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলা যায়, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জবাবদিহিতার প্রধান জায়গাটি হচ্ছে সংসদ। অথচ সে সংসদ এখন এক জোটের, তাই সেখানে জবাবদিহিতার প্রশ্ন তোলা অবান্তর। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে চমৎকার কথা বলা আছে বটে; অথচ সরকার তৈরি করেছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংবাদসেবীরা যাকে আখ্যায়িত করছে- সংবাদপত্রসহ সব মিডিয়ার কণ্ঠ রোধ করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে এই আইন। সবচেয়ে হাস্যকর যে কথাটি সেটি হলো- 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি' গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে একটি প্রবাদবাক্যই যথেষ্ট, যেমন- চালুনি বলে সুচ তোমার পেছনে তো একটি ছিদ্র আছে। দেশে হেন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে ভয়াবহ আকারে দুর্নীতি নেই। ঋণখেলাপি, টাকা পাচারকারী, ব্যাংকের অর্থ শুষে খাওয়াদের এক স্বেচ্ছাধীন রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এখন তো সব কিছু লুটপাট করা ওপেন করে দেয়া হয়েছে।

একটি কথা সম্ভবত মাথায় রাখা প্রয়োজন- শুধু রাষ্ট্র মেরামত নয়, যারা রাষ্ট্র চালান অর্থাৎ সেই রাজনৈতিক নির্বাহীদের এর আওতায় আনতে হবে। রাষ্ট্র তো 'ইনভিজিবল' তথা অলক্ষ্যে থাকে। আর যারা রাষ্ট্র চালান বা চালাবেন তারা ভিজিবল তথা দৃশ্যমান। রাষ্ট্রকে মেরামত বা যথাযথ নিয়মের মধ্যে আনা বা সঠিক পথে পরিচালনা করা- যারা সেই সঠিক পথ অবলম্বন করবে সেই নির্বাহীদের যদি তাদেরও মেরামতির আওতায় নেয়া না হয় তবে তা মেরামত কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ অসমাপ্ত রাখারই শামিল বলে বিবেচিত হবে। এ কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক, আমরা আজ রাষ্ট্রযন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় যে ব্যত্যয়, দুর্বলতা, অপরিণামদর্শিতা, অনিয়ম ও অবিরাম ভুলগুলোর কথা বলছি, রাষ্ট্রের পক্ষে সেগুলো প্রধানত রাজনৈতিক নির্বাহীরাই করছেন।

উল্লিখিত ইশতেহারে আরো যা আছে সেগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত সূচ্যগ্র আলোচনা করলেও এমন আরো দু'টি কলাম তৈরি করতে হবে। সব কথার এক কথা- হয়তো এটি বলতে হয় বলেই তো বলা হয়েছে, 'মিন' করে বলা হয়নি। এই ইশতেহার নিয়ে এ জন্য কথা হলো, কেউ যেন আর ভবিষ্যতে 'এমন করে বলতে হয়' বলে ধাঁচের কোনো প্রতিশ্রুতি না দেয়, যেটি ক্ষমতাসীনরা দিয়েছিল। আমাদের বিনীত অনুরোধ, বিএনপি যেন তাদের প্রতিপক্ষের মতো তেমন কিছু না করে, এ কথা দিতে হবে। তবে সবারই এ বিশ্বাস জন্মেছে, প্রায় ১৪ বছর দলটি পথে পথে ঘুরেছে দেশকে ও দেশের মানুষকে নিয়ে তারা অনেক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়েছে। বুঝতে পেরেছে, দেশের মানুষই কেবল তাদের প্রকৃত বন্ধু।

এখন বিএনপি ২৭ দফা নিয়েও সূচ্যগ্র আলোচনায় মিলিত হতে চাই। এই কলামে ইতঃপূর্বে একাধিকবার আমরা বলার চেষ্টা করেছি, আমাদের সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন, একে মান্য করা প্রত্যেকটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিশেষ করে পজিশন থেকে সংবিধান নিয়ে হেলাফেলা করা হয়েছে, ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে, কোনো কাজে একে কোনোভাবেই প্রাধান্য দেয়া হয়নি। বিএনপি সেই সংবিধানের ব্যাপারে ২৭ দফায় বলেছে- সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করবে। আমাদের সংবিধান ১৭ বার প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ব্যক্তি-গোষ্ঠীর স্বার্থে সংশোধন করা হয়েছে। ২৭ দফায় আছে- দলটি দেশে গণতন্ত্র ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোটাধিকার পুনঃপ্রবর্তন করবে এবং স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্থায়ী সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে একটি নির্বাচনকালীন দক্ষ দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। উল্লেখ্য, তা তারা আগেও করেছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তা বাতিল হয়ে যায়। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগের ক্ষমতা-দায়িত্বের সমন্বয় করা হবে। বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে দেশে প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংসদ উচ্চকক্ষবিশিষ্ট রেখেছে। কিন্তু বিষয়টি আমাদের দেশে নতুন। এটি সংযোজন হবে হয়তো। এমন বিজ্ঞজনদের রাষ্ট্রপরিচালনা ক্ষেত্রে সুযোগ দেয়া হলে অবশ্য তারা রাষ্ট্রব্যবস্থায় মূল্যবান অবদান রাখতে পারবেন। এ ছাড়া একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, বৈষম্যহীন ও সম্প্রীতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় ২৭ দফায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এ জন্য একটি 'ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন কমিশন' গঠন হবে, যেটি জাতীয় ঐক্যের জন্য কাজ করবে। আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী বিষয়- বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেটি হলো- নির্বাচন কমিশনের সংস্কার। এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে বহু প্রশ্ন জনগণের ভেতর জমে আছে, বিশেষ করে নির্বাচন কমিশনের প্রতি এখন জনগণের কিছুমাত্র আস্থা নেই। তাদের দলবিশেষের প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরাগ রয়েছে বলে অভিযোগ আছে। সংবিধান তাদের যতটুকু ক্ষমতা কর্তৃত্ব দিয়েছে তার অনুশীলন তারা করতে পারছে না। সে জন্যই ২৭ দফায় কমিশনকে সংস্কারের আওতায় আনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিচার বিভাগ নিয়ে কথা বলা খুবই স্পর্শকাতর বিষয় বটে, তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞ আইনজীবীরা যে অনুযোগ করছেন- আইনের দৃষ্টিতে জামিনযোগ্য সাধারণ মানুষ ও রাজনীতিবিদদের জামিন নামঞ্জুর করা হচ্ছে। হয়তো এসবসহ আরো কিছু বিষয়ে বিচার বিভাগ ও প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়গুলো রাষ্ট্র মেরামতের দলিলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেখানে সংযোজিত হয়েছে, বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। বর্তমান বিচারব্যবস্থা সংস্কারের নিমিত্ত একটি জুডিশিয়াল কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কমিশন জুডিশিয়াল সার্ভিসে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ, বদলি, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুরসহ চাকরির শৃঙ্খলাবিধানে সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী বিচারপতি নিয়োগ করা হবে। সংবাদপত্রের ও অন্যান্য মিডিয়ার স্বাধীনতার অন্তরায় বলে বিবেচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রতিশ্রুতিসহ সেই প্রতিশ্রুতিপত্রে আরো সংযোজিত আছে- গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী এবং অভিজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য গণমাধ্যমব্যক্তিদের সমন্বয়ে 'মিডিয়া কমিশন' গঠন করে সৎ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিবেশ পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি আইনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিশ্চয়তা রয়েছে ২৭ দফা সংস্কার প্রস্তাবে। দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থা আজকে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। দুর্নীতি নিয়ে সংস্কার প্রস্তাবে বলা হয়েছে- 'গত দেড় দশকে সংগঠিত অর্থ পাচার ও দুর্নীতির অনুসন্ধান করে একটি শ্বেতপত্র করা হবে। চিহ্নিত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়াসহ পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও দুর্নীতি দমন আইন সংস্কারের পাশাপাশি পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে দুদকের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানে যে ন্যায়পাল বিধান রয়েছে সেটি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি গুম হয়ে যাওয়া মানুষের স্বজনদের দুঃখ বেদনার আহাজারি, তা প্রতিটি মানুষকে বিমর্ষ করে তুলেছে। বিএনপি সংস্কার প্রস্তাবে সেটি স্থান পেয়েছে। সেখানে বর্ণিত আছে- তারা ক্ষমতায় গেলে গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং অমানবিক নিষ্ঠুর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অবসান ঘটানো হবে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে। মানবাধিকার কমিশনে, গত দেড় দশকে সংগঠিত সব বিচারবহির্ভূত হত্যা, ক্রসফায়ারের নামে নির্বিচারের হত্যা, গুম, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ, নির্মম শারীরিক নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর ও অমানবিক অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইর প্রচলিত আইনে সুবিচার নিশ্চিত করা হবে। বর্তমান সময়ে মানুষের জীবন অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বিএনপি তার রাষ্ট্র মেরামতের ধারণাপত্রে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও গবেষক, অভিজ্ঞ ব্যাংকার, করপোরেট নেতা, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিশন করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। আরো অনেক বিষয়সহ ২৭ দফায় রয়েছে- শিক্ষিত বেকারদের বেকারভাতা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পুষ্টির ওপর গুরুত্ব প্রদান, মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ, নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া, কৃষিপণ্যে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

দেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এখন কোনো নীতির অনুসরণ ও দিকনির্দেশনায় পরিচালিত হয় বলে মনে হয় না। বাংলাদেশ যেন দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছে। এর পরিণতি অবশ্যই ভয়াবহ হতে পারে। বিশ্বে বাংলাদেশ বন্ধুহীন হয়ে যেতে পারে। বিএনপি পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাদের ২৭ দফায় বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করেছে। দেশের ভূখণ্ডে সন্ত্রাসী তৎপরতা বরদাশত করা হবে না এবং কোনো সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা আশ্রয়-প্রশ্রয় পাবে না। প্রতিরক্ষা প্রশ্নে বলা হয়েছে- দেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুসংগঠিত, সময়োপযোগী ও সর্বোচ্চ দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

পত্রিকার মাধ্যমেই ২৭ দফার বিষয়গুলো জানতে পেরেছি। কিন্তু একটি বিষয় আমাদের নজরে আসেনি সেটি হলো- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে ভয়াবহ বিপর্যয় আমাদের দ্বারপ্রান্তে সে সম্পর্কে কোনো কথা আমাদের নজরে আসেনি, আওয়ামী নির্বাচনী ইশতেহারে সেখানে বহু কথাই আছে। তবে সব কেবল কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ, বাস্তবে কোনো পদক্ষেপই নেয়া হয়নি। এটিকে অবশ্যই সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিএনপি একে সর্বোচ্চ বিবেচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবে আশা করি।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Portchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

গত সংখ্যায় প্রকাশিত ইমিগ্রেশন বিষয়ে পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদন রেজিস্টার কারা নতুন ফরম আই-৪৮৫ সম্পর্কে আপনাদের জন্যে আরো তথ্য উল্লেখ করা হলো।

পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট রেজিস্টার করা অথবা স্ট্যাটাস এডজাস্ট করার আবেদনের নতুন ফরম আই-৪৮৫

ইউএসসিআইএস পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট রেজিস্টার অথবা স্ট্যাটাস এডজাস্ট করার আবেদনের নতুন আই-৪৮৫ ফরম এর সংস্করণ প্রকাশ করেছে। আই-৪৮৫ ফরম এর নতুন সংস্করণ ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ এর পূর্বে ফাইল করা যাবে না। ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ এর আগে যারাই এই নতুন ফরম ব্যবহার করেছে ইউএসসিআইএস তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করবে।

সে কারণে স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে যদি কেউ আই-৪৮৫ ফরম করেন তাদের অবশ্যই নিম্নে উল্লেখিত বিষয় মনে রাখতে হবেঃ

যদি কেউ আই-৪৮৫ এর ১/১৫/২২ সংস্ককরণ ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২ এ অথবা তারপর ব্যবহার করেন তবে ইউএসসিআইএস তাদের আবেদন বাতিল করে দেবে।

যারা ২২ ডিসেম্বর বা তার আগে পোস্ট মার্ক করা আই-৪৮৫ ফরম ১২/২৩/২২২ সংস্করণ ব্যবহার করেন ইউএসসিআইএস তাদের আবেদনও বাতিল করে দেবে।

নন ইমিগ্র্যান্ট শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করা হলে তাদের জন্য কী করণীয়?

ইউএসএতে ওয়ার্ক ভিসার এইচওয়ান বি ভিসায় এসে থাকলে তাদের জন্য নিম্নে উল্লেখিত ঘোষণা প্রযোজ্য হবে। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাদের কর্মচ্যুতি ঘটেছে ইউএসসিআইএস তাদের জন্য তথ্য দিয়েছে। এই সব শ্রমিকদের জন্য বচর্তমান নিয়ম অনুযায়ী কর্মহীন অবস্থানকালীন ইউএসএ অবস্থানের অনেদগুলি বিকল্প রয়েছে।

৬০ দিনের প্রেস পিরিয়ড

বিধি মোতাবেক ই-১, ই-২, ই-৩, এইচ-১বি, এল-১, ও-১ অথবা টিএন শ্রমিকচুক্তি (এবং তাদের পাষ্য) ওয়ার্কারদের চাকরিচ্যুতির পরও তাদের ৬০ দিনের বিশেষ প্রেস পিরিয়ড থাকবে ইউএসএ'তে বৈধভাবে অবস্থানের জন্য। এই ৬০ দিন কিংবা বৈধ অবস্থানের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত-যেটা সংক্ষিপ্ত হবে, সে পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবেন।

(সেকশন সিএফআর-২১৪, ১(১) ধারা দেখুন)

এই সমরে মধ্যে হয়তো অন্য কোন নিয়োগ কর্তা তাদের জন্য সময়মতো তাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে আবেদন করলে তাদের স্ট্যাটাস পরিবর্তনের আবেদন গৃহীত হতে পারে।

বিপরীতভাবে কোন শ্রমিক তাদের বৈধ অবস্থানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যদি সময়মতো নতুন নন ইমিগ্র্যান্ট স্ট্যাটাসের জন্য আবেদন করেন, তবে তারা হয়তো বৈধভাবে অবস্থানের সুযোগ পেতে পারেন।

যে সব শ্রমিক সময়মতো স্ট্যাটাস পরিবর্তনের আবেদনর করতে বা নতুন নিয়োগ কর্তার সন্ধান করতে ব্যর্থ হবে তবে হয়তো প্রেস পিরিয়ডের পর এদেশ থেকে তারা বহিষ্কৃত হতে পারেন।

আরও বিস্তারিত জানতে 'চেঞ্জ আই নন ইমিগ্র্যান্ট স্ট্যাটাস' পেজ দেখুন।

স্ট্যাটাস এবং নিয়োগকর্জতা পরিবর্তনঃ

শ্রমিকরা ৬০ দিনের বিশেষ প্রেস পিরিয়ড কাজে লাগিয়ে একই বা ভিন্ন স্ট্যাটাসের সংগ্রহ করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, নির্দিষ্ট বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে একজন



এল-১ শ্রমিক টিএন, ই-৩ অথবা এইচ-১ বি ওয়ান শ্রেণিভুক্তির অধীনে নতুন কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারেন। কিছু কিছু আবেদন অতিরিক্ত ফি প্রদান সাপেক্ষে 'ই-প্রমিয়াস প্রসেসিং' এর জন্যে যোগ্য বিবেচিত হতে পারেন।

স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টঃ

কতিপয় শ্রমিক স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদনের একই সঙ্গে স্বয়ং আবেদনেরও যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন। যেমন ই-১ এক্সট্রা অর্ডিনারি এ্যাবিলিটি; ইবি-২ ন্যাশনাল ইনটারেস্ট ওয়েবার অথবা ইবি-৫ ইমিগ্র্যান্ট ইনভেস্টর ক্যাটাগরি।

যেসব শ্রমিক কর্মভিত্তিক ইমিগ্র্যান্ট ভিসা অনুমোদনের সুবিধাভোগী তারা ১ বছর পর্যন্ত ইএডি পওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন যদিঃ

স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভিসা বুলেটিনে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা না থাকে এবং বিশেষ কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন।

শর্ত সাপেক্ষ গ্রিনকার্ড

গ্রিনকার্ড অনুমোদনকালে বিয়ের বয়স ২ বছরের কম হলে তখন সেই গ্রিনকার্ড হবে 'শর্তসাপেক্ষ' গ্রিনকার্ড এবং তার মেয়াদ হবে মাত্র ২ বছর। সেক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ হবে শর্ত প্রত্যাহার এবং ১০ বছরের গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করা। লক্ষ্য ইউএসএতে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হওয়া।

শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ড কী?

শর্ত সাপেক্ষ গ্রিনকার্ডের শর্ত হচ্ছে অন্যান্য যে কোন গ্রিনকার্ডের মতোই এদেশে থাকতে পারবেন, কাজ করতে পারবেন তবে পূর্ণ ১০ বছরের গ্রিনকার্ড পওয়ার পূর্বে তার মেয়াদ হবে ২ বছর।

শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ড যখনও নবায়ন হয় না। যদি ২ বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে শর্ত সাপেক্ষ গ্রিনকার্ড আপডুটেড করে ১০ বছরের পূর্ন গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন না করা হয় তবে শর্ত সাপেক্ষ গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে এদশ অর্থাৎ ইউএসএ ত্যাগ করতে হবে। গ্রিনকার্ডের উপর লেখা 'সিআর' এর অর্থ হচ্ছে 'কন্ডিশনাল রেসিডেন্ট।'

শর্ত সাপেক্ষ পার্মানেন্ট রেসিডেন্স কী?

শর্ত সাপেক্ষ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টরা ২ বছরের নবায়নযোগ্য গ্রিনকার্ড পেয়ে থাকেন স্থায়ী গ্রিনকার্ডের পরিবর্তে স্থায়ী গ্রিনকার্ড হচ্ছে ১০ বছর মেয়াদী এবং নবায়ন যোগ্য।

অস্থায়ী গ্রিনকার্ড থেকে শর্ত সমূহ প্রত্যাহার করার জন্য শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হবার ৯০ দিনের আগে স্থায়ী গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে।

বিবাহিত ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে পুনরায় প্রমাণ করতে হবে যে এ বিয়ে নতুন বিয়ে। এরপরই পাওয়া যাবে স্থায়ী গ্রিনকার্ড।

অর্থাৎ ২ বছর মেয়াদী শর্তসাপেক্ষ গ্রিনকার্ড নবায়ন হয় না। যদি গ্রিনকার্ড হারিয়ে যায় তবে ডুপ্লিকেট গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদনর করা যায়। ডুপ্লিকেট গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হবে হারিয়ে যাওয়া গ্রিনকার্ডের তারিখে। ঐ গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হলে স্ট্যাটাসহীন বলে বিবেচিত করা হবে। এবং যথাযথ সময়ে শর্ত পূরণ না করলে স্ট্যাটাসীন হয়ে যেতে হবে। তখন ইমিগ্রেশন ডিপোর্ট করে দিতে পারবে।

এ বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করা শ্রেয়। তিনি আলোচনা শেষে যথার্থ পরামর্শ দিতে পারবেন।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

টেকসই অর্থনীতির জন্য 'টেকসই ব্যাংক'

খন্দকার হাসনাত করিম

টেকসই (Sustainable) অর্থনীতি বিশেষ করে টেকসই ব্যাকিংয়ের ওপর এখন বাংলাদেশ-সহ উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আগ্রহ বাড়ছে। লেবানন, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শেষে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার পটভূমিতে 'টেকসই' ব্যাংকের দাবি প্রবলভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। ২০২০ সালে টেকসই অর্থায়ন নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এরপর টেকসই অর্থায়ন নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবেশ অনুকূল শিল্পসহ টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে অন্য আরো ব্যাংক। এ ধরনের পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগে অর্থায়নের জন্য কেউ বেছে নেন কৃষি খাত, কেউ এমিশন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি), কেউ কৃষিপণ্য সরবরাহ সোপান (সাপ্লাই চেইন), কেউ বা সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রম ইত্যাদি।

ব্যাংকগুলো এখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছে প্রতিটি অর্থায়ন উদ্যোগের মূল প্রতিপাদ্য হতে হবে 'টেকসই উন্নয়ন'। ব্যাংকের অর্থায়নে শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বর্জ্য দূষণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দাহ্য জ্বালানি দ্বারা কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি 'টেকসই' শিল্প উদ্যোগে জড়িত উদ্যোক্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহজ শর্তে অর্থায়ন সুবিধা বাড়ানোর জন্যও উদ্যোগী হয়ে উঠছে ব্যাংকগুলো।

পরিবেশ নিয়ে সংবেদনশীলতা বাড়ানোর পাশাপাশি চলছে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ। সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোক্তা ও ব্যাংকগুলোর বর্ধিত সামাজিক দায় পালন (সিএসআর) কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, লক্ষ্য-অভিমুখী এবং অর্থবহ করে তোলার প্রয়োজনবোধের বিষয়টি তো সব সময়েই সক্রিয় বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এভাবেই ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দরদি, সংবেদনশীল ও মূল্যবোধভিত্তিক করে ১) সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ২) পরিবেশ এবং সামাজিক অবদান, ৩) মানবাধিকার, ৪) নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন, ৫) অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং, ৬) পরিবেশ ও সামাজিক সুশাসন, ৭) সক্ষমতা বৃদ্ধি, ৮) সহায়তামূলক অংশীদারিত্ব এবং ৯) রিপোর্টিংয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

এই 'প্রটোকল' বা কর্মসোপানগুলোর একটাই লক্ষ্য এবং তাহলো, পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন এবং বিশ্বজুড়ে পরিবেশের যে অনাসৃষ্টি চলছে তাতে এটাই সাব্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক যে, দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকতে হলে 'টেকসই' অর্থনীতি এবং টেকসই উন্নয়নের কোনোই বিকল্প নেই। একটি প্রাচীন পোলিশ প্রবাদে আছে, 'প্রকৃতিকে যদি পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়, প্রকৃতি তার বদলা নেয় কামান দেগে।'

মানুষ যেভাবে প্রকৃতির ভারসমতাকে বিনষ্ট করেছে তারই প্রতিশোধ চলছে ইউরোপে ৪৫ থেকে ৫০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায়; শীত ও বর্ষার মধ্যেও দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে বনভূমি ও জনপদ; অস্বাভাবিক ভূকম্পন হচ্ছে; সমুদ্র উঁচু হয়ে উঠছে; মেরুতে বিশাল বিশাল বরফখন্ড গলে গলে পড়ছে। পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীলতার গুরুত্ব অনুধাবন করে ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাই যেভাবে এগিয়ে আসছে এজন্য প্রশংসা ও অভিনন্দন দু'টিই তাদের পাওনা। কোনো কোনো ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, প্রতিটি উদ্যোগে টেকসই উন্নয়নকে মূল প্রতিপাদ্য করে নেবার সময় এসেছে।

কার্বন নিঃসরণ আমাদের কমাতেই হবে। দাহ্য বর্জ্যরে আগ্রাসন কমাতে বিকল্প ও নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে ঝুঁকতেই হবে। আগে এটা হয়তো মূল্যবোধের ব্যাপার ছিল; কিন্তু এখন এটা অস্তিত্বের প্রশ্ন। প্রকৃতি বাঁচলে আমরা বাঁচব। প্রকৃতি পচলে আমরাও রসাতলে যাব। ব্যাংকগুলো বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত প্ল্যান্ট কিংবা সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে অর্থায়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এই গুরুত্ববোধকে আরো বাড়াতে হবে। উৎপাদন ও সরবরাহ ধারায় অর্থায়ন বা অর্থ-সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হওয়ার কথা নয়।

যেসব শিল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য হলেও ব্যবস্থা (ইটিপি) নেই, সেই শিল্পে ব্যাংক অর্থায়নে অপারগ, এটা পরিষ্কার করে বলে দিতে হবে। এই ধরনের পরিবেশানুকূল উদ্যোগে দীর্ঘমেয়াদি এবং সহজ শর্তে বিনিয়োগ করার কথা ভাবতে হবে, যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো এই খাতে উৎসাহী হয়। তেমনি নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা শক্তি খাতেও সহজ শর্তে মেয়াদি বিনিয়োগের কথা ভাবতে হবে, যাতে সৌর বিদ্যুতের আরো প্রসার ঘটে এবং দেশে সৌর বিদ্যুতের প্যানেলসহ অন্য সব যন্ত্র এবং প্রযুক্তি তৈরি করার পথ সুগম করতে হবে, যাতে সৌর বিদ্যুতে মানুষের ঝোঁক এবং নির্ভরশীলতা আরো বাড়ে। ভাবতে হবে 'উইন্ডমিলের' কথাও।

পরিবেশানুকূল উদ্যোগ নিজেও একটি বড় খাত হয়ে উঠতে পারে। সেজন্য চাই জাতীয় পর্যায়ে যথাযথ পরিকল্পনা। তেল বিক্রি কমিয়ে দেয়া বা রেশনিং প্রথা নিতান্তই একটি নেতিবাচক পদক্ষেপ। আমাদের হতে হবে পজেটিভ বা ইতিবাচক এবং 'প্রো-অ্যাকটিভ' পথের পথিক। বিকল্পের বিহিত করতে পারলে বৃক্ষ বিনাশও বন্ধ হবে; জীবাশ্ম-জ্বালানি বা 'ফসিল ফুয়েলের' ওপর এত নির্ভরশীল না হলেও চলবে। অর্থায়নের একটি দ্বার উন্মোচন করতে হবে যাতে 'টেকসই' অর্থায়ন কাঠামো নিজেও টিকে থাকতে পারে।

বিশ্বজুড়ে জৈব বর্জ্য আজ এক বিরাট শিল্প কাঁচামাল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন দূষণ কমতে শুরু করেছে; অপর দিকে তেমনি সস্তায় বহু রূপান্তরিত উপজাত দ্রব্য উদ্ভাবিত এবং উৎপাদিত হচ্ছে। প্যাকেজিং খাত আজকের 'নতুন বাস্তবতায়' এক বিশাল চাহিদা সৃষ্টি করেছে। ব্যাংকগুলোর উচিত হবে, উৎপাদনের পাশাপাশি উদ্ভাবন এবং গবেষণা কাজেও পৃষ্ঠপোষকতা করা। আমাদের দেশে বহু সুপ্ত মেধা গুপ্ত হয়ে পড়ে আছে। সরকার ও সমাজপতিদের উচিত হবে, সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব মেধা খুঁজে বের করা এবং প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সহায়তার মাধ্যমে তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে বাস্তবে নিয়ে আসতে সাহায্য করা।

টেকসই 'অ্যাপ্রোচ' শুধু আর্থিক ক্ষেত্রেই নয়- সব পর্যায়ে, সব খাতে ও ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে হবে। Sustainable Banking একটি নতুন ধারণা হলেও বিশ্ব পরিবেশ এবং জলবায়ুগত বিভ্রাট এবং তজ্জনিত বিপর্যয়ের আলোকে এই নতুন 'অ্যাপ্রোচটি' নিয়ে এখন খুব জোরেশোরে কথা চলছে। ইতোমধ্যেই এই নতুন ধারার কিছু প্রকার-প্রকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞাবদ্ধতাও পরিদৃশ্যমান। সবই পরিবেশ-বান্ধব অর্থায়ন সম্পর্কিত। যেমন কোথাও একে বলা হচ্ছে এৎববহ ইধহশরহম, কোথাও বলা হচ্ছে এৎববহ ঋরহধহপব; আবার বড় দাগের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও বিশেষ সংজ্ঞা উঠে এসেছে। যেমন Environmental Risk Management (ERM) in Sustainable Banking; কোথাও করা হচ্ছে Climate Risk Fund (CRF), Online Banking for Energy Efficiency (OBEE), Refinance Scheme for Green Products (RSGP) প্রভৃতি। এ ছাড়া ব্যাংকসমূহের নিজস্ব 'CSR Ges Inclusive Banking' কিংবা 'স্কুল ব্যাংকিং' এর অঙ্গীকার তো আছেই।

টেকসই ব্যাংকিংয়ের ওপর দীর্ঘদিন কাজ করছে এমন একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ডিজাস্টার' এর নিজস্ব সংজ্ঞা অনুযায়ী, "Sustainable banking is the recent shift towards sustainable finance or green banking, and thankfully, many financial actors are joining the movement. One of the driving forces of this is the Environmental & Social Risk Management in Sustainable Banking, that include environmental, social and governance." ২০১২ সালে গঠন করা হয় Green Finance Platform (GFP)। তারা টেকসই ব্যাংকিং 'অ্যাপ্রোচ' বাস্তবায়নের নয়টি মূল আদর্শ সাব্যস্ত করেন।

অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্তও এ দেশের ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো টেকসই উন্নয়নের বিশ্বব্যাপী যৌথ অভিযাত্রার মূলস্রোতে ছিল না। তবে এখন বিশ্বের উন্নয়ন ভাবনা, পরিবেশ ও আবহাওয়াগত বিষয়ের সাথে এত নিবিড়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ছে যে, ব্যাংকগুলোর সেবা নীতি ও লেনদেনের একটা বড় অভিমুখ তৈরি করেছে টেকসই গুণ বা Anything and everything sustainable. জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন (COP26) হয়ে যাবার পর টেকসই ব্যাংকিং ধারণা তত্ত্বগত পরিমন্ডলী ছাড়িয়ে ব্যাংকের কাউন্টারের সামনে চলে এসেছে।

ব্যাংকগুলো এখন 'সবুজ' পণ্য উৎপাদন এবং 'সবুজ' বাণিজ্যের দিকে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি ঝুঁকছে এবং পরিবেশ অনুকূল উৎপাদন খাতে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ তাগিদ বাস্তবায়ন করছে। কৌশলপট সাজান হচ্ছে কিভাবে "সবুজ বিনিয়োগ" বাস্তবায়ন করা যায় এবং কার্বন নিঃসরণ বিরোধী প্রকল্পে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্পোরেট দায়বদ্ধতা কর্মসূচির সুফলভোগীদের মধ্যে তারা জলবায়ু-শরণার্থীদের আরো বেশি করে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবছে। বিশ্ব ব্যাংকব্যবস্থার এই 'সবুজে ফিরে আসার' তাগিদ বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছিল এবং আছে।

টেকসই উন্নয়নমুখী ব্যাংকিংয়ের অন্য কয়েকটি সহযোগী সুফলের মধ্যে থাকছে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং, জনবান্ধব ব্যাংকিং এবং অংশগ্রহণমূলক ব্যাংকিং। টেকসই উন্নয়নের মূল লক্ষ্য যেহেতু সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গ্রামীণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, তাই পরিবেশ ও জলবায়ুমুখী যেকোনো উদ্যোগের প্রথম এবং প্রধান সুফলভাগী তারাই হবেন। কিন্তু বাস্তবায়ন পর্যায়ে অব্যবস্থা এবং দুর্নীতির বিষয়টি সবার আগে মাথায় রাখতে হবে। ভালো উদ্যোগও খারাপ হাতে পড়লে রসাতলে চলে যেতে পারে এবং এ দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে হাজার হাজার রয়েছে। কথায় বলে, 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।'





নতুন বছরে জনজীবন স্বস্তিকর হয়ে উঠুক

॥ মাহবুব উল্লাহ ॥

আমি যখন এ নিবন্ধটি লিখছি, তখন ২০২২ সালের শেষ সন্ধ্যা। এটি যখন ছাপা হবে, তখন ২০২২ সাল আমাদের জীবন থেকে বিদায় নিয়ে নেবে। বিদায়ী বছরটি বাংলাদেশের মানুষের জন্য খুব সুখকর সময় ছিল না। প্রথম দিকে করোনা সংক্রমণ অব্যাহত ছিল। এখনও ছিটেফোঁটাভাবে সংক্রিমত মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। করোনা মহামারির ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি চাপের মধ্যে ছিল। এ কথা সত্য, করোনার সংক্রমণ এবং সংক্রমণজনিত মৃতের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় সহনশীল মাত্রায় ছিল। করোনার ফলে গত বছরে এবং তারও আগে আমরা অনেক জ্ঞানী-গুণী, সজ্জন মানুষকে হারিয়েছি। তাঁদের অভাব পূরণ করা সহজ হবে না।

বিগত বছরটি আরও একটি কারণে বাংলাদেশের মানুষের জন্য কষ্টকর ছিল। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হার শতকরা ৯ শতাংশের মতো। এই হিসাব সরকার প্রদত্ত। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হার দুই অঙ্কের একটি সংখ্যা। মূল্যস্ফীতি গত বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। এর ফলে নির্দিষ্ট আয়ের লোকেরা খুব কষ্টের মধ্যে পড়ে গেছেন। নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম দেড় গুণ থেকে দুই গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া দরিদ্র লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা অতিদরিদ্র অবস্থা থেকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে গিয়েছিল, তারা আবার দারিদ্র্যসীমার নিচে পড়ে গেছে। ফলে দারিদ্র্য বেড়েছে। মূল্যস্ফীতির ফলে মানুষের প্রকৃত আয় কমে গেছে। অনেক মানুষ সঞ্চয় ভেঙে জীবনসামগ্রী ক্রয় করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সম্মানজনকভাবে আয় বৃদ্ধি না পেলে এই লোকগুলো মহাবিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যাবেন। করোনা সংক্রমণের ফলে অনেক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। তাদের শ্রমিক ও কর্মচারীরা বাধ্য হয়েছেন নিজ বাড়িয়ে গিয়ে অন্যদের ভোগের ওপর ভাগ বসাতে। এটা সত্য, বাংলাদেশের মানুষ আগের মতো দরদি নয়। একটা সময় ছিল আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় ছিল কৃষি অর্থনীতি। এই কৃষি অর্থনীতিতে কৃষকদের সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। গ্রামীণ সমাজে সুদিন দুর্দিনে ভালো ফলন মন্দ ফলনের সময়ে মানুষ বেকার আপনজনকে নিজে কষ্ট করে হলেও তাদের আহারের ব্যবস্থা করতেন। এমন ধরনের যূথবদ্ধ সমাজের মৃত্যু প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে। চরিত্রগতভাবে একটা সময় ছিল যখন গ্রামের মানুষ তার ভাইবেরাদারের জন্য নিজে কষ্ট করে হলেও অসুবিধায় পড়ে যাওয়া আপনজনকে রক্ষা করার চেষ্টা করত। বাজার অর্থনীতির বিকাশের ফলে মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সাধারণ গাণিতিক লাভ-ক্ষতি দিয়ে বিচার করা হয়। স্বার্থপরতা বহুবিধভাবে বেড়ে গেছে। এ রকম অবস্থা বাংলাদেশের ট্রানজিশন অর্থনীতির জন্য খুবই সংকটময়। এবার যাঁরা করোনার ফলে চাকরিহারা হয়েছেন, তাঁরা গ্রামে ফিরে গিয়ে আপনজনদের কাছে সব ক্ষেত্রে গ্রহণীয় হয়েছেন বলে ভাবা যায় না। এর জন্য ট্রানজিশন অর্থনীতির চরিত্রটি মূলত দায়ী।

রাজনীতিতে মানুষের ভোটাধিকার সংরক্ষণের দাবি অত্যন্ত প্রবল হয়েছে। ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচন খুবই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। অনেক জায়গায় মানুষ ভোটকেন্দ্রে গিয়েও ভোট দিতে পারেনি। বাংলাদেশের মানুষ খুব ভালো করেই জানে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় প্রার্থীরা গাল ভরা বুলি আওড়ালেও ক্ষমতায় যাওয়ার পর তাঁরা সেসব ভুলে যান। তার পরও ভোটাধিকার এবং ভোটাধিকারের প্রয়োগ বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটি আবেগ মিশ্রিত অধিকার। সে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চায়। কিন্তু যখন সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না, মানুষ ভোট দিতে পারে না, ভোটকেন্দ্রে নানা ধরনের অপকর্ম হয়- এ রকম অবস্থা লক্ষ্য করে জনগণ খুব অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষের মধ্যে ক্ষোভের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠছে।



২০২৩ সালে মানুষের প্রধান আকাঙ্ক্ষা হবে একটি সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন। এর চেয়ে ভিন্ন কোনো ধরনের নির্বাচন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই মুহূর্তে আমরা দেখছি, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বিএনপিসহ আরও বেশ কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনরায় সংবিধানে সংযোজিত করার দাবি তুলেছে। ২০২৩ সালে এই দাবিতে মানুষ আরও মুখর হয়ে উঠবে। নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির বিরুদ্ধে শাসনক্ষমতায় আসীন আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মৃত্যু ঘটেছে এবং এ থেকে পচা-গলা গন্ধ বের হচ্ছে। আসন্ন নির্বাচনের স্বার্থে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্যথায় বড় দল বিএনপি এবং এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিত্ররা নির্বাচনে অংশ নেবে না। ফলে নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হবে না।

কথাটি প্রধান নির্বাচন কমিশনারও কবুল করেছেন। এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে এবং যেসব পদক্ষেপের কথা ভাবছে তাতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি মানুষের আস্থায় প্রচণ্ডভাবে চির ধরেছে। এ রকম অবস্থায় এই নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে নানামুখী কথাবার্তা বলা বন্ধ করতে হবে। তাদের বাক্য সংযম করতে হবে। নির্বাচন কমিশন ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছে, নির্বাচন হবে ইভিএম যন্ত্রের মাধ্যমে। এই যন্ত্রটির ওপর দেশের মানুষের আস্থা নেই। এই যন্ত্র ব্যবহার করে যে ভোট অনুষ্ঠিত হবে তার ওপর মানুষের কোনো আস্থা থাকবে না। পৃথিবীর অনেক দেশ ইভিএম ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে। ইভিএম যন্ত্রের আরেকটি সমস্যা হলো, এটি থেকে কোনো ব্যালট পেপার বেরিয়ে আসে না। ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পর ব্যালট পেপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন পুনরায় ভোট গণনা করতে হয়। যান্ত্রিক গোলযোগ ও ত্রুটিও ইভিএমকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে, তাদের কাছে ইভিএম যন্ত্রটির যে মজুত আছে তা দিয়ে ১৫০টি আসনে নির্বাচন করা সম্ভব হবে। আরও ১৫০টি আসনে ইভিএম দিয়ে নির্বাচন করার জন্য ৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে ইভিএস মেশিন ক্রয় করতে হবে। দেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকটে এই ব্যয় অনৈতিক হয়ে উঠবে।

বিশ্ব এখন নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধে প্রবেশ করছে। ২০২৩ সালে বৈশ্বিক রাজনীতিতে দাবা খেলার চালগুলো আরও অনেক স্মার্ট হয়ে উঠবে। বাংলাদেশ এমন জটিল পরিস্থিতিতে কী করবে বা কী করা উচিত তা নিয়ে নতুন বছরের শুরু থেকে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে একটি চলার পথ বের করে নিতে হবে।

করোনা সংক্রণের ফলে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই কাম্য শিক্ষার টার্গেটে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। এমনিতেই বাংলাদেশের শিক্ষার গুণগত মান কমে যাচ্ছে। ২০২৩ সালে দেশ, রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ হবে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করে যথোপযুক্ত সিলেবাস ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা। এই প্রয়াসে দেশের দলমত নির্বিশেষে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাতে হবে। তাদের মধ্যে কে আওয়ামীপন্থি, কে বিএনপিপন্থি তা খোঁজা একেবারেই অনুচিত হবে।

২০২২ সালের শেষের দিকে এসে একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলীকে শাসকদলের অঙ্গসংঠনের নিম্ন পর্যায়ের একজন নেতা চপেটাঘাত করেছে। বাংলাদেশের লোকাচার ও সংস্কৃতি কোথায় নেমে গেছে এটা তারই একটি ভয়াবহ দৃষ্টান্ত। আমরা কামনা করব, আগামী দিনগুলোতে বিশেষ করে ২০২৩ সালে রাজনৈতিক সহনশীলতাকে উন্নত করতে হবে। রাজনৈতিক সহনশীলতা না থাকলে আমরা জাতি হিসেবে ভালো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। এ অবস্থায় জাতি অন্য দেশের তুলনায় অনেক পেছনে পড়ে যাবে। বাংলাদেশের সামাজিক জীবনেও অনেক ক্লেদ জমে উঠেছে। এ দেশের সমাজ ক্লেদাক্ত, শিক্ষাব্যবস্থা ক্লেদাক্ত, মানুষে মানুষে সম্পর্ক অনেকটাই ক্লেদাক্ত হয়ে পড়েছে। বড় বড় মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে লাখো কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো আগের তুলনায় মজবুত হবে। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বগুণ যদি সঞ্চারিত না থাকে, তাহলে এসব চোখ ধাঁধানো অবকাঠামো দেশের কোনো কাজে আসবে না।

২০২৩ সালে ভারতের সঙ্গে আমাদের দেনা-পাওনার হিসেবগুলোও সঠিকভাবে করতে হবে। অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা লাভের জন্য বাংলাদেশকে আরও অনেক বেশি তৎপর হতে হবে। নদীর পানির স্রোত ভারতে অবকাঠামো নির্মাণ করে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থাকে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে? জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এবং ভারত কর্তৃক অভিন্ন নদীর পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ আমাদের দেশ ও জনগণের জন্য বিশাল এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বরাজনীতিতে এখন দাবা খেলার মতো ঘুঁটি চালাচালি হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ এই ঘুঁটি চালাচালিকে প্রবল করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, রাশিয়া-চীন মিলে একটি পক্ষ দাঁড়িয়ে যাবে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপ নিয়ে আরও একটি জোট দাঁড়িয়ে যাবে।

বিশ্ব এখন নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধে প্রবেশ করছে। ২০২৩ সালে বৈশ্বিক রাজনীতিতে দাবা খেলার চালগুলো আরও অনেক স্মার্ট হয়ে উঠবে। বাংলাদেশ এমন জটিল পরিস্থিতিতে কী করবে বা কী করা উচিত তা নিয়ে নতুন বছরের শুরু থেকে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করে একটি চলার পথ বের করে নিতে হবে।

২০২৩ সালে আমরা যেন বুদ্ধিহীন, বিবেকহীন, সুচিন্তাহীন হয়ে না পড়ি। তার জন্যই বছরের শুরুতে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। আমরা চাইব গ্যাস ও বিদ্যুতের ওপর ভর্তুকি প্রত্যাহার না করা হোক। এমনিতেই গ্যাস ও বিদ্যুতের জন্য মানুষকে তার আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করতে হচ্ছে। এখন ভর্তুকি প্রত্যাহার করে নিলে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বেশ খানিকটা বেড়ে যাবে। এতে নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবন যেমন কষ্টের হবে, পাশাপাশি কলকারখানা, পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি খাতে ব্যয় অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে। এতে সংকট ঘনীভূত হবে। অথচ মানুষের জীবনে স্বস্তি আসবে না। এ দেশের ১৭ কোটি মানুষ কি একটি স্বস্তিকর জীবনের প্রত্যাশা করতে পারে না?

লেখক: অর্থনীতিবিদ; প্রাক্তন অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভয়ে গা ছমছম করে

॥ জয়নুল আবেদীন ॥

১৫ এপ্রিল। প্রবেশদ্বারে টানানো কালো বোর্ডে লেখা রয়েছে- Welcome to Hainault Forest Country Park. আমরা যখন প্রবেশ করি, তখন জনবিরল। কারপার্কিং এলাকাও শূন্য। দক্ষিণ দিকে প্রবেশপথ থেকে শুরু করে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর সুপ্রশস্ত রাস্তা। রাস্তার দক্ষিণ পাশে কয়েকটি শেড, অশ্বশালাসহ ট্রাক্টর ইত্যাদি জাতীয় সরঞ্জাম। উভয় দিকে কয়েকখন্ড ঘাসের জমি। জমিগুলো কয়টি গাছের গাছ দিয়ে আড়াআড়ি বাউন্ডারি টানা। দেখে মনে হয়, গবাদিপশুর জন্য এরকম করা হয়ে থাকতে পারে। উত্তর দিকে বিশালাকারের একটি হ্রদ। হ্রদে নানা প্রকারের হাঁসসহ জলচর পাখি। হ্রদের পরই বন। আমরা গাড়ি পার্ক করে মাঝখানের পথ ধরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর বেশ কয়েকজন প্রাতঃভ্রমণকারী প্রবেশ করে। গাড়ি করেও প্রবেশ করতে শুরু করে প্রাতঃভ্রমণকারীরা। বুঝতে অসুবিধা হয় না, নিরিবিলি এই প্রাতঃভ্রমণের জন্য উপযুক্ত স্থান।

হ্রদের দক্ষিণে এক জায়গায় পার্কের মানচিত্রসহ কোথায় কী করা হয়েছে বা হবে এই নির্দেশিকা টানানো রয়েছে। টানানো নির্দেশিকা দেখে হ্রদের দিকে এগোতে থাকি। হ্রদের পরই শুরু হয়েছে বন। নীরব নিস্তব্ধ বন দূর থেকে দেখেই ভয় করে। হ্রদে অগণিত প্রকার জলচর পাখি। পাখির মধ্যে হাঁসের সংখ্যাই বেশি। আকার-প্রকার ও বর্ণের দিক দিয়ে হাঁস যে কত প্রকারের থাকতে পারে, এখানে না এলে বিশ্বাস করা কঠিন। পুকুরের চার দিকে চলার রাস্তা। কোথাও কোথাও জলচর পাখির জলকেলিসহ রোদে পাখা সঞ্চালনের জন্য ঘাটলার মতো শেড করে দেয়া হয়েছে। হাঁস বাচ্চাসহ মাঠে উঠে আসে ও নির্ভয়ে বিচরণ করে। জলচর পাখির স্বর্গরাজ্য।

হ্রদের পরই বন শুরু। আমরা পুকুরপাড় দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বনের দিকে যাই। বনের দক্ষিণ দিকে উত্তর-পশ্চিম বরাবর রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। ভোরের রোদের



আলো-ছায়া খেলা করা হালকা বন। মায়াময় পরিবেশ। লক্ষণীয়, রাস্তা থেকে কিছু দূর পরপর বনের ভেতর প্রবেশপথ রয়েছে। বনের দিকে পায়ে চলার পথ কোনো কোনোটা এতই সরু যে, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। কোনো কোনো অন্ধকার পথের দিকে তাকালেই ভয়ে গা ছমছম করে। এসব সরু পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশের রোমাঞ্চই আলাদা। ভয়কে জয় করার জন্য এসব পথ দিয়েই কিনা মানুষ গভীর জঙ্গলে চলে যায়।

ঘণ্টা তিনেক বন ও হ্রদের পাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করে ফেরার পথে টানানো মানচিত্র এবং নির্দেশিকা পড়ে জানতে পারি :

Hainaul Forest Country park. Park Gates will be locked at the Time Indicated below 6.60 PM. Please allow enough Time to Exit your Vehicle Before Gate Closing and vehicle remaining in the park after this time will be locked in overnight. Hainaul Forest Country park is a Country park located in Greater London, with portions in Hainault in the London Borough of Redbridge, the London borough of Havering and in the Lambourne parish of the Epping Forest District in Essex.

এসেক্স (Essex) পূর্ব লন্ডনের উত্তর-পূর্বের একটি কান্ট্রি। একসময় এসেক্সের বেশির ভাগ এলাকাজুড়ে ছিল বন। বনের আদি নাম এপিং ফরেস্ট। যার উত্তরে দ্যাইউন বোইস, দক্ষিণে অ্যালডবরো হ্যাচ, পূর্বে হ্যাভরিং-অ্যাটে-বোওয়ার ও পশ্চিমে লেটনস্টোন। ১৫৪৪ সালে অষ্টম হেনরি এক সমীক্ষায় এর সীমা নির্ধারণ করেছিলেন প্রায় তিন হাজার একর। বনভূমি কেটে কৃষি জমিতে রূপান্তর শুরু হয়েছিল। পায় ৯২ শতাংশ পুরনো বনভূমি কেটে ফেলে কৃষি জমিতে রূপান্তর করা হয়েছে। ১৮৫১ সালের পার্লামেন্টের এক আইনে বনভূমি কেটে ফেলার নিন্দা করা হয়। স্যার ওয়াল্টার বেসান্ট তার 'গার্ডেন ফেয়ার' উপন্যাসে বনভূমি ধ্বংসের তীব্র নিন্দা করেছেন। এর ফলে জনসচেতনা বৃদ্ধিসহ এপিং ফরেস্টের এমন পরিণতির জন্য শুরু হয় বিরোধিতা ও নিন্দা। এওয়ার্ড নর্থ বাক্সটনের নেতৃত্বে ফরেস্টের অবশিষ্ট অংশ রক্ষার জন্য জনচাপ বৃদ্ধি হয়। চাপের মুখে ১৯০৬ সালে ৮০৪ একর জমি কেনা হয় যার মধ্যে রয়েছে, খেলার জায়গা, পার্কল্যান্ডস, অসংখ্য পাবলিক ফুটপাথ, হ্রদ, হাইনল্ট ফরেস্ট গলফ ক্লাব এবং ফক্সবারোন ফার্ম আর কিছু অংশ বিরল প্রজাতির প্রাণী সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি



কবি তমিজ উদ্ দীন লোদীর জন্ম ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারী সিলেট জেলার বিয়ানী-বাজার উপজেলার মাথিউরা গ্রামে। পিতা মরহুম আব্দুর রকিব লোদী এবং মাতা বেগম তফুরন নেছা। দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি প্রথম।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়া শুরু এবং পঞ্চখ- হরগোবিন্দ হাইস্কুল থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সিলেট সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে এইচএসসি পাশ করে সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশন মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ শিক্ষালয় থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাভ করেন ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এএমআইই পার্ট-১ এবং পার্ট-২ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মময় জীবনে তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের সিগন্যাল এন্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং সেখান থেকেই স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

তমিজ উদ্ দীন লোদী'র এ পর্যন্ত অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচিত কবিতা ছাড়াও তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে–কাব্যগ্রন্থ : ১. কখনো নিঃসঙ্গ নই (১৯৮৫), ২. এক কণা সাহসী আগুন (১৯৯২), ৩. নানা রঙের প্যারাশুট (১৯৯৭), ৪. চাঁদভস্ম (২০০৪), ৫. আমাদের কোনো প্লাতেরো ছিলনা (২০১২), ৬. অনিবার্য পিপাসার কাছে (২০১৬), ৭. নির্বাচিত কবিতা (২০১৭), ৮. আনন্দময় নৈরাশ্য ও ইস্পাত মানুষেরা (২০১৭), ৯. দৃশ্যকল্প ও কতিপয় রাতের রমণী (২০১৮), ১০. নার্সিসাস কিম্বা প্লেটনিক (২০২৩)।

গল্পগ্রন্থ: ১. হেষাধ্বনির বাঁক বদল (২০০৩), ২. নিরুদ্দিষ্টের জলাবর্ত (২০০৫), ৩. হাডসন স্ট্রিটের সুন্দরী এবং (২০১২), ৪. নির্বাচিত গল্প (২০২০)

অনুবাদ: শতাব্দীর সেরা আমেরিকার নির্বাচিতগল্প (২০০৩)।

কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী বর্তমানে আমেরিকার নিউইয়র্কে প্রবাসী জীবনযাপন করছেন।

তমিজ উদ্ দীন লোদীর কবিতা শিল্পভ্রমণের মসৃণ পথরেখা

ফারুক মাহমুদ

কত-যে শুনতে হয়েছে, এখনো শুনি, প্রায়শ। 'কবিতার পাঠক কমে যাচ্ছে'। মনে পাল্টা প্রশ্ন উঁকি দেয়, 'কবিতার পাঠক কখনো কি বেশি ছিল?' এ-সব নিয়ে কিছু বলি না। শুনি তাদের কথা। বছরে যত বই প্রকাশ পায়, বড় অংশটি কাব্য। পাঠক মুখ ফিরাল যদি, এত কাব্য কেন বাজারে আসে? কবিতা কতটা হয়ে উঠছে, এ তর্ক চলতে পারে। এখনো সাহিত্যের কবিতা-শাখাতেই বেশি ফুল ফোটে।

কবিতার পাঠক হ্রাস, (আদৌ যদি হয়ে থাকে), এর কারণ কী? অনেকে সোজাসাপটা উত্তর দেন, দুর্বোধ্যতা। পাঠক সহজ আনন্দে কবিতায় প্রবেশাধিকার পান না। সেটি কেমন? কাঁটাতারের বেড়ার মতো। বিষয়ের কাঁটাতা। শব্দের কাঁটাতার ছন্দের পদচ্যুতি তো আছেই। কাঁটাতারের ওপারের অনেক কিছু দেখা যায়, পৌঁছানো যায় না।

আধুনিক, উত্তরাধুনিক, যাদুবাস্তবতা, বিমূর্ত কত ভার চাপানো হয় কবিতার ঘাড়ে! নিরীক্ষার নামে কবিতাকে হাঁটতে দিই এলোমেলো পথে। নতুন কিছু করছি, মানে কবিতার পায়ের নীচে কাঁটা-কাঁকড়-কাদা। পাঠকের কী দায়, এত যামেলায় যাওয়া! কঠিন ক্লান্তি নয়, পাঠক চাইতেই পারেন পাঠের আনন্দভ্রমণ।

যেকোনো রচনার বেদীমূল হলো শব্দ। এমনিতে সে নিঃসঙ্গ। যুৎসই ব্যবহারে শব্দ হয়ে ওঠে দ্যুতি ও বর্ণিল। শব্দর ব্যূহ তৈরি করে গাম্ভীর্যের ইঙ্গিত আনা যায়, কবিতার লালিত্য পাওয়া যাবে না।

তমিজ উদ্দিন লোদীর একটি কবিতা প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি : 'আমার কবিতা হোক মাটিতে শিকড়/ ধীবরের জালে ওঠা মাছ/ তাঁতির মননে সিক্ত মায়াময় তাঁত/ চাষীর গায়ের ঘর্মাক্ত লবন।'

এখানে, শব্দসকল আমাদের দেখা-জানার মধ্যেই বিরাজিত। পাঠক পেয়ে যান পাঠ-পরিবেশ। ব্যূহ তো নেই-ই, আছে অবাধ প্রবেশাধিকার।

হতে পারে হর্ম্যপ্রসাদ। সদর দরজায় যদি দুর্বোধ্যতার কঠিন প্রহরী থাকে, দর্শণার্থী ফিরে যাবে। শব্দ হচ্ছে কবিতার সদর দরজা। এখানে সহজগম্যতা থাকতে হয়। প্রাঙ্গণ প্রাসাদ, বিরলবস্তু দেখার সময় আসবে, নানা রকমের মুগ্ধতা। শব্দ ধরে ধরে কবিতা বোঝার কিছু নেই। কবিতা পাঠের আনন্দ সামগ্রিকতায়, শব্দের সংমিশ্রণে। বনে বিচিত্র পাখি, নানা সুরে গায়। তারপরও, একপাখির কণ্ঠ অন্য পাখিতে মিলে তৈরি হয় কলতান। হাটের গমগম শব্দ কিছু বোঝা যায় না, কোথায় যেন একটা সুর বেজে ওঠ। নিঃসঙ্গ শব্দের একটা অর্থ থাকে, কবিতায় প্রতিবেশী শব্দের সঙ্গে মিলে তৈরি হয় করে বহু মাত্রিক দ্যুতনা।

শব্দের কত মাপজোখ। ভারী, হালকা, ম্লান, ঝকঝকে, ধারালো, ভোঁতা এরা সবাই মিলে তৈরি করে কবিতার সামিষ্টিক প্রবাহ। তমিজ উদ্দিন লোদী যখন বলেন, 'ওই বাগানটি হতে পারে শুশ্রুষা আর অনিরাময়ের/ কারুকার্য খচিত দরজা কিংবা দক্ষিণের জানালা/ যেখানে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারি বৃষ্টি / নিঃশব্দ সম্পর্কের গাঢ় বিষাদ/ যা আটকানো শিকলের মতো আটকে থাকে/ পৃথক করা যায় না।' আমরা অন্তত দুটো বিষয় লক্ষ করি; শব্দের সামষ্টিকতা, শব্দে শব্দে অনিবার্য আত্মীয়তা। কবিতাংশে কোনো শব্দ আচম্বিত নয়, বরং অনিবার্য। 'সম্পর্ক' শব্দটির আগে ও পরে 'নিঃশব্দ', 'গাঢ় বিষাদ' বসায় অর্থব্যঞ্জণায় সে আর নিঃসঙ্গ থাকেনি পূর্ণ, বর্ণিল, বিস্তৃত।

একই কবিতায় কবি যখন উচ্চারণ করেন, 'তবু বিষণ্ণতা বোধ এসে হানা দেয়, প্রায়ান্ধকার একটি গুহা/ খুব অর্থবহ হয়ে ওঠ/ অসংখ্য বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দে/ প্রতিধ্বনি জাগে/ দেয়ালে দেয়ালে, যেন একটি অনুচ্চারিত ঢেউ ভেঙে পড়ে জলে'; দেখা যায় কবির শব্দ ব্যবহারের পারিদর্শিতা। 'ঢেউ', সে আবার 'অনুচ্চারিত'! হ্যা, লেখা যেত 'নিঃশব্দ ঢেউ' কিংবা 'বোবা ঢেউ'। শব্দ আছে, কিন্তু শোনা যায় না এমন ব্যঞ্জণার্থ তো 'অনুচ্চারিত' শব্দই ধারণ করতে পারে।



দেখার মধ্যে থাকে নানা রকম দেখা। কারো চোখেই পড়ে না। যদিও পড়ে, গুরুত্ব পায় না। বস্তু বিষয়, ভাবনা দূরে থাক, এদের ছায়াটুকুও অনেকের নজরে আসে না। কবি দেখেন, কবি দেখতে পান 'অন্তরালের আলো'।

তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চোখে না-পড়াকে মাহার্ঘ করে তুলেছেন। ময়না পাড়ার মাঠে, যাকে দেখেছেন, ওকালো তারে বলে গায়ের লোক্ত। রবীন্দ্রনাথের চোখে সে 'কৃষ্ণকলি', কবি দেখছেন 'তার কালো হরিণচোখ'। এ-তো হলো একটা উদাহরণ। এমন ভুরি ভুরি পাওয়া যায় তাঁর লেখায়।

কাচপোকা, ঝিঝি, কাঁটাবহেরার ফল্গু এমন অনেক অসংখ্য কীটপতঙ্গের কথা আছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। 'আকন্দ বাসক লতা' এড়ায়নি কবির মায়াময় চোখ। একদিন, অমরায় গিয়ে ইন্দ্রের রাজসভায় বেহুলা নেচেছিল। 'বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।'

এ-কালের কবিদের রুচিমেজাজে কি সংশিষ্ট হয় না অকুলীন শব্দ? অসলে শব্দের কোনো কুলবিচার হয় না। শব্দের ব্যবহারটি যথাস্থানে হওয়াটাই জরুরি। তমিজ উদ্দীন লোদীর কবিতায় লোকজ, আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। কয়েকটি নমুনা, 'হাম হুম পালকির গান', 'হাঁসের কলতান তই তই', 'ইরিঘ্রাণ', 'গেরবাজ পায়রা', 'মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ির সুতা' ইত্যাদি।

তিনি শব্দ ও বিষয় সন্ধান করেছেন ভারতীয়, গ্রীক পুরাণে, ধর্মীয় আখ্যানে। ইংরেজি শব্দ, বিশেষ করে বিজ্ঞানের নানা শব্দ বা শব্দানুষঙ্গ তমিজ উদ্দীন লোদীর কবিতা এসেছে সহজ স্বাভাবিকতায়। তিনি যখন লিখেন, 'যেন নুহ নবী আবারো ভাসাবেন কিশতী পানির পাহাড়ে'। আমাদের সামনে কয়েকমাত্রিক দৃশ্যের অবতাণা হয়। নুহ নবী কোন প্রেক্ষাপটে নৌকা ভাসিয় ছিলেন, এ বয়ান আমাদের জানা। উদ্ধৃত বাক্যে কব্বিপানির পাহাড়ু শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। অনুপ্রাশের অনুষঙ্গে আঁকা হয়েছে একটি চিত্রকল্প। বিপুল পানি বোঝাতে 'সমুদ্র' ব্যবহৃত হয়। কবি জুড়েছেন 'পাহাড়'। শব্দর এমন অপূর্ব ব্যবহারের উদাহণ অনেক পাওয়া যাবে তমিজ উদ্দিন লোদীর কবিতায়।

গ্রীক পুরাণের 'আফ্রিদিতি' ভালোবসা, সৌন্দর্য ও চিরযৌবনের দেবী। পুরাণের পুরনো গল্পছায়া তমিজ উদ্দীন লোদীর লেখায় এসে নতুন কবিতারেখা তৈরি করেছে। অনুষঙ্গের যৌক্তিক ব্যবহারে লেখায় সৌন্দর্য যোগ হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণের গড়ুত্ব মানুষ আকৃতির ঈগল, অথবা ঈগল আকৃতির মানুষ। নিজে আহরণ করলেও অমৃতের প্রতি তার কোনো লোভ ছিল না। প্রতীকী ব্যঞ্জণায় গড়ুর এসেছে তমিজ উদ্দীন লোদীর কবিতায়।

কবির কাছে আমাদের প্রত্যাশা বা পাঠকের প্রথম দাবী কী? যদি এমন প্রশ্নের দিকে তাকাই, যদি উত্তরটি হয় জীবন; কবি জীবন কতটুকু ছুঁতে পেরেছেন, এর মধ্যেই কবিতার সাফল্য। জীবন মানে শুধু জন্ম মৃত্যুর মধ্যের সময়-পরিধিটাই নয়। উপস্থিত সময়, গত সময়, আসন্ন সময়ও জীবনের অংশ। দৃশ্য, অদৃশ্য, চিন্তায়, কল্পনায় যা আসে, সবই জীবনসময়। কবি তার চাক্ষুষ দর্শনে এবং মনোলকের দর্শনচেতনায়, বোধে যে-জীবনচিত্র দেখন, তার ছন্দময়তাই কবিতা। একটি লেখা ছন্দের পায়ে দাঁড়িয়েই হয়ে ওঠে কবিতাদ্যুতি। তাই বলে ছন্দই কবিতা নয়, একটি অনুষঙ্গ মাত্র। আরো আলংকারিক পথরেখা পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় কবিতার কাছে।

কোনো শিল্পই মিমাংসিত স্থিরবিন্দু নয়। কবিতাশ এর ভেতর-বাইরে বদল হচ্ছে। কাল, সমকালীনতায় সংলগ্ন থেকেও তমিজ উদ্দীন লোদী বাংলা কবিতার ধারাবহিকতা রক্ষা করছেন। ছন্দের স্থানে তিনি একবার নিরেট, নিরঙ্কুশ; অন্যবার মুক্তক। বাংলা কবিতার বহুলাংশ জুড়ে থাকা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এই কবির হাত যেমন পাকা, মুক্তক ছন্দেও স্বাচ্ছন্দ্য। অন্তমিলের বেলায় অনেক ঝিলিক লক্ষ করা যায়। একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি :

'স্মৃতির পাখির মতো জল মাটি কোমল স্বভাব
মাটিতে বিন্যস্ত করে তুমি আসো শব্দে জাগরণে
ধানক্ষেত বাঁশবনে প্রকৃতির আর্দ্র আলিঙ্গনে
অবিমিশ্র ঝরে যাক মানবিক সকল অভাব্র

এই কবিতাংশে আমরা দেখছি অক্ষরবৃত্তের ৮ + ৪ + ৬ মাত্রার চাল এবং রয়েছে অন্তমিলের কাজ।

বাংলা কবিতার আলংকারিক শর্ত মেনে লেখার একটি প্রবণতাস্রোত এই কবির লেখায় লক্ষ করা যায়। উপমা এবং চিত্রকল্পের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

ক) ভাজ করা টুপির মতো অসম্পূর্ণ চাঁদ/ দ্রুতগতি ট্রেনের সঙ্গ পালা দেয় খ) টলটলে নীল সমুদ্রের মতো আয়ুস্মতি গ) ফোটানো ডিমের মতো পানসে আর ঘোলা হয়ে আছি। ঘ) অক্ষমের আক্রোশের মতো ইস্পাতের ছুরি ঙ) তোমার চকচকে চোখর ভেতর রুখে উঠল ঝড়

এই কবির কাব্যপ্রবণতার একাধিক দিক রয়েছে, একই উদাহরণে বলা গেলে পাঠকের পাঠশ্রম কিছুটা কমতে পারে। একটি উদ্ধৃতি, 'আমাদের ছিল কাচের ঘর কাচের জানালা/ আমার পিতামহ এ ঘরটি বানিয়েছিলেন সাতচলিশের দেশ ভাগের পর/ ঠুনকো, পলকা আর জোড়াতালিময়/ পিতামহ ভেবেছিলেন বেশ হল এমন ঝকঝকে আর রৌদ্রে হাওয়ায় ভেজা/ ঘরটি বড় দ্যুতিমন্ত মাঙ্গলিক আরাধনা আার রক্তের দাগ মাড়িয়ে/ মাথা উঁচু করে আছে, যেন বুরুজ উঁকি মারছে আকাশে

বায়ান্নর এক তপ্ত দুপুরে ঝাঁক ঝাঁক সিসার আঘাতে/ আমাদের কাচের ঘরটি ভেঙে গেল.....'। এই উদ্ধৃত কবিতা অংশটি, মুক্তক কবিতার উদাহরণ, আছে উপমার ঝিলিক। কবির ইতিহাস-চেতনার চিত্রটির সঙ্গেও আমাদের দেখা হয়। সাতচলিশে দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা নামের অন্তরালে আমরা একটি কাচের ঘরই নির্মাণ করেছিলাম। কবিতার বিবরণীতেই আছে, বায়ান্নতে এসেই সেই কাচের ঘর ভেভে গেল। ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতির দূরবর্তী দুটি জনপদ দিয়ে অভিন্ন রাষ্ট্র হতে পারে না। একদিন-না-একদিন এমন উদ্ভট রাষ্ট্র ভেঙে যাবে। কবিতাটি প্রতীকাশ্রয়ী, তবে সত্যবাদী।

কবি, তিনি বাঙালী, তাঁর কবিতায় প্রেম উঁকি দেন্ত এটাই চিরস্বাভাবিক। তমিজ উদ্দীন লোদী এমন ধারার বাইরে থেকে যাবেন! কোনো বাস্তবতা নেই। তবে প্রেমানুভূতি প্রকাশে তিনি অকারণ-উচ্চকণ্ঠ নন। মৃদু, অথচ জোরালো; শীর্ণধার, কিন্তু বেগবান। বিম্ন, পরিখা, মরুময়তা, আবার অতল সৌন্দর্য, এত এতকিছু। কবির অনন্ত আহ্বান, 'তুমিও চলে এস্তে আমার অঞ্জনা'। এমনি বৈরীকাল, নিরঙ্কুশনিরাপত্তা নেই কারো। 'সোনার হরিণ চাই' এই মিথ রবোটিক হয়ে/ বিষধর ময়ালের মতো ধেয়ে যাচ্ছে সারি সারি স্বপ্নের দিকে।/ অনভূতি, প্রেম ও ভালোবাসার দিকে/ কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ আর সমস্ত সৌরভের দিকে।'

কবি তো চিরকাল স্বপ্নময় আকাঙ্খার ফেরিঅলা। সবাই স্বপ্ন দেখেন, কবি স্বপ্ন লেখেন। জেগে থেকে কবির দেখা স্বপ্ন ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন ছুঁতে না-পারলেও উচ্চতায়, দৈর্ঘ্য-প্রস্তে, স্বচ্ছতায় সেই স্বপ্ন অতিক্রম করে যায়। কবির স্বপ্ন কত সাধারণ সরলতায় অঙ্কুরিত হয়! 'মাঝে মাঝে খুব সবুজ দেখতে ইচ্ছে করে', কবির এ সামান্য ইচ্ছের পরিধিটা বিস্তৃত, ব্যপক। কিন্তু সেই স্বপ্নের বিপরীতে 'বেগুনি রশ্মির প্যাশনে/ অচেনা বর্ণের তরল গলে যাওয়া জল.....' নিরেট পাঁচিল গড়ে তোলে।

শুভ কল্যাণ সত্যি সৌন্দর্য সাহস্র কবির এমন প্রত্যাশার সামষ্টিক রূপটি চিরায়ত হয়ে ওঠে মানুষ সমাজ এবং দেশের স্বপ্নের সঙ্গে। সুদৃঢ় উচ্চারণে কবি বলেন, 'কখনো মরিয়া জাতি আগন্তুক ক্ষমতার কাছে / নতজানু করে না সাহস/ বিশ্বাসই যে জাতির ভাগ্যলিপি/ কারো কোনো সাধ্য নেই ঠেকায় তাদের।'

কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্যেও তমিজ উদ্দীন লোদী সক্রিয়। পদ্য-গদ্য, অনুবাদ মিলিয়ে তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। কাজের সূত্রে তিনি প্রবাসে অবস্থান করছেন। তবে সাহিত্য সমাজ স্বদেশের মাটি থেকে তার পরিবৃত্তের শেকড় বিযুক্ত হয়নি। দেশের সব কাগজে তিনি নিয়মিত লিখছেন। প্রাপ্তির তৃপ্তি আর আলস্য তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

আমরা তাঁর সৃজনসচল দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

বন্ধু, কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী ও আমি

কাজী আতীক

কবি তমিজ উদ্দীন লোদী, কবি ও লেখক পাড়ায় আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। বয়সও আমদের খুব কাছাকাছি। লেখালেখির শুরুর দিক দিয়েও আমাদের যাত্রা শুরু সত্তরের গোঁড়ার দিক এবং মাঝামাঝি। তখোন আমি তাঁকে ঠিক চি-নতাম না। আমার এক অনুজপ্রতিম বন্ধু, কবি মসীন বখত তাঁরও খুব কাছের বন্ধু, আর সেই সুবাদেই তাঁর নাম এবং লেখার সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে আটাত্তরের শেষ বা উনআশির শুরুর দিকে। অবশ্য তখোনও তাঁর লেখা তেমন ভাবে আমার পড়ার সুযোগ হয়ে উঠেনি।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, শুরু থেকেই তিনি লেখা লেখির প্রতি খুবই যত্নশীল, নিষ্ঠাবান, আত্মপ্রত্যয়ী এবং যথারীতি ধারাবাহিক ছিলেন। আজও তার ব্যত্যয় হয়নি। তার নিজস্ব ভাষাশৈলী, মানবিক বোধ ও বিজ্ঞানমনস্ক মনন গভীরতা এবং সুচারু আঙ্গিক তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয় খুব সহজেই। খুব দ্রুত তিনি বড়ো কবি ও বোদ্ধাদের দৃষ্ট আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। আশির দশকে বাংলা সাহিত্যে যে'কজন কবি ও লেখক দুই বাংলার প্রতিষ্ঠিত কবি, লেখক, সম্পাদক এবং সর্বোপরি অগ্রসর পাঠক হৃদয়ে নিজেদের একটা বিশেষ অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কবি তমিজ উদদীন লোদী অবশ্যই তাঁদের অন্যতম। কলিকাতার 'দেশ' সহ বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো বড়ো কাগজ নেই যেখানে সেই তরুণ বয়সের কবি তমিজ উদদীন লোদীর কবিতা বা গল্প ছাপা হয়নি। আমাদের জাতীয় পত্রিকাগুলোর সাহিত্য পাতায় তাঁর লেখা নিয়মিত ছাপা হয়েছে। আমি তখোনকার কথা বলছি যখোন সাহিত্যের কাগজগুলো সম্পাদনা করতেন কিংবদন্তী সাহিত্যিক সাগরময় ঘোষ, কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবি আহসান হাবিব বা কবি শামসুর রহমানের মতো ডাক-সাইটে বড়ো বড়ো কবি সাহিত্যিকেরা। যাঁদের কাছে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং জানাশুনা লেখা ছাপা হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হতো না মোটেই, লেখার মানই একমাত্র বিবেচ্য ছিলো কেবল।

যাহোক, আমি আসলে কবির কবিতা কিংবা গল্প উপন্যাস নিয়ে কোনো আলোচনায় যাচ্ছি না। ব্যক্তি লোদীকে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করবো কেবল। কেনোনা ব্যক্তি লোদী কবি লোদীর চেয়ে কোনো ভাবেই আলাদা নন। কবি লোদী মূলত দেশে থাকা কালীন সময়েই কবি হিসেবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেই অর্থে তিনি বাংলা ভাষার কবি, কোনো ভাবেই প্রবাসী কবি নন, যদিও ২০০৬ থেকে তিনি আমেরিকার নিউ ইয়র্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আমি ২০০৫ থেকে। তবে আমরা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে এখানকার সাহিত্য কর্মের সাথে জড়িত হই ২০১৩ সালে। তারপর থেকে বলতে গেলে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের কথা হয়, দেখাও হয় মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি বা এমনি এমনি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক পর্যায়ে। আর এভাবেই পরস্পরকে জানার সুযোগ হয় আমাদের অত্যন্ত কাছে থেকে। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের কারণেই জানতে এবং বুঝতে পারি তিনি কেবল একজন বড়ো মাপের কবি ও লেখকই শুধু নন তিনি বড়ো মনের একজন সত্যিকার ভালো মানুষও। আর আমার কাছে বড়ো মাপের অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে সত্যিকারের একজন ভালো মানুষের মূল্য অনেক বেশি। কবি লোদী এই যায়গাটিতেই আরো অনেকের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং যথার্থই বিশেষ। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা বলা জরুরী, ইদানীং আমাদের মধ্য অনেকেই ধর্মকর্ম পালনকে মুক্তমনা হওয়ার অন্তরায় হিসেবে দেখেন যা আমার কাছে নিতান্ত হাস্যকর এক কুযুক্তি বা বিভ্রান্তি বলেই মনে হয়। কবি লোদী নিজের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মকর্মকে তাঁর নিজের মুক্তমনা হওয়ার প্রেরণা বলেই মনে করেন। যা আমারও বিশ্বাস।

আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত এবং প্রচুর কথা হয় যা শুধু সাহিত্য জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, স্বদেশ ও বিশ্ব রাজনীতি থেকে শুরু করে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ এবং মানুষের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি কিংবা ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়েও কথা বলি আমরা। আর এভাবেই আমদের পারস্পরিক বুঝাপড়া। সুযোগ হয় আমার ব্যক্তি লোদীকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানার। তিনি অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ, বন্ধুবৎসল, সৎ এবং অত্যন্ত নিবেদিত এক পারিবারিক মানুষ। কাছের কিংবা দুরের অথবা যেকোনো মানুষেরই দুঃখকষ্টে এবং স্বদেশ কিংবা বিশ্বের যেকোথাও যেকোনো সংকট সময়ে তিনি ব্যতীত হন সমান ভাবে। মানুষের মধ্যে অমানবিক বোধ ও আচরণ তাঁকে ক্ষুণ্ন করে, ক্ষুব্ধ করে যেমন, তেমনি যে কারো ভালো কিছু দেখলে বা শুনলে তাঁর মন আনন্দে দোলে উঠে অনেকটা শিশুদের মতো।

তিনি আপাদমস্তক একজন কবি, একজন জ্ঞান পিপাসু মানুষ, যিনি এখনো পড়াশুনা করেন নিয়মিত এবং সময় নিয়ে, কেবল সাহিত্য নয় সব ধরনের জ্ঞান চর্চার বিষয়ই তাঁকে আকৃষ্ট করে সমান ভাবে। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন এবং অনুসন্ধানী চোখে সবসময় পৃথিবীকে দেখে, আর আশা পোষণ করে একদিন নিশ্চয়ই আমাদের প্রাণপ্রিয় এই পৃথিবী আবার মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

(নিউইয়র্ক, ২২ মে' ২০২০)

তমিজ উদ্ দীন লোদীর কাব্যিক ঐশ্বর্য

সাঈদ চৌধুরী

আশির দশকের কবি তমিজ উদদীন লোদীর কবিতা নতুন প্রজন্মের কবিরা নিরন্তর চর্চায় ব্রতী। শুধু কাব্যিক ঐশ্বর্য নয়, প্রবাস জীবনের প্রেক্ষাপটেও তিনি আলোচিত। তার কবিতা চলমান সমাজের দর্পন। যাপিত জীবনের প্রতীকী বিবরণ। তার পংক্তিমালায় রয়েছে অপরিমেয় মুগ্ধতা। খ্যাতিমান ইংলিশ কবি জন কীটস যেমনটি ভাবেন, 'কবিতা মুগ্ধ করবে তার সূক্ষ্ম অপরিমেয়তায়'।

'কী দ্রুত আনন্দ যায়, বিষাদ যায়, অহমিকা, দাপট যায়/ বিত্ত, বৈভব, চেয়ার ও সুরম্য বাগান পড়ে থাকে/রাতারাতি গোটা মানুষটাই চলে যায়।' তমিজ উদদীন লোদীর লেখায় রয়েছে জনমানুষের প্রতি এমন অপরিসীম দরদ। সমসাময়িক অনাচার এবং অপ্রাসঙ্গিকতাও কবিতায় তুলে ধরেছেন তিনি। কবি মনের অনুভূতিগুলো তখন সূক্ষ্ম অপরিমেয়তায় সবার হৃদয়ে নাড়া দেয়। আর তখনই সেটা হয়ে উঠে কালোত্তীর্ণ কবিতা।

কবির ভাষায় 'রাত দৌড়াচ্ছে দিনের পেছনে আর দিনের পেছনে রাত/ বৃক্ষের মতো জীবন চৌচির হচ্ছে, যেন করাত/ কেটে নিচ্ছে সমস্ত সুষমা/ আমরা প্রতীক্ষায় আছি কখন কাটবে এই অমা।' এমন শাশ্বতিক ও চিরন্তন ভাবনাগুলো পাঠক মনে শিহরণ জাগায়।

সত্তর দশকে সিলেটের তিন কবি জাতীয়ভাবে দুর্দান্ত প্রতাপে দেদীপ্যমান ছিলেন। তাঁরা হলেন গণমানুষের কবি দিলওয়ার, বিশ্বাসী কবিকণ্ঠ প্রফেসর আফজাল চৌধুরী ও ডাক সাইটে আমলা কবি মোফাজ্জল করিম। জাতীয় পর্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত না হলেও তখন সিলেটে সামগ্রীকভাবে আরো অনেকে ভাল কবিতা লিখে পাঠক মুগ্ধতা লাভ করেছেন।

আশির দশকে সাহিত্যে নান্দনিকতা ও নতুনত্বের আভা ছড়িয়ে নিজেদের আগমন বার্তা সগৌরবে জানান দেন বেশ ক'জন নতুন লেখিয়ে। তাদের মধ্যে তমিজ উদদীন লোদী, সোলায়মান আহসান, মুকুল চৌধুরী, নিজাম উদ্দিন সালেহ প্রমুখ ছিলেন সামনের কাতারে। তারা প্রায় সকলেই ছিলেন সংলাপ সাহিত্য-সংস্কৃতি ফ্রন্টের সাথে সম্পৃক্ত। দীর্ঘদিন আমি সংলাপের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় সংলাপ মঞ্চের লেখকদের সফল জয়যাত্রা আমাকে উজ্জীবিত করে।

প্রায় প্রথম থেকেই কবি তমিজ উদ্দীন লোদী এক নতুন আঙ্গিকে লেখালেখি শুরু করেন। তার কবিতার শরীরে অন্যরকম লাবণ্য দেখা যায়। তিনি রহস্যের গালিচায় কল্পনার বিস্তার ঘটাতে থাকেন। তার কবিতা পাঠককে শুধু মুগ্ধই করে তা নয়, নতুন বোধেরও জন্ম দেয়। এই ধারায় তিনি এখনো পাঠককে নতুন নতুন সৃষ্টি উপহার দিচ্ছেন। শুধুই বসন্তের ঘ্রাণ কবিতায় তার পরিচয় বহন করে।

'যখন হার্ডকপি থেকে সংকুচিত হচ্ছে সাহিত্য/ আর অনলাইন নিউজপোর্টালগুলোয় জ্বলছে/ পাতার পর পাতায় তারাবাতি/ তখন শীতরাজ্য থেকে উঁকি দিচ্ছো তুমি,বসন্ত।/ শুকনো পাতা, ধুলো আর ঘ্রাণ। শুধুই বসন্তের ঘ্রাণ/ ঈষৎ ঠান্ডা হাওয়ার মতো আমাদের আড্ডার প্ল্যাটফর্মে/ এসে থেমে যাচ্ছে। শাদা পাথরের মতো ঝকঝকে কিছু/ গোলাপ কে যেন কার খোঁপায় এঁটে দিচ্ছে নিরিবিলি।/ শীত জর্জরিত হাওয়া কেমন স্বর্গীয় হয়ে উঠলো হঠাৎ/ আবার কেমন ফিরে এলো জ্যোৎস্না যাপন, আশ্লেষ।/ কুয়াশার আস্তরণ পার হয়ে অদৃশ্য আগুন/ গোলাপ ফোঁটার মতো কেমন রক্তিম হয়ে উঠলো'।

এক অপূর্ব কাব্য সুষমায় বর্ণিল তমিজ উদ্দীন লোদীর কবিতা বার বার পড়তে ইচ্ছে হয়। তার অনেকগুলো কবিতা চিত্ররূপময়তার অন্যরকম নিদর্শন বলা যায়। যেখানে রূপের শুধু বহিরাঙ্গ নয়, গভীর অন্তরাঙ্গও রয়েছে।ব্রাঁকুসির ভাস্কর্যের মতো কবিতায় তিনি লিখেন, 'মা বলেছিলেন, 'এই তোদের বাড়ি, এখানেই থাক তোরা'/ আমরা থাকিনি, থাকতে পারিনি/ এক অদৃশ্য মায়া হরিণ টেনেছে নিয়ত। তার সজল ডাগর চোখ/ অশ্রুসজল। জলরংয়ের একটি নঞর্থক ছবি এঁকেছে শুধু।/ শহরের ধূসর প্রান্তরেখা হাতছানি দিয়ে ডেকেছে বারংবার/ বাস্তব আর আধা-বিমূর্ত রূপায়নের দিকে ছিল আমাদের যাত্রা/ কী এক দুর্নিবার টান সমস্ত পিছুটানকে কেমন আলগা করে দিয়েছিল/ মূলত আমরা শেকড়কে উপেক্ষা করে উপপ্লবী হয়ে বাঁচতে চেয়েছিলাম।/ পড়ে থাকল জন্মভিটে, পড়ে থাকল মায়াটান/ বুকের ভেতর থেকে উড়ে গেল সারস, জলপিপি, অজস্র সরল টিয়া/ কার্ণিশে বসে থাকা পায়রাগুলো ডানা ঝাপটালো/ আমরা শহর থেকে নগর, নগর থেকে গোলার্ধ পাড়ি দিলাম।/ অথচ দেখো, বাস্তব ও পরাবাস্তবের দোলাচলে/ উড়ে আসে সেইসব সারস, জলপিপি আর অজস্র সরল টিয়া/ বুকের ভেতর সেইসব পায়রারা গেরবাজ/ একটি সবুজ ধানকাউনের দেশ আধা-বিমূর্ত থেকে মূর্ত হয়ে ওঠে/ শুশ্রূষার জন্য আকুল হয়ে ওঠে প্রাণ/ চেনা ভাটিয়ালি আর বাউলের সুর ব্রাঁকুসির ভাস্কর্যের মতো জেগে থাক'।

এখানে বলে রাখা ভাল, আশির দশকের কবিদের তখন শাসন করছিলেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিরা। এমনকি তারও আগের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার প্রচন্ড আধিপত্য চলছিল। এছাড়া স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে রাজনৈতিক কবিতা ও প্রেমের কবিতা ব্যাপক সাড়া জাগায়। আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান প্রমুখ এই সময়ে সেরাদের সেরা হিবেবে বিবেচিত হন।

নতুন কবিদের সামনে তখন বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, ওই ধারার বাইরে গিয়ে নিজেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার। তমিজ উদ্দীন লোদী সহ মাত্র কয়েকজন সেই চ্যালেঞ্জ যথার্থ ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। তবে নতুনত্ব মানে অতীতকে বিসর্জন নয়, নান্দনিকতায় উপস্থাপন। চিরায়ত সত্যকে ধর্ম ও দার্শনিকতায় বিশ্লেষন। সমকালীন অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা থেকে কবিতাকে পাঠকের কাছে নিয়ে এসছেন তারা।

তমিজ উদ্দীন লোদীর কবিতায় এক ধরনের নষ্টালজিয়া অনুভূতির দেখা পাই। 'শৈশবে এক বিচিত্র ভালোবাসা ছিল বৈশাখকে ঘিরে/ ঈশানে মেঘ, ঘন, কালো,/ প্রকৃতি মেঘাচ্ছন্ন থম ধরা/ উড়ছে ধুলোর কুন্ডলি, ঝরাপাতা/ আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাসে ষাঁড় ছিড়ে ফেলছে দড়ি।/ ভেজা হাওয়ার ঘ্রাণ, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি/ উজিয়ে আসছে কৈ ডাঙ্গায়, অনবদ্য কানকো গাঁথার ভঙ্গি/ টুপটাপ ঝরে পড়ছে কাঁচা আম এইসব দৃশ্যাবলী।/ ভৌতিক ছায়ার মতো দোলে ঝড়ের মহিমা আর/ খুব তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে জীবন ও মৃত্তিকা'।

পাঠক হৃদয়ে চিরচেনা বিষয়ের মধ্যেও এক ধরণের বিস্ময়বোধক জাগিয়ে রাখে তমিজ উদদীন লোদীর লেখায়। আর এই বিস্ময়বোধই আসলে কবিতা। এতে তিনি যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে চলেছেন, তা আমাদের সব প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে যায়।

কবির ভাষায়, 'দীর্ঘ কোমা থেকে বেরিয়ে সে দেখলো অচেনা আকাশ আর হাসপাতাল জুড়ে/ ওষুধ আর জীবাণুনাশকের গন্ধ। শুভ্রপোশাকের সেবিকা আর তাদের জুতোর খুটখাট।/ সে দেখলো তার মৃত্যুর(!) পর কাগজ জুড়ে আবক্ষ ছবি। শোকবাণী।/ দেখলো পাখিরা গাইছে। নদীগুলো স্রোতোবাহী।/ রাস্তায় রাস্তায় শ্লোগান, ব্যারিকেড। সঙ্গিন উঁচিয়ে শৃঙ্খলাবাহিনী।/ সভায় সভায় একইরকম চেঁচানো। একইরকম গলাবাজি।/ হুস শব্দে চলে যাওয়া রাজন্য ও তার হুইশেলবাহিনী।/ তিমিরে পড়ে থাকা প্রান্তিক মানুষেরা, জনতার ঢল/ ছিন্নমূল মানুষের হাহাকার, অন্ধকারের সাতকাহন।/ একই সমান্তরালে আমলা ও পুলিশ/ কলম ও ব্যাটন।/ তাকে ছাড়া থমকে গেল না তো কিছুই! / থেমে নেই কিছু। যথাযথ আছে সব।/ কিছুই আটকে নেই বরং চলছে সব ঠিকঠাক। কিন্তু সে তো শুনেছে,বারবার শুনেছে/ তাকে ছাড়া চলবে না এ রাজ্যের কিছুই।/ তাহলে চলে। কারো জন্য কিছুই আটকে থাকে না শেষতক!



জীবনের সুখ-দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাত, সার্থকতা-ব্যর্থতার চিত্র তমিজ উদদীন লোদীর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে বহুমাত্রিক বর্ণনায়। স্বাধীন বাংলাদেশে মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ আর অপমৃত্যু দেখে কবি বিচলিত বোধ করেন। তার চেতনায় মৃত্যুভয় অন্যরকম জিজ্ঞাসা হিসেবে উপস্থিত হয়। সকল প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়ে কবি উচ্চারণ করেন, 'আগ্রাসী লোভ এবং মৃত্যুভয়/ এ দুটোকে যারা অতিক্রম করতে শিখে নেয় তাদের ভয় দেখিয়ে লাভ কি?'

কবির এই সাহসী উচ্চারণ শোষিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে স্বাধীনতাকামী মানুষকে প্রভাবিত করে। তরুণ হৃদয়ে মুক্তবুদ্ধির আভায় সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যয় জাগরিত হয়। পশ্চিম তীর ও জেরুজালেম কবিতায় সেই দৃঢ় প্রত্যয় আবারো লক্ষ্য করা যায়।

কবি লিখেন, 'খুব দূরে নয় জেরুজালেম। এখনো পয়গম্বরের/ পায়ের স্পর্শ নিয়ে ঝুলে আছে পবিত্র পাথর।/ তবে কেন শুধু গাজা কেন শুধু পশ্চিম তীর?/ তোমাদের রক্তের বুদবুদ এতো দ্রুত কী স্থিত হতে পারে?/ পাথরে পাথরে লেগে আছে সেজদার দাগ/ এখনো রাখাল খলিফার পদস্পর্শে পবিত্র হয়ে আছে মাটি/ মহত্বে, শান্তিতে আর সাম্যে/ ভ্রাতৃত্বের মহান আহবান সত্ত্বেও নেতানিয়াহুরা আসে/ আইজ্যাক রবিনেরা যতই নিহত হোক/ রক্তের দাগের ভেতরেই ইহুদীরা অন্য পথ খোঁজে।/ উটেদের কাঁটাগাছ চিবানোর মতো/ বীভৎস উৎসাহে শান্তি ছুঁড়ে ফ্যালে সাগরের জলে।/ খুব দূরে নয় জেরুজালেম। রক্তের ভেতর দিয়েই/ একদিন তোমাদের হবে/ দেখে নিও একদিন তোমাদেরই হবে।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষামূলক উদ্ধৃতি গুলো যেমন আজও আশ্চর্য সমসাময়িক! বিভিন্ন প্রসঙ্গে তার ভাবনা একালেও আমাদের নতুন করে ভাবায়। তেমনি তমিজ উদদীন লোদীর উদ্ধৃতি কবিতা পাঠককে জাগ্রত ও আপ্লুত করে। আমাদের মেরুদন্ডহীন দলকানাদের সাংবাদিকতা দেখে তিনি যথার্থই বলেন, 'মিডিয়ায় গজিয়েছে কিছু বিবেকহীন ফাংগাস/ তারা মিথ্যার ছাই দিয়ে ধরে যাচ্ছে মাছ।'

মনোবিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়াইজম্যান বলেছেন, 'প্রতিদিনই জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ গুরুতর মিথ্যা বলে'। ওয়াইজম্যানের মতে, 'মানুষ মিথ্যা বলায় বেশ ভালো, মিথ্যা শনাক্ত করণে বেশ বাজে'। পুরুষ মোরগগুলো এমনভাবে আওয়াজ করে খাবারের মিথ্যে প্রলোভন তুলে ধরে, নারী মোরগগুলো এতে ছুটে আসে। এরপর তাদের খাবারের পরিবর্তে অন্যকর্মে বাধ্য করে। এমনি শত রকমের পশুবৃত্তি দেখে মানুষ অসদুপায় অবলম্বন করে। এই ভন্ড পশুদের খোলস উন্মোচন করে তমিজ উদদীন লোদী বলেন, 'বাইরে বাইরে বলছো ভালোবাসি/ ভেতরে বলছো খুন/ বাইরে বাইরে ঠান্ডা জল/ ভেতরে জ্বলন্ত আগুন'।

ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়ুন আহমেদ বলেছেন, 'মানুষের মন বিচিত্র জিনিস। সমস্ত নক্ষত্র পুঞ্জে যে জটিলতা ও রহস্য তার থেকেও রহস্যময় মানুষের মন'। অন্যত্র বলেছেন, 'সবাই তোমাকে কষ্ট দিবে, কিন্তু তোমাকে এমন একজনকে খুজে নিতে হবে, যার দেয়া কষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে'। তার মতে, 'পৃথিবীতে অনেক ধরনের অত্যাচার আছে। ভালবাসার অত্যাচার হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ানক। এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনো কিছু বলা যায় না, শুধু সহ্য করে নিতে হয়'।

আর কবি তমিজ উদদীন লোদী বলছেন, 'মানুষ মানুষের কাছে যায়/ প্রীতির জন্য যায়/ বিনাশের জন্য যায়/ বিনাশ করতেও যায়/ তবু মানুষ থাকতে পারে না মানুষ ছাড়া।' তবে তিনি অভয় দিয়ে বলেন, 'ভালোবাসাই একমাত্র/ মানুষকে মানুষ আর মানবিক করে/ হিংস্রতা ধ্বংসের নাম/ ইতিহাস বলে।' কবির এমন পংক্তিমালা মানবিক ভালবাসার মূল্যবোধকে জাগ্রত করে।

'দু:খ আর অপমানকে আড়াল করে কবি এলেন বৃক্ষের কাছে/ দেখলেন বৃক্ষ শান্তিদায়ী/ তিনি হাত রাখলেন পাতায় হাত রাখলেন শেকড়ে/ যেন তিনি পুনর্বার খুঁজে পেলেন নিজেরই শেকড়।' তমিজ উদদীন লোদীর এমন আগ্রহ উদ্দীপক কবিতার ইতিবাচক ভাবনার সঙ্গে অগ্রসর পাঠক তার নিজের ভাবনার মিল খুজে পান। তার কলমের ঐশ্বর্যে গৌরবান্বিত বোধ করেন।

গ্রিক কবি ও দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, 'কবিতা দর্শনের চেয়ে বেশি, ইতিহাসের চেয়ে বড়'। তমিজ উদদীন লোদীর কবিতায় এমনটি দেখতে পাই। গত চার দশকে আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি এক স্বাতন্ত্র স্বত্তা আবিষ্কার করেছেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি মানুষের সুখ-দু:খ দেখতে পারেন। নানা উপমা এবং উৎপ্রেক্ষায় অনুচ্চারিতকে উচ্চারণ ও অনালোকিতকে আলোকিত করেন। জীবন বোধকে মানবিকীকরণ বা হিউমানাইজেশন করাই যেন তার কাজ।

করোনার দৃশ্য বর্ণনা করে কবি লিখেছেন, 'অক্সিজেন সিলিন্ডারটি পড়ে আছে পাশে/ নারীটির মুখে মাস্ক, চোখে পৃথিবীপরিমাণ অসহায়ত্ব/ পেছনে জ্বলছে অস্থায়ী শ্মশান/ পুড়ছে সার সার লাশ, ভারি হয়ে উঠছে বাতাস'।

এই দৃশ্য ভীতির, এই দৃশ্য যাতনার শীরোনামে তমিজ উদদীন লোদীর আহত ও বেদনার হৃদয় ছোঁয়া কবিতা। 'শ্মশানে ও গোরস্থানে মৃত্যুদৃশ্য/ সারসার শব সারসার লাশ/ দিনশেষে মানুষ মরিছে সভ্যতার/ এই দৃশ্য ভীতির, এই দৃশ্য যাতনার/ ফাঁপা বেলুনের মতো চুপসে যাচ্ছে সব/ ধর্মাধর্মহীন শুধু লাশ, শুধু শব!

কালজয়ী সাহিত্য কেবল ভাষার সুষমায় পূর্ণতা পায়না। গভীর জীবন দর্শন থাকতে হয়। কবি তমিজ উদদীন লোদীর কবিতা ও গল্পে সময়ের চালচিত্র ও অন্তর্নিহিত জীবনবোধ নান্দনিকতার সাথে প্রবাহমান। লেখায় তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনের ব্যবহার করেন অপূর্ব সুষমায়।

যে যাচ্ছে দরজার ওপারে কবিতায় লিখেন, 'হে সূর্য, হে প্রকৃতি, হে নিসর্গের অফুরন্ত সৌন্দর্যের বিভা/ হে বন্ধু, বন্ধুভাবাপন্ন কিংবা বন্ধুপ্রতিমেরা/ হে আমার প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ শত্রু ভায়েরা/ আমার আরোহে, অবরোহে বিচলিত স্বজনেরা/ দেখো আমিও যাচ্ছি রহস্যময় দরজার ওপারে।/ কিংবা যে রহস্যময় পর্দা ঝুলছে এপারে-ওপারে/ তার রহস্য ভেদ করার জন্য আমি যাচ্ছি/ কোনো যোগাযোগ মাধ্যম-ই আমার এই রহস্যের অনুগামী হবে না/ কোনো দূরভাষ যন্ত্রেই ধরা পড়বে না আমার কণ্ঠস্বর/ একমুখি এই যাত্রায় পড়ে থাকবে বিগত যৌবন/ পড়ে থাকবে সিঁড়ি টপকাবার যাবতীয় কসরত/ পড়ে থাকবে হিংসা, ঈর্ষা ও হিংসার প্রণোদনা/ পড়ে থাকবে নামে এবং বেনামের হিংস্রতা।/ তীব্র হাওয়ায় উড়ে যাওয়া শুকনো পাতার মতো/ উড়ে যাচ্ছি আকৃতিহীন স্তব্ধতায়/ বসন্ত এবং হেমন্ত পড়ে থাকছে চৈত্রের ধুলোর আস্তরণে/ অতিক্রম করছি আলোকবর্ষের পর আলোকবর্ষ/ গ্যালাক্সির পর গ্যালাক্সি পেরিয়ে যাচ্ছি নিমেষে।/ কে থাকবে আমার বানানো প্রাসাদের সিংহ দরোজায়?/ যার প্রতিটি ইটে লেগে আছে রক্তের দাগ/ যার পেছনে রহস্যাবৃত ভন্ডামি, সুবিধাবাদ/ কর্মযজ্ঞের ধারালো ব্লেডে কাটা মুন্ডুর মতো অভিশাপ!/ এইসব ফেলে আমি যাচ্ছি নি:সঙ্গ ন্যালাখ্যাপা উন্মাদের মতো।'

আঠার শতক থেকে বাংলা সাহিত্যে নানা ভাবে বিজ্ঞানের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতূহলী ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার জন্য বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ বলা যায়। রবিন্দ্রনাথ সফলতার সাথে বিজ্ঞানের ব্যবহার করেছেন। তার বিজ্ঞান মনস্ক বহুমাত্রিক জীবন বোধ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

সত্যজিৎ রায়, জগদীশ চন্দ্র বসু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, রামেন্দ্রসুন্দর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ আরো অনেকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় সচেষ্ট ছিলেন। তবে তাদের প্রায় সকলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী লেখার অনুবাদ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর মুর্শিদাবাদ থেকে যুদ্ধবিশারদ হিসেবে সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিলেন। ১৮৮৭ সালে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে এমএ করেছিলেন। তিনি বিজ্ঞান থেকে অনেক রস আহরণ করে বাংলা সাহিত্যে ছড়িয়েছেন।

অবশ্য লেখায় বিজ্ঞান নির্ভরতা ও বিজ্ঞান কল্পকাহিনি বা সায়েন্স ফিকশন আলাদা বিষয়। অবিভক্ত বাংলায় উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লিখেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩১)। এরপর অনেকেই এ ধারায় যুক্ত হয়েছেন। কেউ কেউ বেশ সফলতা দেখিয়েছেন। তাদের গল্পে অদ্ভুত অনেক কিছু আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষ তা আয়ত্ব করতে চায়। এসব বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লিখে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন অনেক বড় লেখক। সায়েন্স ফিকশনের গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে স্বীকৃত আইজ্যাক আজিমভের মতে, যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞানকে গল্প লেখার কাজে ব্যবহার না করলে সত্যিকারের কল্পবিজ্ঞান সৃষ্টি সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান আশ্রয়ী তমিজ উদদীন লোদীর কবিতায় আধুনিক বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয়ে ওঠে। গ্রামের চিরচেনা চিত্র যেমন তার লেখায় নতুন ভাবে কৌতুহল উদ্দীপ্ত হয়।

কবিতায় তমিজ উদদীন লোদীর সহজ সমীকরণ, 'যে গান আমি গাইব বলে মনস্থ করেছিলাম/ তার স্বরলিপি হারিয়ে গেছে কবে/ সুরের অন্বেষণে হন্যে হলে দেখি সুর নেই/ শুকনো নদীচরের মতো শুষ্ক হয়ে আছে।/ আমি যে লেখাটি লিখব বলে ভেবেছি দীর্ঘকাল/ তা দূরন্ত হরিণের মতো ছুটছে অবিরাম।/ পর্বতশীর্ষে দুষ্প্রাপ্য ফুলের জন্য আমি যখন আরোহী/ তখন কে এসে ফুলটি নিয়ে গেল টেরটিও পাইনি।/ ক্যাকটাস মাড়িয়ে আমি যখন দুষ্প্রাপ্য পাথর স্পর্শ করার প্রায়/ তখন আমার চোখের সামনেই পাথরগুলো গড়িয়ে যায়/ জানতেও পাইনি কোথাকার পাথর কোথায় গড়ালো?/ এ্যাক্রোবেটের মতো লাফাতে লাফাতে চালাকেরা যায়/ বানর লাফের মতো উঠে যায় মই বেয়ে।/ অনুভূতিঋদ্ধ সম্পর্কগুলো টুটে যায় হৃদয় বিদ্ধ করে/ পথের প্রান্ত ছুঁয়ে থাকে একঘেয়ে শূন্যতায়।'

উড়ে যাq সহাস্য সারস কবিতায় তমিজ উদদীন লোদীর দর্শন চোখে পড়ে। 'জার্মান রোমান্টিসিজমের মতো/ যুক্তির দর্শনের বিপরীতে অনুভবের দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চাও/ তুমি বলো/ মানুষ কোনো গাণিতিক বা বিমূর্ত ধারণা নয়/ যুক্তিবাদ শুধু বস্তুবিশ্বের ব্যাখ্যা দেয়, যা স্বরূপতই খন্ডিত/ আমি দেখি রোমান্টিক ধারণা-আবৃত টিউলিপ ফুটেছে/ সেই চিরায়ত ঘুঘু ডেকে যাচ্ছে অবিরত/ এখনো যুবতী ব্রীড়ানত আঙ্গুলে প্যাচাচ্ছে শাড়ি/ কোথায় যে হারিয়ে যায় 'সাইন্স অফ লজিক'/ প্রকৃতির সরল উপাখ্যানে উড়ে যায় সহাস্য সারস।

আমদের উঠোন জুড়ে কবিতায় দেখতে পাই 'আমাদের বাড়িতে শুকনো পাতা ঝরে, হলদে পাতা ঝরে/ রাত্রিতে বাঁশপাতাগুলো কাঁপে/ মাঝে মাঝে বিভ্রম হয় জ্যোৎস্না কাঁপে নাকি বাঁশপাতা!/ কখনো মনে হয় ইঙ্গমার বার্গম্যানের জাদুলণ্ঠন দোলে।/ কখনো মনে হয় সুররিয়ালিজম, ডাডাইজম, এক্সপ্রেসনিজমের রসায়ন এসে দাঁড়িয়েছে দোরে/ কখনো উত্তরাধুনিকতার ধুলো এসে জমছে চৌকাঠে/ তবু কেমন করে জানি লিরিক আর দার্শনিকতা আমাদের ছুঁয়ে যায়/ আমদের উঠোন জুড়ে আছড়ে পড়ে বাউলের শতকণ্ঠ গান'।

বিজ্ঞান মানসের ফলে সাহিত্যে এই কবি শুধু কল্পনা আশ্রয়ী লেখায় ব্যস্ত হতে দেখা যায় না। বরং ধর্ম ও বিজ্ঞানের শিক্ষায় সত্য ও বিশ্বস্ততার মানদন্ডে শানিত তার কল্পনার জগত। ফলে অনেক গুলো লেখায় দেখেছি, কবির ভাবনা জগত আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পটভূমি থেকে উৎসারিত। কবির ভাষায় 'গোধূলির স্পন্দিত আলোয় নিসর্গ নমিত হলে/ গাঢ় হয়ে উঠল শিথিল এষণা/ লুক্কায়িত গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো অণুজীব/ হামাগুড়ি দিতে থাকলো মিউটেন্টগুলো।/ অতীন্দ্রিয় রহস্যের মতো অন্ত্যজ জীবনগুলো/ উত্তুঙ্গ আনন্দ থেকে নেমে যেতে থাকলো বিষণ্ন বিধুর আকাঙ্খায়/ গোরস্থানে নেমে এলো সারসার শাদা অন্ধকার/ জীবন গড়িয়ে গেলো জীবনপাতে।/ এপিটাফের পর এপিটাফে ছেয়ে গেল/ যেন বাগান পাথরের/ পাথরে খোদিত অক্ষরগুলো নিস্প্রাণ স্মৃতি হতে থাকলো/ একদা যে বাগানে অজস্র পাখির আনাগোনা ছিল/ সেখানে শুধুই হাওয়া বইতে থাকলো বিপন্নতায়'।

মহাকাব্য সম্পর্কে তমিজ উদদীন লোদীর উপলব্ধি 'পুরাণ ও মহাকাব্যের যৌথ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন/ ব্যাসদেব, বাল্মিকী, ভার্জিল ও হোমার/ নেমে আসেন দান্তে, গ্যেটে, মিল্টন ও মাইকেল/ তারপর আর কোনো মহাকাব্য নেই/ যদিও কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান'-এ প্রয়াস নিয়েছিলেন/ এপিকের রাজ্যে তারপর খা খা শূন্যতা/ স্থবির জলাশয়ে আর কোনো ঢেউ নেই/ কবিতার অন্তর্লোকে নানা বাঁক/ আত্মশ্লাঘার নেশা/ তবু কোথায় যেন হারিয়ে গেল মহাকাব্য/ দিকহারা নাবিকের মতো।

জীবন কবিতায় তিনি জানান দেন, (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

তমিজ উদ্ দীন লোদীর কাব্যিক ঐশ্বর্য

(১৫ পাতার পর)

'রাত গভীর হলে কী এক সুনসান নিরবতা নেমে আসে চারপাশে ।/ শুধু মাঝে মাঝে ট্রেনের শব্দ ।/ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েকে ঝাঁকিয়ে চলে যায় । ঘুমিয়ে থাকে বিধ্বস্ত নগর ।/ চাপা পড়া ইটের ফাঁক থেকে উঁকি দেয়া চারাটির মতো, জীবন নড়ে ওঠে । আবারো দাঁড়াতে চায়, যেন টলমলে শিশু । রাতের স্তব্ধতার ভেতর আমি জীবনের নড়াচড়া টের পাই । অজস্র মৃত্যুর ভেতরেও যে এখনো টিকে থাকার সংগ্রামে নিরত' ।

কবি তমিজ উদ্দীন লোদী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকে আত্মার খোরাক অন্বেষণ করেন । আত্মাকে পোড়ালে তুমি কবিতায় অপূর্ব পংক্তিমালা পাঠক মনে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে । 'শরীর তো বাহানা মাত্র । আসলে আত্মাকে পোড়ালে তুমি ।/ সিয়ামের অদৃশ্য আগুনে । জঠরশূন্য তুমিও জানলে কতটুকু ক্ষুধার আগুন । তুমিও রমাদানে ক্ষুধার্তের কাতারে দাঁড়ালে ।/ মিথ্যা ও অশ্লীলতাকে পরিহার করলে তুমি । তুমি অন্বেষণ করলে তাকওয়া । তোমার জন্যে অপেক্ষমান কাওসারের পেয়ালা । তুমি সংবরণের মাধ্যমে অর্জন করছো পবিত্রতা । আর পবিত্রতা চাদোয়ার মতো নেমেছে সবখানে ।/ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এক রাত্রি । তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে নাজাত । সওমের পবিত্রতায় ধৌত হচ্ছো তুমি । তুমি মানুষ হয়ে উঠছো, পবিত্র মানুষ । তোমার চারপাশে ঘূর্ণিত হচ্ছে আলো । অপার্থিব অলৌকিক এক আলো ।/ যে আলোয় ভিজে যাচ্ছো তুমি । ভিজে যাচ্ছে পার্থিব পৃথিবী ।

ঐশী গ্রন্থ থেকে কবি তমিজ উদ্দীন লোদীর কাব্যানুবাদ অপূর্ব ব্যঞ্জনায় আমাদের মুগ্ধ করে প্রতিদিন । জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের আমপারা কাব্যানুবাদের রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ ও সৃজন চৈতন্য যেমন পাঠক মনে সাড়া জাগিয়ে ছিল ।

সূরা আল-ফালাক বা ঊষা: 'বলো, আমি আশ্রয় চাই ঊষার স্রষ্টার/ তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে/ অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়/ এবং অনিষ্ট হতে সে সব নারীদের যারা গ্রন্থিতে ফুঁ দেয়/ এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা কর' ।

সূরা আন-নাস বা মানব সম্প্রদায়: 'বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের/ মানুষের অধিপতির/ মানুষের প্রভুর/ আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে/ যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে/ জিন ও মানুষের মধ্য থেকে' ।

সূরা আল-কারিআহ বা মহাপ্রলয়: 'মহাপ্রলয় কী?/ মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জানো?/ সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো/ পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙিন পশমের মতো ।/ তখন যার পাল্লা ভারি হবে/ তার হবে পরিতৃপ্তির জীবন/ আর যার পাল্লা হালকা হবে/ তার আশ্রয় হবে অতল গুহায়/ তুমি কি জানো তা কী?/ তা অতি উত্তপ্ত আগুন ।

সূরা আল-ইনফিতার বা বিদীর্ণ হওয়া: 'যখন আকাশ বিদীর্ন হবে/ যখন নক্ষত্রমন্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়বে/ যখন সমুদ্র বিস্ফোরিত হবে/ এবং যখন কবরসমূহ খুলে দেয়া হবে/ তখন সবাই জানবে, সে কি আগে পাঠিয়েছে এবং/ পরে কি রেখে গিয়েছে ।/ হে মানুষ! কি তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করলো?/ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে বলিষ্ঠ করেছেন/ এবং ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন ।/ যে আকৃতিতে চেয়েছেন সেভাবেই তোমাকে গঠন করেছেন ।/ কখনো নয়, বরং তোমরা শেষ বিচারকে মিথ্যা মনে করো/ নিশ্চয় তোমাদের আমল সংরক্ষণের জন্য রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ ।/ সম্মানিত লেখকবৃন্দ/ তারা জানে তোমরা যা করো ।/ অবশ্যই পুণ্যবানগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে/ আর পাপীরা থাকবে জাহান্নামে/ তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবেশ করবে/ এবং তারা অনুপস্থিত থাকতে পারবে না ।/ কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জানো?/ আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জানো?/ সেদিন পরস্পরের জন্য কিছুই করার সামর্থ্য থাকবে না/ এবং সেদিন কর্তৃত্ব হবে শুধুই আল্লাহতালার' ।

সূরা আল হুমাযা বা পশ্চাতে পরনিন্দা: 'দুর্ভোগ তাদের প্রত্যেকের যে আড়ালে ও সম্মুখে মানুষের নিন্দা করে/ যে অর্থ সম্পদ জমায় এবং বারবার তা গণনা করে/ সে ধারণা করে যে, তার অর্থ-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে ।/ কখনো নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়/ তুমি জানো হুতামা কী?/ তা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন/ যা হৃদয়কে গ্রাস করবে ।/ নিশ্চয় তা তাদেরকে (পাপীদের) পরিবেষ্টন করে রাখবে ।/ যা দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে নির্মিত ।

হাজার মাসের চেয়ে উত্তম: 'দিনের প্রশান্তি শেষে রাত্রির চাদর ফেলে এলো/ 'হাজার মাসের চেয়ে উত্তম' এই রাত্রি-লাই-লাতুল ক্বদর/ ছুঁয়ে যাচ্ছে পবিত্রতা, ছুঁয়ে যাচ্ছে অদৃশ্য পরশ/ ঐশী গ্রন্থের আবির্ভাবের এই রাত্রি/ ধুয়ে দিচ্ছে পাপ, অমানবিকতা/ ছুঁয়েছে আলো, ছুঁয়েছে কূল-মাখলুকাত/ নেমে আসছে জ্যোতি, নুর/ পূণ্যের প্রস্রবনে ভেসে যাচ্ছে ঘরদোর/ পৃথিবী, আকাশ ও বহ্মান্ড/ ভেসে যাচ্ছে গ্রহ, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি/ সমুদ্রপ্রতিম পবিত্রতায় ভেসে যাচ্ছে সব ।/ আমরা তো পাপী বান্দা, তীব্র গুনাহগার/ পবিত্র রাত্রিতে আমাদের ক্ষমা করো, হে পরওয়ারদিগার!

'বেজোড় রাত্রিতে তাকে অনুসন্ধান করো/ রহমতের আলো এসে ধুয়ে দেবে তোমাকে/ হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এই রাত্রি/ নাজাতের পথ দেখাবে' ।

আল-কুরআন থেকে নেয়া কবিতায় দারুণ এক কাব্যময়তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে । কবি তমিজ উদদীন লোদী আরবি বাক্যরীতি অক্ষুণ্ণ রেখে ভাষার সুষমায় অপূর্ব রূপ দিয়েছেন । আর এখানেই তিনি অন্য অনেকের চেয়ে আলাদা । সত্য ও সুন্দরকে আবিষ্কার করতে তিনি যেমন অতীতের কাছে ফিরে যান । একই ভাবে বিজ্ঞান ও কুরআন থেকে মহা সত্যকে অবলিলায় তুলে আনেন । পৃথিবীর মুক্ত চিন্তার জ্ঞানীদের মত তিনি সাহসের সাথে এগিয়ে চলেছেন । স্থানয়ে কোন বলয়ে হীনমন্যতায় হাবুডুবু খাননি । তার ভাবনার জগত মহাসগরে নিমজ্জিত । যেখানে পাঠকের সাথে রয়েছে গভীর সুরঙ্গ পথ । সেখানে আলোক রশ্মির মত দেখা মিলে কবি তমিজ উদদীন লোদীকে ।

আগুন ও পুষ্পের বাগান কবিতায় তমিজ উদ্দীন লোদীর কাব্য ভাবনা পাঠক অঙ্গে স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় । 'আগুন জ্বলছিল, প্রজ্জ্বলিত আগুন/ দাউ দাউ আগুনে পুড়ছিল ক্রোধ/ পুড়ছিল ক্ষমতা ও রাজার আক্রোশ/ কাঠ ফাটছিল, স্ফুলিঙ্গ উড়ছিল হাওয়ায়/ এ আগুন নমরুদের আগুন/ সিনানের রাজা নমরুদ/ ঈশ্বর দ্রোহী স্বয়ং ঈশ্বর ।/ পিতৃহন্তা সে ইডিপাসের মতো বিয়ে করেছিল মাতাকে/ ইব্রাহীম বললেন, 'আমার প্রতিপালক যিনি তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান'/ নমরুদ বলল, 'আমিও তো জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই'/ একত্ববাদের মহিমা বর্ণনাকারি ইব্রাহীম/ নমরুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন/ প্রতিমা ভেঙে ফেলার অপরাধে তাঁকে নিক্ষেপ করা হলো অগ্নিকুন্ডে/ দাউদাউ আগুনের ভেতর নিমেষে তৈরি হলো পুষ্পের উদ্যান/ ইব্রাহীম সহাস্যে নিরাপদে অগ্নিকুন্ড থেকে বেরিয়ে এলেন/ ক্রোধে ফেটে পড়লো নমরুদ/ বললো, 'তোমার আল্লাহর যদি যথার্থই অস্তিত্ব থাকে, তবে/ তাকে আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য ডেকে আন্মে' । তার পরের কাহিনী সর্বজনবিদিত/ নমরুদ তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে নেমে যায়/ আকাশে নিক্ষেপ করে তীর/ অত:পর নমরুদ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয় মশক বাহিনীর কাছে/ নিজের মৃত্যুও ডেকে আনে মশক দংশনে ।/ পাপ ও পতনের সমারোহে ফেটে যায় রাজার গরিমা/ ঔদ্ধত্য বিধ্বস্ত হয়, জিদের শির নত হতে থাকে ক্রমে ।/ ধুলায় গড়িয়ে যায় সীমাবদ্ধ মানুষের অসীম বাসনা/ বস্তুত ঔদ্ধত্য ও অহংকার যুগপৎ ভেসে যায় জলে ।

আড়াল ও বহ্নি কবিতায় তমিজ উদ্দীন লোদীর ঐন্দ্রজালিক বিস্ময়ের প্রতিবিম্ব তৈরী হয় । 'একটি আড়াল আছে/ আড়ালের আড়ালে আরো আরো আড়াল আছে/ সেখানে সত্য থাকেন/ সত্যের বিপরীতে বসে থাকে শয়তান/ সে জাল বোনে/ সে ছিটিয়ে দেয় মধু দেয়ালে দেয়ালে/ মধু থেকে জন্ম নেয় বহ্নি/ বহ্নি থেকে প্রজ্জ্বলন হয়, পাড়া জ্বলে ওঠে' ।

যাবতীয় প্রলয়ের রঙ কবিতায় তমিজ উদদীন লোদীর অনুভবী দর্শন পাঠকের বিস্ময় ও কৌতূহল জাগ্রত করে । কবি বলেন, 'লাইফ ইজ বিউটিফুল' বলা গেলে বেশ হতো । জানি পৃথিবীময় এখনো শুভ মানুষেরাই গরিষ্ঠ । শুভ্র ও সুন্দরের পূজারিরা ফুল ও প্রার্থনায় নিয়ত নিরত । নির্বাণ জেনেও কল্যাণের ব্রতে নিমিত মানুষেরা বারবার অবনত হয় আজও । নিমজ্জন জেনেও শুশ্রুষার অন্বেষণে ছুঁড়ে ফেলে যাবতীয় প্রলয়ের রঙ ।/ দূষণের ভেতরেও মানুষ প্রবজ্যা । খুঁজে ফেরে স্রোতস্বিনী, নদীর উজান, স্রোত । খুঁজে ফেরে মানুষের ভেতরের অনন্ত মানুষ । নির্মোহ জীবনের প্রতিকৃতি । রেনেসাঁসের ভেতর থেকে উঠে আসা প্রচ্ছন্ন অর্জন । ঋত ও সত্যের নিয়ম ।/ তবু নঞর্থক বিপ্লবের মতো মধ্যযুগ, মাফিয়া কি কোচা-নোস্ত্রার মতো হানা দেয় স্বস্তির পৃথিবীতে । প্রতিহিংসা ভয়ংকর শিল্প হয়ে ওঠে । শবদেহ গড়ায় মাটিতে । দয়া ও ক্ষমার বিপরীতে বেড়ে ওঠে ক্ষমাহীন হত্যার আয়ুধ । প্রান্তিকতা ছুঁয়ে তারা ফিরে যেতে চায় প্রস্তর যুগেরও আগে কোনো প্রাইমেট সভ্যতায় ।

কালোত্তীর্ণ কবি তমিজ উদদীন লোদীর জন্ম সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা গ্রামে, ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারী । দীর্ঘ দিন বাংলাদেশ রেলওয়েতে সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী হিসাবে কাজ করে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়েছেন । বর্তমানে আমেরিকায় বসবাস করছেন । সেখানে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে কর্মরত । প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে-কখনো নিঃসঙ্গ নই (কবিতা), এক কণা সাহসী আগুন (কবিতা), নানা রঙের প্যারাশূট (কবিতা), চাঁদভস্ম (কবিতা), আমাদের কোনো পাতেরো ছিল না (কবিতা), অনিবার্য পিপাসার কাছে (কবিতা), আনন্দময় নৈরাশ্য ও ইস্পাত মানুষেরা (কবিতা), 'দৃশ্যকল্প ও কতিপয় রাতের রমণী' (কবিতা), নির্বাচিত কবিতা, হেষাধ্বনির বাঁকবদল (গল্প), নিরুদ্দিষ্টের জলাবর্ত (গল্প), হাডসন স্ট্রিটের সুন্দরী (গল্প) ও শতাব্দীর সেরা আমেরিকার নির্বাচিত গল্প (অনুবাদ) উল্লেখযোগ্য ।

গণতন্ত্রচর্চায় আরো মনোযোগী হতে হবে

॥ আলী হাবিব ॥

বিদায় ২০২২ । স্বাগত ২০২৩ । করোনা-ডেঙ্গুর অপঘাত আর যুদ্ধের ছায়া মাড়িয়ে আরো একটি নতুন বছরে পা রাখছি আমরা । কেমন কাটবে আগামী একটি বছর? নানা জনের নানা হিসাব । এরই মধ্যে ২০২২ সালের হিসাব করা হয়ে গেছে । আমরা কী করতে পারিনি, কেন করতে পারিনি, কী করতে পারতাম, কেন করতে পারলাম না–এসব নিয়ে নানামুখী বিশ্লেষণ চলছে ।

২০২০ ও ২০২১ সাল আমাদের জন্য কঠিন সময় গেছে । ওই দুই বছর বিশ্বের অর্থনীতি বড় ধরনের ধাক্কা খায় । ধারণা করা হয়েছিল, ২০২২ সালে এসে অর্থনীতি নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবে । সেই সম্ভাবনা উঁকিও দিয়েছিল । কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিকে নতুন এক চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে । বাংলাদেশও এ থেকে মুক্ত নয় । রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে আন্তর্জাতিক বাজারে সব পণ্যের সরবরাহ কমে গিয়ে দাম বাড়তে শুরু করে । বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতির হার বাড়লে তার ঢেউ লাগে দেশেও । জ্বালানি তেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে বেড়ে যায় জীবনযাত্রার ব্যয় । বেশ কিছু গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায় । শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশে সরকারকে লোড শেডিং করে পরিস্থিতি মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিতে হয় ।

এর মধ্যে ইতিবাচক কোনো অর্জন যে একেবারে নেই, তা নয় । গত ২৫ জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । রাজধানীর সঙ্গে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয় । জাতি বিশ্বকে দেখিয়ে দেয় 'আমরাও পারি' । পদ্মা সেতু সত্যিকার অর্থেই এক স্বপ্ন ছিল । সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে । বিশ্বব্যাংকের মতো উন্নয়ন সহযোগী সরে যাওয়ার পর বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হয় বাংলাদেশকে । তখন আরো অনেক উন্নয়ন সহযোগী সরে যায় । দুর্নীতির মামলা হয় । দেশের ভেতরে কিছু রাজনৈতিক দলও তোলে দুর্নীতির অভিযোগ । দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও সোচ্চার হন । নিজস্ব অর্থায়নে এই সেতু নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । তখন অনেকেই বলেছিলেন, এই দুঃসাহস দেখানো অর্থহীন । দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে । হুমকির মুখে পড়বে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ । ডিসেম্বরের শেষার্ধে চালু হয়েছে মেট্রো রেল ।

নতুন বছরেই চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে খুলছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল । শেষ হবে দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ কাজও । ফলে আগামী বছরই ট্রেনে কক্সবাজার যাওয়া যাবে সরাসরি । একই বছরে ঢাকায় উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ কিলোমিটারে মেট্রো রেলের চলাচল শুরু হবে ।

গত নভেম্বরে একসঙ্গে ১০০ সেতুর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । গত ২১ ডিসেম্বর দেশের ৫০টি জেলায় ১০০টি জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক উদ্বোধন করা হয়েছে । রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ২০২২ সালে বাংলাদেশকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে । বছরজুড়ে নিরুত্তাপ থাকলেও বছরের শেষার্ধে এসে হঠাৎই উত্তাপ ছড়িয়েছে রাজনৈতিক অঙ্গনে ।



বিএনপি ১০ সাংগঠনিক বিভাগে গণসমাবেশের ডাক দেয় । ১২ অক্টোবর চট্টগ্রামে গণসমাবেশের মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মসূচি শুরু হয় । ১০ ডিসেম্বর ঢাকার গণসমাবেশ ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গন ব্যাপক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । বিএনপিপদলীয় সাত সংসদ সদস্য সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন । বিএনপি ১০ দফা রূপরেখা ঘোষণা করে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে । ১৯ ডিসেম্বর রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে ২৭ দফার 'রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখা' ঘোষণা করে বিএনপি । বছরের শেষ দিকে একাধিক রাজনৈতিক জোট আত্মপ্রকাশ করেছে ।

আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে মাঠে নামার কর্মসূচি দেয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও । বছরের শেষ দিকে এসে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেন । ২৪ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ।

২০২২ সাল শুরু হয়েছিল এক বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে । ২০২৩ সালেও এসব চ্যালেঞ্জ থাকবে । চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রাজনৈতিক সদিচ্ছার কোনো বিকল্প নেই । এ দায়িত্ব শুধু আওয়ামী লীগ বা সরকারের একার নয় । সব রাজনৈতিক দলকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার কাজে একটা বড় ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ । বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারকে এখন একটু সতর্কভাবে নীতি গ্রহণ করতে হবে । কারণ বাংলাদেশে এখন নানা ধরনের চক্রান্ত চলছে । আওয়ামী লীগকে একাই তা মোকাবেলা করতে হচ্ছে । এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইতিবাচক দিকটি হচ্ছে দল ও সরকারের নেতৃত্বে আছেন শেখ হাসিনা । বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সারা দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়েছে । দল ও তাঁর এতকালের গণতান্ত্রিক নীতির ফলে এই প্রভাব তৈরি করে দিয়েছে ।

বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদ ও সরকারের সমর্থক অনেকেই বলে থাকেন, দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র নেই । যা আছে, তা হচ্ছে কর্তৃত্ববাদী গণতন্ত্র । দীর্ঘ কর্তৃত্ববাদী শাসনের দুটি ইতিবাচক উদাহরণ আমাদের খুব কাছেই আছে । তার একটি হচ্ছে মালয়েশিয়া । ১৯৮১ সালের নির্বাচনে দেশটির চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন মাহাথির বিন মোহাম্মদ । দীর্ঘ ২২ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকার পর ২০০৩ সালে তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে সরে আসেন । তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় মালয়েশিয়া আজ কোথায় অবস্থান করছে, তা নিশ্চয় কাউকে নতুন করে বলে দিতে হবে না ।

১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত লি কুয়ান ছিলেন সিঙ্গাপুরের শাসক । দীর্ঘ ৩০ বছরের শাসনামলে সিঙ্গাপুরকে তিনি কোন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, বিশ্ব আজ তা দেখছে ।

শেখ হাসিনার শাসনের ইতিবাচক দিকটি হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষ তাঁর গণতন্ত্রিক শাসন মেনে নিয়েছে । বাস্তবতা হচ্ছে, কর্তৃত্ববাদী শাসন বলা হলেও দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করে গণতন্ত্রের পথে টিকিয়ে রাখতে এই সময়ে একজন শেখ হাসিনাকেই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন । এটা তো মানতেই হবে যে এই কর্তৃত্ববাদী গণতন্ত্র ছাড়া দেশকে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ভয়াবহ হুমকি থেকে বাঁচানো যেত না ।

তবে আওয়ামী লীগ সরকারকে জনগণের সঙ্গে সংযোগ আরো বাড়াতে হবে । দেশের মানুষকে আস্থায় নিয়ে শক্তিশালী অবস্থানে যেতে হবে ।

জনগণের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধিই গণতন্ত্রকে সংহত করে । রাজনৈতিক দলগুলো ২০২৩ সালে জনসংযোগে যে বেশি মনোযোগী হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না । কারণ আর এক বছর পর নির্বাচন । জনমুখী গণতন্ত্রচর্চা এগিয়ে নিতে রাজনৈতিকভাবে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে ।

লেখক: সাংবাদিক, ছড়াকার

নতুন বছরেও বিশ্বকে ভোগাবে ইউক্রেন যুদ্ধ

ভূমিকার জন্য ক্ষমা চাওয়া। কারণ অতীতের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই তাদের তিন হাজার বছরের শোষণের ইতিহাস। এ ধরনের বিতর্ককে পেছনে ফেলে কাতার বিশ্বকাপ ইতিহাসের অন্যতম সেরা আয়োজন হিসাবে বিবেচিত হয়েছে এবং এটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্বকাপ ফুটবলের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এক ধরনের প্রাণের সঞ্চার ও সংহতি সৃষ্টি হয়েছিল। প্রায় এক মাস সারা পৃথিবীর মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনা এবং শৈল্পিক খেলা উপভোগ করেছে। এটি এই সংকটপূর্ণ সময়ে সারা বিশ্বের মানুষের জন্য একটি বড় পাওয়া।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ২০২২ সাল নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল বছর হিসাবে বিবেচিত হবে। গত বছর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক রচিত হয়েছে। বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পৃথিবীর সামনে একটি অনন্য নজির স্থাপন করেছে। এর পেছনে রয়েছে দেশের অনন্যসাধারণ কূটনৈতিক সক্ষমতা, নেতৃত্ব, শক্ত মনোবল ও অর্থনৈতিক কূটনীতির সফল চর্চা। কারণ বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য দাতা সংস্থার অর্থায়ন প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশ তার নিজের অর্থে আত্মমর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখে যে একটি বিশাল অবকাঠামো তৈরি করেছে, তা নিঃসন্দেহে এদেশের কূটনীতির একটি বড় সাফল্য। পাশাপাশি অন্য মেগা প্রজেক্টগুলোর কয়েকটিও সমাপ্ত করেছে। চীনের সহায়তায় কর্ণফুলী টানেল এবং জাপানের সহায়তায় ঢাকার মেট্রোরেল এর অন্যতম।

নগর সভ্যতা ও আধুনিক সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এর আধুনিকতম সংস্করণ হচ্ছে মেট্রোরেল, যা আংশিক সম্পন্ন করে বাংলাদেশ একটি নতুন দিগন্তে প্রবেশ করেছে।

২০২২ সালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি হচ্ছে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ভোটে ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের সদস্য নির্বাচিত হওয়া। গত বছরও বাংলাদেশ ভারসাম্যপূর্ণ ও জোটনিরপেক্ষতার কূটনীতি অব্যাহত রাখে এবং এর মাধ্যমে ভারত ও চীনসহ শক্তিশালী সব দেশের সঙ্গে একটি সুসম্পর্ক বজায় রাখছে। এর ফলে বাংলাদেশের উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হচ্ছে।

গত বছরের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নতুন বছরেও অধিকাংশ ঘটনা চলমান থাকবে। কারণ ইউক্রেন যুদ্ধের শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দৃশ্যমান নয়। তাইওয়ান সংকট সমাধানের কোনো লক্ষণ নেই। ২০২৩ সালে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যকার যে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বৈরিতা, তা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। নতুন করে একটি স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হওয়ার যে প্রবণতা, সেটির ভিত্তি ২০২২ সালে তৈরি হয়েছে এবং ২০২৩ সালে আমরা বলতে পারি স্নায়ুযুদ্ধ নতুন মাত্রা পেতে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, যেহেতু বিশ্ব পূর্ণাঙ্গভাবে একটি বহুমেরুকেন্দ্রিক বাস্তবতায় প্রবেশ করেছে, সেহেতু বৈশ্বিক যে ঘটনাগুলো মানুষ ও রাষ্ট্রগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা ২০২৩ সালে চলমান থাকবে। এর অংশ হিসাবে ইউক্রেন যুদ্ধ সমাপ্ত করার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব ও রাশিয়ার মধ্যে শান্তি আলোচনা অথবা যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টা শুরু হতে পারে। একইসঙ্গে অনেক দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বিশেষ করে ভারত ও চীনের মধ্যকার বৈরিতা ও প্রতিযোগিতা কিছুটা হ্রাস পেতে পারে এবং সীমিত সহযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি হতে পারে। কারণ ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ভারতের যে প্রতিক্রিয়া, তা নিঃসন্দেহে পশ্চিমা দেশগুলোর মনঃপূত হয়নি। ভারত একটি স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখার চেষ্টা করছে এবং তা চীনের সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসাবে কাজ করতে পারে।

তবে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, ২০২৩ সালে ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন। ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল, চীনের যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক শক্তি প্রদর্শন নীতি নতুন করে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের দূরত্ব আরও বৃদ্ধি করতে পারে। ফলে ২০২৩ সালেও বিশ্ব একটি সামরিক উত্তেজনা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, মেরুকরণ ও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হতে পারে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর চাপ থাকবে। তারপরও বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে, তা বজায় থাকবে। বাংলাদেশ তার জোটনিরপেক্ষতা এবং স্বকীয় নীতি অনুসরণ করবে এবং কোনো বৃহৎ শক্তির চাপ প্রয়োগের নীতির ক্ষেত্রেও আত্মমর্যাদা বজায় রাখবে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক কূটনীতির প্রসার, রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলা এবং জলবায়ু বিষয়ে নিজ অবস্থান অব্যাহত রাখবে। পাশাপাশি মেগা প্রজেক্টগুলো সম্পন্ন করাসহ যেসব লক্ষ্য বাংলাদেশ নির্ধারণ করেছে, বিশেষ করে ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার এবং ২০৪১ সালে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখছে, তা সামনে রেখে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করবে।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সদস্য, সরকারি কর্ম কমিশন

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ভিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

এষ্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক্
ASTORIA WELFARE SOCIETY OF USA INC.

29-11, 36th Ave, Astoria, NY 11106, Ph : 347-898-8383, Email: mjabed1969@gmail.com ,www.astoriawelfaresociety.com



Executive Committee Members


সভাপতি
মোঃ সোহেল আহমেদ


সাধারণ সম্পাদক
মোঃ জাবেদ উদ্দীন


সহ-সভাপতি
মোঃ কয়েস আহমেদ


সহ-সাধারণ সম্পাদক
আহাছানুল ইসলাম শিমুল

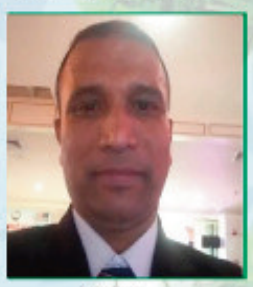

অর্থ সম্পাদক
এমদাদ রহমান তরফদার


সাংগঠনিক সম্পাদক
ময়নুল হক চৌধুরী


প্রচার সম্পাদক
ফাহিমুজ্জামান খান তাওহিদ


সমাজকল্যান সম্পাদক
সাব্বির আহমেদ


সাংস্কৃতিক সম্পাদক
রুবেল আহমেদ


সদস্য
মীর জাকির


সদস্য
ফয়সল আহমেদ


সদস্য
মোঃ শামসুল ইসলাম

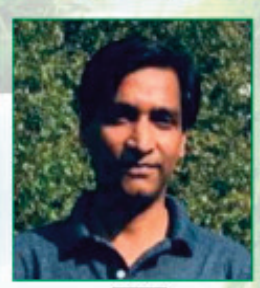

সদস্য
এরশাদুল আমিন


সদস্য
শাহীন হাসনাত


সদস্য
আনোয়ার হোসেন


সদস্য
আব্দুল মোমীত


সদস্য
হারুন রশীদ


সদস্য
আবু সোলেমান


সদস্য
মোঃ মাহামুদুল হাসান


সদস্য
রাজু আহমেদ

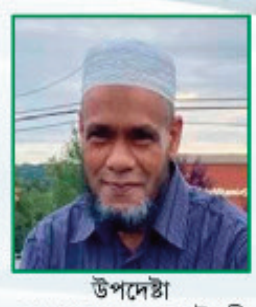

সদস্য
মোঃ নুরুল হক


সদস্য
মোঃ মির্জা


স্বেচ্ছাসেবক
সাদমান রশীদ


স্বেচ্ছাসেবক
মৌমিত চৌধুরী তানিম


উপদেষ্টা
এমাদ চৌধুরী


উপদেষ্টা
দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী


উপদেষ্টা
চৌধুরী ছালেহ


উপদেষ্টা
আব্দুর রহমান


উপদেষ্টা
সৈয়দ মামুন


উপদেষ্টা
মোঃ কাদের খান



নতুন স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববাসীর ২০২৩ সাল বরণ

(প্রথম পাতার পর)

কারণে গত কয়েক বছর পানসে ছিল নববর্ষ উদযাপন। তবে লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এখন অনেকটাই শিথিল বিশ্বের অধিকাংশ দেশে। নতুন বছরে অনেকেই ভালোভাবে নববর্ষ উদ্যাপনের প্রস্তুতি নিলেও আবারও করোনার নতুন ধরন ভয় জাগাচ্ছে। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে জমকালো উদযাপনে মেতে ওঠে নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ার, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর, থাইল্যান্ডের ম্যানিলা, চীনের বেইজিং ও সাংহাই, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ানের তাইপেই এবং অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও পার্থ। বিবিসির খবর। নিউইয়র্কের ম্যানহাটানস্থ টাইমস স্কোয়ারে নববর্ষের উদযাপন মহামারীর আগের মতোই ছিল জ্বলজ্বলে। দুই বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো পূণমাত্রায় নববর্ষ উদযাপন হয়েছে এখানে। মহামারীতে নাগরিকরা নানা রাষ্ট্রীয় সীমাবদ্ধতায় ছিলেন। ১৫ হাজারের বেশি মানুষ একসাথে নববর্ষ উদযাপন করতে পারেনি। কিন্তু এবারে বর্ষবরণ ছিল একেবারে জমকালো। এখানে নববর্ষের অনুষ্ঠানে বল ড্রপ দেখতে ভিড় জমান নাগরিকরা।

২০২২ সালকে বিদায় জানিয়ে বিশ্বব্যাপী নানা রকম আয়োজনের মধ্য দিয়ে ২০২৩ সালকে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের বড় কোনো শহর হিসেবে ইংরেজি বছরকে সবার আগে বরণ করে নিয়েছে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড। বিবিসি জানিয়েছে, শহরটির কেন্দ্রস্থলের এক হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতার স্কাই টাওয়ারে বর্ণিল আলোকচ্ছটার মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে উৎসবে মেতেছে দেশটির মানুষ। নতুন বছরকে বরণ করতে অকল্যান্ডের স্কাই টাওয়ারে ঝুলন্ত একটি বিশাল ঘড়ির সময় দেখে রাত ১২টা বাজার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সেখানে জমায়েত মানুষজন। এরপর শুরু হয় কাউন্টডাউন। আর ১২টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে দেখা যায় আতশবাজির বর্ণিল ছটা।

আন্তর্জাতিক মান সময়ের তারতম্যের কারণে নতুন বছরকে আগে বরণ করার সুযোগ পায় এমন দেশগুলোর একটি নিউজিল্যান্ড। নতুন বছরকে আমন্ত্রণ জানানোর উৎসবে মেতে ওঠার ক্ষেত্রে বড় শহরগুলোর মধ্যে অকল্যান্ডের সুযোগ আসে সবার আগে। অবশ্য বিশ্বে প্রথম দেশ হিসেবে নববর্ষ শুরু হয় সামোয়াতে। দেশটি নিউজিল্যান্ডের কাছাকাছি অবস্থিত। এক ঘণ্টা আগে সেখানে নতুন বছরের আগমন ঘটে।

সিডনি নববর্ষ ২০২৩ উদযাপনের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে একটি যেটি গত দুই বছর ধরে লকডাউনের আওতায় ছিল। করোনার ধরন ওমিক্রনের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল শহরটিতে। অস্ট্রেলিয়ার সীমান্ত আবার চালু হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এবার সিডনিতে নববর্ষ উদযাপনে সামিল হবে অন্তত ১০ লাখ মানুষ। সিডনি কর্তৃপক্ষ আরো আশাবাদী, প্রায় ৫০ লাখ মানুষ অনলাইন বা টেলিভিশনে নববর্ষ উদ্যাপনের আয়োজন উপভোগ করবে। ফায়ার ওয়ার্কসের আয়োজক ফরচুনাটো ফোটি বলেন, 'যদি আমরা সকলকে নববর্ষ উদ্যাপনে একত্রিত করতে পারি এবং নতুন করে আনন্দের সঙ্গে সামনের বছরের দিকে তাকাতে পারি, তাহলে আমরা এটিকে একটি ভালো কাজ হিসেবে দেখব।'

আবার ২০২২ সাল কারো কাছে আনন্দের হলেও কারো কাছে বিষাদের। এই বছর ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ মারা গেছেন। ব্রাজিলিয়ান ফুটবল আইকন পেলেও চলে গেলেন। একই সঙ্গে বিশ্বনেতাদের একজন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেও মারা গেছেন এ বছর। অপরদিকে, ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী শুরু হওয়া ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে গোটাবিশ্বে ব্যাপক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে ধস নামে। জ্বালানি তেলের বাজারও বছর জুড়ে ছিল অস্থিতিশীল।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের তথ্য বলছে, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ৩০০ দিনেরও বেশি সময় পার হয়েছে। এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৭ হাজার বেসামরিক লোক নিহত হয়েছেন। একই সঙ্গে আহত হয়েছেন আরো ১০ হাজার মানুষ। বহু ইউক্রেনীয় জীবন বাঁচাতে পাড়ি দিয়েছেন সীমান্তে। দেশটির ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন অন্য দেশে। রাশিয়ার মিসাইল হামলা এখনো অব্যাহত রয়েছে ইউক্রেনে। অনেক ইউক্রেনীয় হয়তো মোমবাতি প্রজ্বালন করে নতুন বছরকে স্বাগত জানাবেন। আবার অনেকের মাঝে থাকবে আপনজন হারানোর বেদনা।



বুড়ো প্রেসিডেন্ট চায় না আমেরিকানরা

(প্রথম পাতার পর)

প্রেসিডেন্ট চায়। ফলে ২০২৪ সালের নির্বাচনে ৭৬ বছর বয়স্ক সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিংবা বর্তমানের ৮০ বছর বয়স্ক জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন, তা আমেরিকানরা চাচ্ছে না।

সাফক ইউনিভার্সিটি/হুইএসএ টুডে জরিপে দেখা গেছে, ৫০ ভাগ নিবন্ধিত ভোটার বলছে, তাদের আদর্শ প্রেসিডেন্টের বয়স হতে হবে ৫১ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। অন্য ২৫ ভাগ জানিয়েছে, তারা চায় আরো কম বয়স্ক প্রেসিডেন্ট। তাদের মতে, প্রেসিডেন্টের বয়স ৩৫ থেকে ৫০-এর মধ্যে হলে ভালো হয়।

তবে ১৫ ভাগ জানিয়েছে, বয়স কোনো বিষয় নয়। আর মাত্র ৮ ভাগ জানিয়েছে, প্রেসিডেন্টের বয়স হওয়া উচিত ৬৬ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে মাত্র ০.৪ ভাগ জানিয়েছে, প্রেসিডেন্টের বয়স হওয়া উচিত ৮০-এর বেশি।

বাইডেন সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জানিয়েছেন, তিনি ২০২৪ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনা করছেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন হলিডের পর। তিনি যদি পুনর্নির্বাচিত হন, তবে ২০২৫ সালে দ্বিতীয়বারের মতো শপথ গ্রহণের সময় তার বয়স হবে ৮২ বছর। আর চার বছর মেয়াদ শেষ করে ২০২৯ সালে অফিস ত্যাগের সময় তার বয়স হবে ৮৯ বছর।

এদিকে ট্রাম্প এখন পর্যন্ত ২০২৪ সালের নির্বাচনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থিতা ঘোষণাকারী একমাত্র ব্যক্তি।

জরিপে ট্রাম্প ও বাইডেনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করা হলে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই তাদের আরেক মেয়াদে দেখতে চায় না বলে জানিয়েছে। ৬৯ ভাগ জানিয়েছে, তারা চায় না যে ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন। আর ৬৭ ভাগ জানিয়েছে, বাইডেনকে দ্বিতীয় মেয়াদে দেখতে চায় না তারা।

যদি ২০২০ নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি ঘটে ২০২৪ সালে, তবে কাকে ভোট দেবেন- এমন প্রশ্নের জবাবে ভোটারা কিছুটা ভালো অবস্থানে রেখেছে বাইডেনকে (বাইডেন ৪৭ ভাগ, ট্রাম্প ৪০ ভাগ)। আর ৫ ভাগ বলেছে, তারা তৃতীয় কাউকে পছন্দ করবে। ৪ ভাগ জানিয়েছে, তারা কাউকেই ভোট দেবে না। জরিপে দেখা যায়, ২০২৪ সালের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস ৪ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন বাইডেনের চেয়ে। রিপাবলিকান ও রক্ষণশীল স্বতন্ত্রদের মধ্যে ৬৫ ভাগ চায়, ডি স্যান্টিস ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন।

জরিপটি ৭ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর সময়কালে করা হয়েছিল। এতে এক হাজার নিবন্ধিত ভোটার অংশ নেয়। সূত্রঃ ডেইলী নিউইয়র্ক পোস্ট

মানবিকতাকে উজ্জীবিত করুন

(শেষের পাতার পর)

কেননা একবার এক ব্যক্তি রাসুল সা: কে জানালো যে, তার হৃদয় খুবই কঠিন। তখন রাসুল সা: বললেনঃ তুমি যদি চাও তোমার হৃদয় কোমল হোক, তাহলে ইয়াতিমকে নিজের নিকটবর্তী কর, তার মাথায় হাত বুলাও এবং নিজের খাদ্য থেকে তাকে খাওয়াও। এসব করলে তোমার হৃদয় কোমল হয়ে যাবে এবং তোমার প্রয়োজন মিটে যাবে। (কবীরা গুণাহ, পৃষ্টা-৫২, ইমাম আযযাহাবী) আপনার মানবিকতাকে উজ্জীবিত করার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো উপস্থাপণ করা হলো:

ইয়াতিম পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অসহায় মানবতা। আপনার আশে-পাশে যদি কোন ইয়াতিম বাচ্চা থেকে থাকে তাহলে সকাল-বিকাল বাবা-মায়ের মতো তার মাথায় আপনার স্নেহের হাতটি বুলিয়ে দেন। মনে রাখবেন, ছোট্রবেলায় অথবা জন্মের পুর্বেই এরা পিতা বা মাতা অথবা উভয়কে হারিয়ে অসীম ভালবাসা, স্নেহ,মায়া-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের মাথায় স্নেহের পরশ দানকারী ও লালনপালনকারী দুনিয়াতে বেঁচে নেই। "তুমি ইয়াতিমকে ধমক দিয়ো না। দোহা:৯) "লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করে ইয়াতিমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে? বলঃ যে ধরনের কাজে তাদের কল্যাণ হতে পারে, তা অবলম্বন করাই উত্তম। আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজেদের সাথে মিলিয়ে নাও, মনে করবে তারাতো তোমাদের ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছে করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, মহ-জ্ঞানী।"(বাকারা: ২২০) নবী সা: বলেছেন- "মুসলমানদের ঘরের মধ্যে ঐ ঘর সবচেয়ে ভালো, যে ঘরে একজন ইয়াতিম থাকে এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়। নিকৃষ্ট ঘর হচ্ছে সেইটি যে ঘরে ইয়াতিম থাকে কিন্তু তার সাথে দূর্ব্যবহার করা হয় ।(সুনানে ইবনু মাজা) রাসুল সা: বলেছেন,"আল্ল-াহ ছাড়া যে ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলানোর আর কেউ নেই, সেই ইয়াতিমের মাথায় যে হাত বুলায়, তার হাতের পরশ পাওয়া প্রতিটি চুলের বদলায় সে এক একটি পুণ্য লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন ইয়াতিমের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, সে আর আমি এভাবে জান্নাতে থাকবো।"(মুসনাদে আহমাদ) রাসুল সা:বলেছেনঃ "আমি ও ইয়াতিমের ভরণপোষণকারী জান্নাতে এভাবে থাকবো।" এই বলে তিনি হাতের দুই আঙ্গুল একত্রিত করেন। (সহীহ বুখারী) হাদীসে এসেছে, কেউ যদি তার কঠিন হৃদয়কে কোমল করতে চায় সে যেনো ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলায়।

একদিন আপনার আব্বা ছিলেন, এখন নাই। যিনি তাঁর সকল আরাম-আয়েশকে পায়ে ঠেলে দিয়ে আপনার জীবনের ভীত রচনার জন্য কর্ম কুশলীর মতো কাজ করে গেছেন, মমতাময়ী মায়ের কথা কি উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে? নিজের শিশু, শৈশব ও যৌবনের দিনগুলো ক্ষণিকের জন্য মন্থর করুন। আপনি আজ অনেক কিছুই অর্জন করেছেন। এই অনেক কিছুর পিছনে আপনার পিতামাতার অবদান অনেক অনেক। তাঁরা আজ দুনিয়াতে বেঁচে নাই। তাই আপনার কাছে আবেদন, যে ক'দিন বেঁচে থাকবেন আজই প্রতিজ্ঞা করুন এবং নিজের ক্ষমতানুযায়ী নির্ধারণ করুন যে, আমি প্রতিদিন ৫০/১০০ টাকা তাঁদের তরে দান করবো। এটিকে আপনার প্রাত্যহিক জীবনের রুটিনে পরিণত করুন। যেদিন পকেটে টাকা থাকবে না, পরের দিন তা পূরণ করে দিবেন। আপনার এই দানের খাত হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, প্রথম হলো, গরীব অন্ধ ব্যক্তি, দ্বিতীয় এয়াতিম, গরীব আত্মীয়-স্বজন ও গরীব প্রতিবেশী এভাবে ক্রমান্বয়ে দিতে থাকুন। তবে এই রুটিনের ভেতরে থাকতে গিয়ে অন্ধ ও এয়াতিমকে কখনো খালি হাতে ফিরাবেন না। প্রয়োজনে আপনার বাজেটকে ভঙ্গ করে অন্ধ ও ইয়াতিমকে বেশী করে দান করুন। এভাবে নিজের জন্য, স্ত্রী-সন্তানের জন্যও বাজেট করতে পারেন। তবে এই রুটিন আপনার বিশেষ দানের বাইরে থাকবে। যাকাত ফিতরা থাকবে আপনার বাৎসরিক বাজেট।

পিতা-মাতার জন্য রাসুল সা: এর সুন্নাহ হলো, আপনার পিতার ভাই তথা আপনার চাচাদের সম্মান করুন, উপহার-উপঢৌকন দিন, প্রয়োজন হলে, আর্থিকভাবে তাদের সাহায্য করবেন। তাদের সুবিধা-অসুবিধায় অংশ গ্রহণ করুন। চাচা না থাকলে পিতার বন্ধুদের সাথে চাচাদের মতো একই আচরণ করুন। সার্বক্ষণিক তাদের খোঁজ-খবর রাখুন। আর মাতার পর খালা ও তাঁর বান্ধবীদের সাথে মায়ের মতো আচরণ করুন। তাদের কাছেও উপহার-উপঢৌকন পৌঁছান। সুখে-দু:খে তাদের সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখুন।

ষাট/সত্তর বছরের একজন বয়োবৃদ্ধ রিকশার হেন্ডেল ধরে কোন পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ একজন বৃদ্ধ রিকশাওয়ালা। পয়েন্টে আরো অনেকগুলো রিকশাওয়ালা আছে। একে একে সব রিকশাওয়ালা ভাড়া নিয়ে বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। বৃদ্ধ বলে কেউ তার রিকশায় উঠছে না। ফলে এক রাশ হতাশার মুখ-খানি নিয়ে নিরিহ অবয়বে দাঁড়িয়ে আছে। কারো কৃপা দৃষ্টি পড়ে কিনা, সে আশায় বুক বেঁধে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু কেউ তার কাছে যাচ্ছে না। কারণ তিনি বৃদ্ধ। যাত্রীদের তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছতে হবে, বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না। তাই তার কাছে কেউ যাচ্ছেন না। কেউ কেউ তাদের মানবিক কারণে মুরুব্বী বৃদ্ধ মানুষের রিকশায় উঠবে, পাছে বেয়াদবী হয়ে যায় কি না।

কিন্তু এই উভয় প্রকার ভাই-বোনদের কাছে প্রশ্ন 'দিন শেষে এই বৃদ্ধ পেছনে তার বৃদ্ধার জন্য চাউল-ডাল ক্রয় করে নিয়ে যাবে। কিন্তু কিভাবে? কেউ তো তার রিকশায় উঠছে না। আপনি আরো একটু চিন্তা করুন, জীবন সায়াহ্নে এসেও বৃদ্ধ কিন্তু ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আপনার কাছে দু'টো হাত বাড়িয়ে দেননি বরং রিকশার শক্ত হেন্ডেল ধরে কর্ম করে খেতে চাচ্ছে। আপনাদের উভয়ের মানবিকতার কাছে আবেদন, ওনার রিকশায় উঠুন কিছু দুর যাওয়ার পর বৃদ্ধার হাতে পুরো ভাড়াটা তুলে দিয়ে নেমে পড়ুন এবং বিনয় ও নম্র স্বরে বলুন. চাচা! আমার একটু তাড়া আছে, দ্রুত যেতে হবে। যেহেতু তিনি ভিক্ষুক নন, তাই শুধু টাকাটা নিতে চাইবেন না। তাই আমার কৌশলটা ব্যবহার করুন।

আরেকটি কথা এখানে বলতে চাই, তাহলো, ভাড়া নিয়ে রিকশাওয়ালার সাথে কখনো তর্ক ও ঝগড়ায় লিপ্ত হবেন না। চিন্তা করুন মানুষ হয়ে তারা অন্য মানুষকে বহন করে নিয়ে যায়।

জুতা পলিশার, সারাদিন বসে আছে, কাজ নাই, দিন শেষে তাকেও ৩/৪টি মুখে খাদ্য তুলে দিতে হবে। আপনার জুতাজোড়া পলিশ করা আছে, সমস্যা নেই, আবার তার দিকে জুতোগুলো বাড়িয়ে দিন। পলিশ শেষে বিশ টাকার বদলে চল্লিশ টাকা তুলে দিন। আপনার মানবিকতাকে কিছুক্ষণের জন্য জাগিয়ে তুলুন। প্রশান্তি পাবেন এবং আপনার ভেতরকার মান-বিক মূল্যবোধ ভালবাসার সাথে সখ্যতা গড়ে তুলবে। জীবনের অনেক কিছুর স্বার্থকতা খোঁজে পাবেন। পরীক্ষা করে দেখুন না।

আপনার একজন পরিচিত বা গরীব প্রতিবেশী কর্মঠ ও পরিশ্রমী। টাকার অভাবে কিছুই করতে পারছে না। বউ, ছেলে-মেয়ে নিয়ে কষ্টে দিনাতিপাত করছে। তার ভেতরের প্রতিভাটি জাগিয়ে তোলার জন্য অর্থ প্রয়োজন। সেই প্রতিভায় বিনিয়োগের জন্য আপনার সাধ্যানুযায়ী কিছু টাকা কর্জে হাসানা দিন। বাহ্যিক চাপে রাখার জন্য বলুন, তুমি এক বছর পর আমার টাকা ফেরত দিবে। আর ভেতওে ভেতওে রাখুন কর্জে হাসানার নিয়্যাত। তাতে সে কর্মক্ষম ও সাবধান হবে। অন্যথায় সে পুঁজি হারিয়ে আবার কারো না কারোর গলগ্রহ হবে।

আপনার আশে পাশে হাড্ডিসার একটি শিশু বাচ্চা কোলে নিয়ে আরেক হাড্ডিসার মা ভিক্ষা করছে। বাচ্চাটির মধ্যে আপনার নিজের বাচ্চাকে কিছুক্ষনের জন্য আবিস্কার করুন, দেখবেন, আপনার মানবিক হৃদয় জেগে উঠবে, দেখবেন আপনার মানবিক চোখের নেত্রখানি ভিজে গেছে। খবর নিয়ে দেখবেন মহিলাটি হয় স্বামী পরিত্যক্তা, অথবা সে বিধবা। মহিলাটিকে ফেলে স্বামীটি অন্যত্র ঘর সংসার করছে অথবা স্বামীটি মারা গিয়েছে। হয়তো বা সে রোগাগ্রস্থ। এই অসহায়ের জন্য আপনি একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। যদি চিকিৎসার উপযুক্ত হয়, তাহলে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে দিতে পারেন। আপনার মান-বিক হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে উঠবে।

একটি অসহায় শিশু বাচ্চা। মা-বাবা দু'জনই বেঁচে থাকার পরও সে ইয়াতিমের মতো অসহায়। বাবা-মার সংসার ভাঙ্গার কারণে তার ভাগ্যও ভেঙ্গে গেছে। বাবা-মা দু'জনই অন্যত্র বিয়ে করেছেন। ছেলেটিকে বাবার কাছে রেখেছে বটে কিন্তু সৎ মা ঠিকমতো আদর যত্ন করে না। ক্ষেত্র বিশেষে সে তার সাথে অসদাচরণ বা নির্যাতন করে। যদি পরিবেশ আপনাকে অনুমতি দেয় তাহলে এই বাচ্চাটির জন্য আপনি একটা কিছু করতে পারেন।

আপনার প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজন মারাত্মক রোগাগ্রস্থ। তাকে দেখতে যান। আয়ত্বের মধ্যে হলে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। এটি রাসুলুল্লাহ সা: এর একটি প্রসিদ্ধ সুন্নাহ। তিনি রোগী দেখতে যেতেন। শিয়রে বসে জিজ্ঞেস করতেন, তুমি কেমন আছো? কপালে ও ধমনীতে হাত রাখতেন। কখনো বা বুকে পেটে ও মুখম-লে স্নেহের হাত বুলাতেন। সান্তনা দেয়ার জন্য বলতেন,' চিন্তার কোন কারণ নেই, ইনশা'আল্লাহ অচিরেই তুমি রোগমুক্ত হবে। রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করতেন। হযরত সাদের জন্য তিনবার দোয়া করেছিলেন। মোশরেক চাচাদেরও রোগব্যধি হলে দেখতে যেতেন। একজন ইহুদী শিশুকে তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। (শিশুটি পরবর্তিতে ঈমান এনেছিল)। এ ধরণের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন সময় বা দিন নির্ধারিত ছিল না। বরং যখনই খবর পেতেন এবং সময় পেতেন দেখতে যেতেন। আপনিও নিয়মিত রাসুলুল্লাহ সা: এর এই সুন্নাহটি পরিপালন করতে পারেন।

আপনার গরীব প্রতিবেশী, দু'বেলা অন্ন যোগানই যার কষ্টসাধ্য। লক্ষ করবেন, কুরবানী ঈদ ছাড়া সারা বছর তাদের ভাগ্যে এক টুকরা গোশত জোটে না। বাজারের ভালো মাছ বিশেষত একটি ইলিশ মাছ তার ক্রয়ক্ষমতার অনেক বাইরে। আরো খবর নিয়ে দেখবেন, তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে এক টুকরা গোশত বা ইলিশ খাবে বলে প্রায়শই পুরুষ কর্তাকে বলে থাকে। কিন্তু তাদের এই আবদার পুরুষ লোকটি পূরণ করতে পারেন না। আপনি প্রায়ই ৪/৫ কেজি করে গোশত বা এক হালি ইলিশ ক্রয় করে থাকেন। সেখান থেকে মাঝে মধ্যে এক কেজি গোশত ও একটি ইলিশ ওদেরকে দান করুন। আপনার মানবিক আত্মা শান্তি পাবে।

জীবনের বিচ্ছিন্ন এই কয়েকটি বিষয় শুধু উদাহরণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য আপনার মান-বিকতাকে জাগ্রত করা। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে মানবিক বিষয়গুলো ভিন্নভাবে ভিন্ন পরিবেশে আবর্তিত হতে পারে। আপনি সেভাবেই আপনার মানবিকতাকে উজ্জীবিত করুন।

রিজার্ভ-মূল্যস্ফীতিতে বড় চ্যালেঞ্জ

(প্রথম পাতার পর)

ওপর চাপ আরও বাড়বে। এর পাশাপাশি খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে গিয়ে মূল্যস্ফীতিতে চাপ বাড়তে পারে। আমদানি কমায় শিল্প খাতে সংকট আরও প্রকট হবে। মেয়াদি ঋণ বিতরণ কমায় নতুন শিল্প স্থাপনের গতি হবে বাধাগ্রস্ত। এতে বেকারদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের গতি কমে যাবে। নতুন বছরে বিদ্যুতের দাম বাড়বে। এতে প্রায় সব পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। নির্বাচনি বছর হওয়ায় রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা থাকারও শঙ্কা আছে।

তবে স্বস্তির বিষয় হচ্ছে, নতুন বছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ কিছুটা বাড়তে পারে। রপ্তানিতে বছরজুড়েই চ্যালেঞ্জ থাকবে। কৃষি পণ্যের উৎপাদন বাড়ার আভাস দেওয়া হয়েছে। এতে দেশে খাদ্য সরবরাহে কিছুটা স্বস্তি আসতে পারে।

নতুন বছরের অর্থনীতি সম্পর্কে উল্লিখিত আভাস মিলেছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে। এছাড়া দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদরাও এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। সংকট মোকাবিলায় সরকারকে দক্ষতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাজারে তদারকি বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তারা।

সূত্র জানায়, করোনার পর অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারির শেষদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে পুরো পরিস্থিতি পালটে যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল, গ্যাসসহ সব ধরনের খাদ্যপণ্যের দাম হুহু করে বেড়ে যায়।

বাংলাদেশ যেহেতু আমদানিনির্ভর দেশ, এ কারণে দেশের বাজারে সব ধরনের পণ্যের দাম বেড়ে যায়। একই সঙ্গে বাড়ে আমদানি ব্যয়ও। এর বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান খাত রপ্তানি ও রেমিট্যান্স কমে যায়। যদিও বছর শেষে কিছুটা বেড়েছে। এতে রিজার্ভের ওপর চাপ বাড়ে। ফলে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয় সরকার। কমে যায় খাদ্য ও শিল্পসহ বাণিজ্যিক পণ্য আমদানি।

এলসি খোলা প্রায় অর্ধেক কমে যায় আমদানি নিয়ন্ত্রণের কারণে। এর প্রভাবে আগামী দিনে আমদানি আরও কমতে পারে। এতে দেশে আমদানি পণ্যের সংকট দেখা দিয়ে এগুলোর দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির এলসি খোলাও কমেছে। এর প্রভাবে এই খাতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। গার্মেন্টসহ রপ্তানি শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করা হয় ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে।

এ খাতে নতুন এলসি খোলা কমেছে প্রায় ২৭ শতাংশ। এদিকে আগের এলসি থেকে আমদানি বেড়েছে মাত্র ১৩ শতাংশ। এ খাতে বকেয়া এলসিও কমে এসেছে। রপ্তানি খাতে নতুন আদেশ কম আসায় এ খাতে কাঁচামাল আমদানি কমেছে। এ কারণে আগামী দিনে রপ্তানি আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

বিদায়ি বছরে অনিশ্চয়তার কারণে দেশে বিনিয়োগ বাড়েনি। নতুন বছরেও বিনিয়োগে স্থবিরতা থাকতে পারে। এতে নতুন শিল্প স্থাপনের গতি বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, নতুন বছরে দেশের অর্থনীতিকে আরও বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। বলা হয়, এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জে পড়বে দেশের অর্থনীতি। এর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে অস্থিরতা চলমান থাকবে। বছর শেষে এটি কমতে পারে। বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর দাম বাড়লে শিল্প উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে। এতে বাড়বে প্রায় সব পণ্যের দাম। ডলারের বিপরীতে টাকার মান আরও কমলে এতে পণ্যের দাম বাড়বে। বিদায়ি বছরে আমদানি ব্যাহত হওয়ার প্রভাব নতুন বছরে পড়বে। সব মিলে মূল্যস্ফীতিতে চাপ বাড়বে। মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাবে। এদিকে মানুষের আয় বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ খুবই কম। ফলে মানুষ বছরজুড়েই চাপে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, নতুন বছরটি ব্যাংক খাতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জিং হবে। গত তিন বছর ব্যাংকের ঋণ আদায় করা যায়নি। নানা ছাড়ে ঋণ পরিশোধ করতে হয়নি। নতুন বছরে এ সুযোগ কমে যাবে। ফলে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু মন্দা ও সুশাসনের অভাবে অনেকে ঋণ পরিশোধে অক্ষম হবে। এতে ব্যাংকে খেলাপি ঋণ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে আইএমএফ-এর শর্ত রয়েছে খেলাপি ঋণ কমাতে হবে। এটি বাস্তবায়ন করতে খেলাপি ঋণে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে, যা ব্যাংক খাতকে আরও সংকটে ফেলে দেবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, পূর্ভাবাস অনুযায়ী চলতি বছরের জুন পর্যন্ত দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ থাকবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগামী জুনে রিজার্ভ ৪ হাজার ২৫০ কোটি ডলারে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। কিন্তু এর নয় মাস আগেই গত সেপ্টেম্বরে রিজার্ভ ৪ হাজার কোটি ডলারের নিচে নেমে গেছে। এখন রিজার্ভ আরও কমে ৩ হাজার ৩৮৪ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। নিট হিসাবে তা ২ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের কম।

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই এশিয়ার ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) দেনা বাবদ একসঙ্গে মোটা অঙ্কের অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এতে রিজার্ভ কমে যাবে। গত নভেম্বরে এ খাতে ৫৬ কোটি ডলারের বেশি পরিশোধ করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র জানায়, রেমিট্যান্স বাড়াতে হুন্ডি বন্ধে ব্যাংকিং চ্যানেলে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে মোবাইল ফোনের অ্যাপে রেমিট্যান্স পাঠানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যাংক ও প্রবাসীদের উৎসাহিত করা হবে। বর্তমানে রেমিট্যান্সের বিপরীতে প্রবাসীরা আড়াই শতাংশ প্রণোদনা পাচ্ছেন। আইএমএফ-এর শর্তের কারণে এ হার বাড়ানো যাচ্ছে না।

কারণ আইএমএফ-এর শর্ত অনুযায়ী রেমিট্যান্সে ৩ শতাংশের কম প্রণোদনা দিতে হবে। এখন বিনিময় হার ও সার্ভিস চার্জ কমিয়ে প্রবাসীদের সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিনিময় হারের সুবিধা দেওয়ার জন্য রেমিট্যান্স কেনা হচ্ছে ১০৭ টাকা করে। কোনো কোনো ব্যাংক এর চেয়ে বেশি দামে রেমিট্যান্স কিনছে। বর্তমানে খোলাবাজারে প্রতি ডলার বিক্রি হচ্ছে ১১৬ থেকে ১১৭ টাকা করে। ব্যাংকের সঙ্গে এ ব্যবধান কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে ২৫ শতাংশ। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর হিসাবে ৩৫ শতাংশ কমেছে টাকার মান। এটি দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ অবমূল্যায়ন। নতুন বছরেও ডলারের দাম বেড়ে টাকার অবমূল্যায়ন হতে পারে। তবে গত বছরের চেয়ে এ হার কমতে পারে।

নতুন বছরে দেশকে সবচেয়ে বড় চাপে থাকতে হবে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ নিয়ে। গত বছরের শেষদিকে দেশের অনেক ব্যাংক ডলার সংকটের কারণে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি। সেগুলোর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধের সীমা আগামী জুন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে প্রায় দেড় হাজার কোটি ডলারের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এর মধ্যে স্বল্পমেয়াদি ঋণ ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ২২৪ কোটি ডলার। এসব ঋণ পরিশোধ করতে গেলে রিজার্ভের ওপর চাপ বাড়বে। এতে বিনিময় হারে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে পলিসি রিসার্স ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, নতুন বছরে দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আসবে। বৈদেশিক খাতের পাশাপাশি দেশীয় উৎস থেকেও বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এর মধ্যে করোনা ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে তিন বছর ধরে কর্মসংস্থানের গতি বাড়ছে না। নতুন বছরেও এ খাতে অনিশ্চয়তা থাকবে। ফলে বেকারদের জন্য বড় একটি দুসংবাদ হবে নতুন বছরটি। দেশের শিল্প খাতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তিনি আরও বলেন, সংকট মোকাবিলা করতে সরকারকে আরও দক্ষতার সঙ্গে সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় গত বছরে বড় ধরনের সমন্বয়হীনতা দেখা গেছে। নতুন বছরে যাতে এ ধরনের সমন্বয়হীনতা না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে।

তার আরও অভিমত, শুধু আইএমএফ-এর ঋণ পেলেই সংকট নিরসন হবে না। বিশ্বব্যাংক, এডিবি থেকেও ঋণ নিতে হবে। পাশাপাশি রেমিট্যান্স বাড়ানোর দিকেও নজর দিতে হবে। এই সংকটে দেশের মানুষকে স্বস্তি দিতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বেশি জোর দিতে হবে। কেননা দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে। এতে খাদ্য সংকট হবে না। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে সংকটের পাশাপাশি দামও বাড়বে বলে আভাস দেওয়া হয়েছে। এতে দেশের বাজারে যাতে কৃত্রিম সংকট তৈরি হতে না পারে, সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থার (এফএও) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে স্বল্প-আয়ের মানুষ ইতোমধ্যে খাদ্য সংকটের মুখোমুখী হয়েছে। অর্থনৈতিক মন্দায় তাদের আয় কমায় চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য কিনতে পারছে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে, বিদায়ি বছরে আমদানি ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হলেও নতুন বছরে এটি করা যাবে না। কারণ লম্বা সময় আমদানি নিয়ন্ত্রণ করলে দেশের শিল্প খাতে নেতিবাচক প্রভাব পরবে। কারণে আমদানির লাগাম শিথিল করতে হবে। এতে ডলারের ওপর চাপ বাড়বে।

গত শুক্রবার রাতে প্রকাশিত আইএমএফ-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন বছরেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো সুখবর পাওয়া যাচ্ছে না। যুদ্ধ অব্যাহত থাকলে রাশিয়ার ওপর ইউরোপ ও আমেরিকার নিষেধাজ্ঞাও অব্যাহত থাকবে। এতে ইউরোপের দেশগুলো জ্বালানি সংকটে নতুন বছরেও ভোগবে।

বিশষ করে গ্যাসের সংকটের কারণে ইউরোপের দেশগুলোয় সারসহ কৃষি উপকরণের উৎপাদন কমে গেছে। এতে সারের দাম বেড়েছে তিনগুণ। কৃষি উপকরণের দাম বাড়ায় বৈশ্বিকভাবে এর উৎপাদন কমতে পারে। এ কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তে পারে। খাদ্য ও জ্বালানি আমদানি করতে অনেক দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যেতে পারে। ফলে স্থানীয় মুদ্রার মান কমে গিয়ে মূল্যস্ফীতির হারে চাপ বাড়াবে। বিদায়ি বছরে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোয় মূল্যস্ফীতির হার গত ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এ হার কমাতে অনেক দেশ সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে। এতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংকোচিত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আয়ের ৮৪ শতাংশই আসে ওই দুটি অঞ্চল থেকে। ফলে রপ্তানি আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তবে রপ্তানি আয় ধরে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সরকার থেকে নানা ধরনের নীতি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। রপ্তানিতে বিনিময় হারের সুবিধাও নতুন বছরে বাড়ানো হবে। এতে রপ্তানির বিপরীতে ডলারের দাম আরও বেশি পাওয়া যাবে। বিদেশে দেশের রপ্তানি পণ্য আরও প্রতিযোগিতামূলক হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ২০২৪ সালের শুরুতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ কারণে এ বছরেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তাপ বিরাজ করবে। এতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অনিশ্চয়তা ও বাধার সৃষ্টি করবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, নির্বাচনি বছরে বাজারে টাকার প্রবাহ বাড়ে। একই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে। এ কারণে অর্থনীতিতে চাপ বাড়বে।

বিদায়ি বছরের আগস্টে মূল্যস্ফীতির সর্বোচ্চ হার ৯ দশমিক ৫২ শতাংশে উঠেছিল। নভেম্বরে তা কমে ৮ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। আগামী মার্চ পর্যন্ত শীতের সবজি ও চালের সরবরাহ বাড়ার ফলে এ হার আরও কিছুটা কমতে পারে। কিন্তু এপ্রিল থেকে এ হার আবার বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আইএমএফ-এর মতে, আগামী বছর বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে ৯ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

আইএমএফ-এর পূর্ভাবাস অনুযায়ী, চলতি বছরে বৈশ্বিক জি-ডিপির প্রবৃদ্ধি কমে ১ দশমিক ১ শতাংশ হতে পারে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে কমে ১ শতাংশ, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ৩ দশমিক ১ শতাংশ থেকে কমে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ হতে পারে। যুক্তরাজ্যের প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে কমে শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ হতে পার। বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২ শতাংশ থেকে কমে ৬ শতাংশ হতে পারে। ভারতের প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে কমে ৬ দশমিক ১ শতাংশ হতে পারে। বৈশ্বিকভাবে প্রবৃদ্ধির হার কমায় বাংলাদেশের রেমিট্যান্স ও রপ্তানিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি অনেক অঙ্গীকার

(প্রথম পাতার পর)

আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করে। টানা তিন মেয়াদের এই সরকারের ৪ বছর পূর্ণ হচ্ছে ৭ জানুয়ারি। বাকি আছে মাত্র এক বছর। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ দেশবাসীর কাছে যে ওয়াদা করেছিল, তার কতটা পূরণ হয়েছে-চার বছর পূর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে সেই প্রশ্ন উঠেছে।

নির্বাচনি ইশতেহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ, জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা এবং সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মূলের অঙ্গীকার করেছিল আওয়ামী লীগ। এতে আরও ছিল, মেগা প্রকল্পগুলোর দ্রুত ও মানসম্মত বাস্তবায়ন, গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুদৃঢ় করা, সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, দক্ষ ও সেবামুখী জনপ্রশাসন, জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, J-ইকোনমি-সমুদ্রসম্পদ উন্নয়ন, নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা দিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার।

এ বছর আগস্টে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত এক নাগরিক সম্মেলনে বলা হয়, নির্বাচনের আগে জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনগণ তাদের দাবিদাওয়া তুলে ধরতে পারলেও নির্বাচনের পর সে সুযোগ কমে গেছে। এ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও লিঙ্গসমতা সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিগুলোর বাস্তবায়ন নিয়ে পর্যালোচনা হয়। নাগরিক সম্মেলনে বক্তারা তাদের মতামত তুলে ধরেন। তারা বলেন, আগের দুই মেয়াদে আওয়ামী লীগ জোট সঙ্গীদের নিয়ে সরকার গঠন করলেও এবার করেছে এককভাবে। ফলে চার বছরে সফলতার কৃতিত্ব যেমন, তেমনি ব্যর্থতার দায়ও এককভাবে আওয়ামী লীগের বলে তারা মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী শনিবার বলেন, ভালোর কোনো শেষ নেই। আমাদের সরকার সেই চেষ্টা করে যাচ্ছে। গত নির্বাচনের আগে ইশতেহারে আমরা যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা একে একে বাস্তবায়ন করছি। দেশের মানুষ তা লক্ষ্য করছে। সংসদ কার্যকর হয়েছে বলে মনে করেন কিনা-জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধী দল সংসদে বেশি কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে উপস্থিত থেকে বিরোধী দলের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তাদের যেসব দাবি যৌক্তিক বলে মনে হয়, তা বিবেচনা করেন। দুর্নীতি বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রবীণ এই নেত্রী বলেন, আমাদের সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছেন, যার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তবে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি শনিবার বলেন, এগুলো (নির্বাচনি অঙ্গীকার) তাদের (আওয়ামী লীগের) কথার কথা। এসব অঙ্গীকারের দিকে তারা ফিরেও তাকায় না। তারা বলেন, ভোট নেওয়ার জন্য নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা এবং অঙ্গীকারের কথা বলতে হয় বলেই বলে।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের ৩.১ অনুচ্ছেদে 'গণতন্ত্র, নির্বাচন ও কার্যকর সংসদ' অংশে বলা হয় : বিগত ১০ বছরে জাতীয় সংসদই ছিল সব রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। আমরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের চলমান প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করব। সংসদকে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। একই সঙ্গে মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, গণমাধ্যম, বিচার বিভাগকে আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু গত তিন বছরে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ কিংবা জাতীয় সংসদকে আরও কার্যকর করার কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষক সোহরাব হাসান বলেন, নব্বইয়ে স্বৈরাচারের পতনের পর যখন বেসরকারি টিভি চ্যানেল ছিল না, জাতীয় সংসদের ধারাবিবরণী সরকারি প্রচারমাধ্যম রেডিওতে প্রচার করা হলে রাস্তাঘাটেও মানুষ ভিড় জমাত। গাড়ির চালকেরা গাড়ি থামিয়েও সেই বিতর্ক শুনতেন। এখন জাতীয় সংসদের বিতর্ক নিয়ে জনগণের কোনো আগ্রহ নেই। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গণতন্ত্রকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, ইশতেহারে আওয়ামী লীগ মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা বলেছিল।

গত এক যুগে কমিশন একটি অথর্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অধ্যাপক মিজানুর রহমান চেয়ারম্যান থাকাকালে মানবাধিকার কমিশনকে কিছু কিছু বিষয়ে আওয়াজ তুলতে দেখা যেত। এখন একেবারে নীরব। আওয়ামী লীগ দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা বলেছে। দুদক ছোট ও মাঝারি দুর্নীতিবাজদের ধরলেও রাঘববোয়ালেরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের অনেক সাফল্য আছে। অনেক বড় বড় প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। বাস্তবসম্মত নীতি-পরিকল্পনার কারণে করোনার ধাক্কাও অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে মূল ভিত্তি গণতন্ত্র, তা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আরও দুর্বল হয়েছে। নির্বাচনি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এটাই আওয়ামী লীগের ওয়াদার বড় বরখেলাপ।

ইশতেহারের ৩.২ অনুচ্ছেদে 'আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষা' অংশে ছিল : সর্বজনীন মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করার অঙ্গীকার। গত চার বছরে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে র‍্যাব এবং এর সাবেক ও সে সময়কার সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যা বাংলাদেশে অতীতে কখনো ঘটেনি। এতে দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত হয়েছে না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে নিয়ে প্রশ্ন করছেন বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলোর নেতারা।

আওয়ামী লীগের ইশতেহারে পাঁচ বছরে ১ কোটি ২৮ লাখ কর্মসৃজনের পরিকল্পনা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে চার বছরে প্রায় এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান হওয়ার কথা।

অর্থনীতিবিদদের মতে, বছরে ৭ থেকে ৮ লাখের বেশি লোকের চাকরি হয়নি। বর্তমানে দেশ ভয়াবহ বেকার সমস্যায়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে বলা হয়েছিল, পার্বত্য শান্তি চুক্তির যেসব ধারা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি, সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। চুক্তি হয়েছে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর। কিন্তু অবাস্তবায়িত অনেক বিষয় এখনো উদ্যোগ নেওয়ার মধ্যে সরকারের কার্যক্রম সীমিত। আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুত জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন কিংবা সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সব ধরনের আইন ও ব্যবস্থার অবসানও হয়নি বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

ইশতেহারের ৩.৫ অনুচ্ছেদে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের অঙ্গীকার করে বলা হয়, দুর্নীতি একটি বহুমাত্রিক ব্যাধি। পেশিশক্তির ব্যবহার ও অপরাধের শিকড় হচ্ছে দুর্নীতি। যার ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে অবক্ষয় বা পচন শুরু হয় এবং অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন প্রভৃতি কোনো ক্ষেত্রেই ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করার অঙ্গীকার ফলাও করে ঘোষণা হলেও তা বাস্তবায়নে সরকারের কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি।

সংশ্লিষ্টরা বলেন, ব্যাংক সেক্টরের বর্তমান চিত্র সে কথায় প্রমাণ করে। আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি চালুর মাধ্যমে দুর্নীতির পরিধি ক্রমান্বয়ে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে। কিন্তু সরকারের ঘোষিত এই নীতির প্রতিফলন গত ৪ বছরে দেখা যায়নি।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও তদারকি ভবিষ্যতে আরও জোরদার করার অঙ্গীকার করা হয়েছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ জোরদার করা হবে। ঘুস, অনোপার্জিত আয়, কালো টাকা, চাঁদাবাজি, ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজি ও পেশিশক্তি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু কানাডায় বেগম পাড়ার যে সংবাদ গণমাধ্যমে ছাপা হচ্ছে-তাতে এ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন নিয়ে সব মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে। রাজনীতিকেরা না আমলারা বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত, তা নিয়ে সরকারি পর্যায়েই বিতর্ক হচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কানাডায় যারা সেকেন্ড হোম বানিয়েছেন, তাদের মধ্যে আমলার সংখ্যা বেশি। জঙ্গিবাদ দমনে সরকার সফল হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কতটা বন্ধ করতে পেরেছে সরকার সে প্রশ্নই রয়েই গেছে।

ইশতেহারের ৩.৩২/অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। জাতির পিতার আদর্শ ও সংবিধানের ২৫নং অনুচ্ছেদে বিধিবদ্ধ নীতি 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'-এর আলোকে সব রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করা হচ্ছে। বিএনপি-জামায়াত আমলের দুর্নীতিগ্রস্ত 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র', 'অকার্যকর রাষ্ট্র' প্রভৃতি কলঙ্ক ঘুচিয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় স্বার্থে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, সরকারের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারণে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে এখনও কার্যকর কোনো আশ্বাস আদায় করতে পারেনি। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি সম্পাদনের বিষয়েও কোনো অগ্রগতি হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্র নীতি এবং তাদের দাবিকৃত সাফল্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

নিউইয়র্কে 'বঙ্গখ্যাত ৭১ মনীষী' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে 'বঙ্গখ্যাত ৭১ মনীষী' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। গত ২৪ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তোরাঁর পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয় এ অনুষ্ঠান। সাংবাদিক আবুল কাশেম সম্পাদিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রবাসী কবি, লেখক, সাংবাদিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে 'বঙ্গখ্যাত ৭১ মনীষী' বই নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত গুণী ব্যক্তিরা। চলতি বছর ঢাকায় অমর একুশে গ্রন্থমেলায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রকাশক বেহুলা বাংলা এবং পরিবেশক রকমারি ডটকম। অনুষ্ঠানটির যৌথ আয়োজক ছিল সাদেক আলী ফাউন্ডেশন ও শেরপুর জেলা সমিতি, ইউএসএ।

শেরপুর জেলা সমিতির সভাপতি মামুন রাশেদের সভাপতিত্বে এবং আশরাফুল হাসান বুলবুলের উপস্থাপনায় আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'বঙ্গখ্যাত ৭১ মনীষী' সংকলিত বইয়ের লেখক আবুল কাশেম, প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ উল্লাহ, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, লেখক ও সাংবাদিক মইনুদ্দীন নাসের, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, সাবেক সচিব একেএম বদরুল মজিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, লেখক ও রাজনীতিক শামসুদ্দিন আজাদ, প্রকৌশলী ও ব্যবসায়ী মাহফুজুল হক, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ এন মজুমদার, ড. সুদীপ্ত দেব, জেবিবি'র একাংশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান টুকু, আয়েশা বেগম ও সাংবাদিক আবুল কাশেমের বড় মেয়ে শায়লা শারমিন শতাব্দী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুর-আন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা শহীদুল্লাহ।

আলোচনা সভায় সাংবাদিক আবুল কাশেম বলেন, ২০২০ সালের শুরুর দিকে বিশ্ব যখন কোভিড-১৯ এর কবলে পড়ে যখন নাস্তানাবুদ অবস্থা, নিউইয়র্কের মানুষরা কর্মহীন হয়ে ঘরে বসে দিন কাটাচ্ছিল। স্থবির হয়ে পড়েছিল বিশ্বর বড় বড় শহর। নিউইয়র্কে দিনরাত সাইরেন বাজিয়ে কেবল রোগীদের জরুরি যানবাহনের ছুটে চলা। ঘরবন্দি সময় কাটানো যখন অনেকটা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছিল ঠিক তখনই দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শহীদ বুদ্দিজীবী, সমাজসেবক, শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ, কবি, মহাকবি, লেখক, গবেষক, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, জমিদার, নওয়াব, স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষ্যাবিদ, ইতিহ-াসবিদ, বিপ্লবী, দানবীর, চলচ্চিত্রকর, চিত্রকর ও ভাস্করদের জীবন বৃত্তান্ত পড়ে তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। এরপর মনীষীদের জীবনী নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করার চিন্তা তার মাথায় আসে। তিনি বলেন, এই বইয়ে সকল মনীষীদের জীবনী তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। দেশ ও প্রবাসের পাঠকরা যদি আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে গ্রহণ করেন তাহলে আগামীতে আরো ৫২ এবং ২১ মনীষীর জীবনী সম্বলিত বই বের করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, এ সংকলনে প্রথমেই ১০১ মনীষীর তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুপাতে বই আকারে বেশি মোটা হতো। সবদিক বিবেচনা করে পরে ৭১ মনীষীর জীবনী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। এটি আমার প্রথম প্রয়াস। বইয়ে ভুল-ত্রুটি থাকাটা খবই স্বাভাবিক।

কবি, লেখক ও প্রকাশক এবিএম সালেহ উদ্দিন বলেন, একটি সংকলন বা বই প্রকাশ করতে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে প্রবাসে বলে এ কাজ করা একটি কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। বইয়ের ভুল-ত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক, এসব বিষয় আলোচনা করে লেখকের মনকে দুর্বল না করে তাকে আরও উৎসাহিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল বারী, মো. নাজিম উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার,ইউএসএনিউজঅন-লাইন.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, চ্যানেল আইয়ের প্রতিনিধি রাশেদ আহমেদ, সময় টিভি'র প্রতিনিধি হাসানুজ্জামান সাকী, নিউইয়র্ক কাগজ'র সম্পাদক আফরোজা ইসলাম, সহযোগী সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, সাংবাদিক পুলক মাহমুদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, লেখক ও কলামিস্ট শিতাংশু গুহ, টিবিএন-এর সাংবাদিক শামীম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মিনহাজ আহমেদ, আইবিটিভির সাংবাদিক হাসান মাহমুদ, নারী পত্রিকার সম্পাদক পপি চৌধুরী, বিডি ইয়র্ক.কম এর সম্পাদক শাহ ফারুক, কবি ফারহানা ইলিয়াস তুলি, অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান, লায়ন হাসান জিলানী, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, ফটো সাংবাদিক নীহার সিদ্দিকী, সাংবাদিক আনিসুর রহমান, সাংবাদিক মঞ্জুরুল হক, সাংবাদিক তপন চৌধুরী, সা-ংবাদিক মশিউর রহমান মজুমদার, আবাসন ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান বাচ্চু, শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, আল আমিন মসজিদের সভাপতি মো. জয়নুল আবেদীন, সাংস্কৃতিককর্মী গোপাল সান্যাল, ফারুক মিয়া, রাসেল আহমদ, রানা রায়হান, ফেরদৌসী বেগম, শান্ত দত্ত, শারমিন সুলতানা লাকী, ফরহাদ হোসেন মিলন, নাহিদ রায়হান লিখন, ফাহাদ ফাহমি, সরোয়ার আলম, কণ্ঠশিল্পী কৌশলী ইমা, শাহরিন সুলতানা, আ-মরা ফারাহ শিমিন ও সাবেরা জামান কচি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কৌশলী ইমা ও শাহরিন সুলতানা। শিল্পীদের তবলায় সঙ্গত করেন প্রবাসের জনপ্রিয় তবলাবাদক স্বপন দত্ত।





মানুষ মানুষের জন্য
দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য

BANGLA CDPAP SERVICES

বাঙালীর জন্য বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্য

www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

ALEGRA®
HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

মানুষের জন্য দরদী সেবা আমাদের অঙ্গীকার

শুভ নববর্ষ ২০২৩ এর শুভেচ্ছা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে
আপনাদের আপন প্রতিষ্ঠান

বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার
এখন ওজোন পার্কে

আরো কাছাকাছি হোম কেয়ার সেবা
পৌঁছে দিতেই আপনাদের মাঝে আমাদের নতুন শাখা—
এটি আপনাদের *'কাচারি ঘর'*।

আপনজনদের
উত্তম সন্তুষ্টির জন্যে
তারিখ পরিবর্তন

শুভ উদ্বোধন

১৩ জানুয়ারি ২০২৩, শুক্রবার। সন্ধ্যা ৫:০০টা।

১১২৭ লিবার্টি এভিনিউ, ব্রুকলিন (ওজোন পার্ক), নিউইয়র্ক-১১২০৮।



বাঙালীর জন্য বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্য

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

বিএসিএ'র বর্ণাঢ্য আয়োজনে কৃতি ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা

























(শেষের পাতার পর)

সিটির পাঁচ বরোর বিভিন্ন স্কুলে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জনকারী শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং কমিউনিটির বিভিন্ন পেশা শ্রেনীর মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয় ।

সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরী ও সংগঠনের স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক সালমা সুমীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেয়া পাঁচ বছর বয়েসী আদিল উদ্দিনের সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় । সুচনা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রচার সম্পাদক ও অয়োজন কমিটির সদস্য সচিব সোহেল আহমেদ । সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য ও আয়োজন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ রনি ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলা সিডিপ্যাপ ও আলেগ্রা হোম কেয়ার ইনকের সভাপতি আবু জাফর মাহমুদ । গেষ্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মামুন টিউটোরিয়াল এর সিইও শেখ আল মামুন, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অধ্যাপক ও সাবেক ডীন ড. মহসিন পাটোয়ারী, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু, বাংলা বাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি, ভিভিড মর্গেজ ইনকের সিইও টিকভা হোপ সেকেজি, প্রয়াত কামাল আহমেদের কন্যা কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট রোমানা আহমেদ । অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও নতুন প্রজন্মের মধ্যে বক্তব্য রাখে এলহাম বিন মামুন, জামান মাহমুদ, সৈয়দা নাবিদা খসরু, লাবিবা চৌধুরী, শাহরোজ চৌধুরী, মায়া এনেজলিনা ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাকসুদা আহমেদ, শাহ কামাল উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক আলাউদ্দিন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী মোমিত তানিম, মাহবুবুর জুহেল । কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সমিতির সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মখন মিয়া, সিপিএ জাকির চৌধুরী, কাজনীতিবিদ জাফর তালুকদার, ড. নেওয়াজ হোসেন, জাবেদ উদ্দিন, সায়েম রহমান, মোহাম্মদ আলী, আজাদুল ইসলাম আলমগীর, শরীফ খান, লোকমান হোসেন, অসীম সরকার প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ২১জন কমিউনিটি এক্টিভিষ্টকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মান সূচক অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় । এওয়ার্ড প্রাপ্তরা হচ্ছেন- আবু জাফর মাহমুদ, আবু তাহের, ফারমিস আক্তার, এমডি জাবেদ উদ্দিন, শেফ খলিলুর রহমান, শাহাব উদ্দিন সাগর, এমডি নাঈম খান, এম বি হোসাইন (তুষার), এডভোকেট আব্দুর রকিব, ড. মহসিন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুল হাসিম হাসনু, আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি, মোহাম্মদ আলী, মামুন রহমান, সালমা বেগম, টিকভা হোপ সেকেজি, সালেহ উদ্দিন, শেখ ফয়েজ আহমদম । এছাড়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি মরহুম কামাল আহমদ, বাংলা বাজার জামে মসজিদের প্রতিষ্টাতা সভাপতি মরহুম গিয়াস উদ্দিন ও নিউইয়র্কের এক সময়ের সুপরিচিত রিয়েলেটর জাকির খানকে মরনোত্তর পদক প্রদান করে সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর সম্মান জানানো হয় ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

চিত্রে টাইম টিভি'র ওয়েবসাইট রি-ওপেনিং অনুষ্ঠান

















চিত্রে টাইম টিভি'র ওয়েবসাইট রি-ওপেনিং অনুষ্ঠান





















ইউক্রেনের চেয়েও রক্তক্ষয়ী যে যুদ্ধে নীরব পশ্চিমা বিশ্ব

ম্যাগডেলিনা ব্রাহা

একটা যুদ্ধ চলছে, যেখানে ছয় লাখের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এই যুদ্ধের ভুক্তভোগী যারা, তাদের হৃদয়বিদারক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে। সবচেয়ে বিয়োগান্ত ঘটনা হচ্ছে, এই যুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে সাধারণ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। হাজার হাজার নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এই বিভীষিকা দুই বছর স্থায়ী হয়েছে; আর আজও তা চলছে। রূঢ় সত্য হচ্ছে, এই ভয়াবহ প্রাণঘাতী যুদ্ধ কোথায় চলছে, সে খবর বিশ্ব এখন পর্যন্ত জানে না। যদিও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের চেয়ে বহুগুণ বেশি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, তারপরও পশ্চিমা সংবাদমাধ্যম অনেকটাই এটিকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে।

২০২০ সালের ৪ নভেম্বর শান্তিতে নোবেল পুরস্কারজয়ী ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ দেশটির বিরোধপূর্ণ এলাকা টিগ্রেতে সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা দেন। কতটা বিপর্যয় অপেক্ষা করছে, কেউ ধারণাও করতে পারেনি সে সময়। ৬০ লাখের বেশি জনসংখ্যার পুরো অঞ্চল সরকারের তরফে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। পুরো জনগোষ্ঠীকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। তীব্র পুষ্টিহীনতায় অসংখ্য শিশু মারা যাচ্ছে। ধর্ষণকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে টিগ্রে।

ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে টিগ্রের অধিবাসীদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। আমাদের মতো অনেককেই তাদের প্রিয়জনের খবরাখবর জানার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধ শুরুর আগে টিগ্রেতে ৪৭টি হাসপাতাল, ২২৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও রোগী পরিবহনে ২৬৯টি অ্যাম্বুলেন্স ছিল। বর্তমানে ৮০ শতাংশের বেশি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার সেনারা সেটা করেছে। অ্যাম্বুলেন্স সেবার অস্তিত্ব আর সেখানে নেই।

এসব পরিসংখ্যান আর মানবীয় ভোগান্তির চিত্র বলছে, সারা বিশ্বের মনোযোগের কেন্দ্র হওয়া উচিত টিগ্রে। কিন্তু বিভীষিকা শুরুর দুই বছর পেরিয়ে গেলেও আমাদের অনুভূতি হলো কেউই সেই মনোযোগ দিচ্ছে না। সবচেয়ে বিয়োগান্ত বিষয় হচ্ছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সংবাদমাধ্যম টিগ্রের মানবিক বিপর্যয়ে সাড়া না দেওয়ার পেছনে তাদের জনবল ও সম্পদবলের সংকট দায়ী নয়। এ বছরেই আমরা দেখেছি সংঘাত ও মানবীয় অবচয়ের ঘটনায় (ইউক্রেন যুদ্ধ) বিশ্ব কীভাবে যত্নের হাত বাড়িয়ে দেয়।

এ বছরের ২ নভেম্বর যুধ্যমান দুই পক্ষের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি হলে টিগ্রের মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়েছিল এবং নীরব উদ্ যাপনে শামিল হয়েছিল। অনেকে আশা করেছিল, এ চুক্তি দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্র তৈরির প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু এক সপ্তাহ না পেরোতেই জানা গেল, ইরিত্রিয়ার সেনারা টিগ্রের শহরগুলোয় লুটতরাজ চালাচ্ছে এবং বেসামরিক বাসিন্দাদের ঘরবাড়িছাড়া করছে। তাদের গ্রেপ্তার ও হত্যা করছে।

আমার পরিবারের লোকজন টিগ্রেতে থাকে, যুদ্ধ শুরুর পর আমার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে। সর্বশেষ গত মার্চ মাসে আমি আমার খালার একটি সংক্ষিপ্ত কণ্ঠবার্তা পেয়েছিলাম। তিনি বলছিলেন, টাকাপয়সা ও ওষুধপথ্য ফুরিয়ে গেছে, বাজারে কিছুই আর মিলছে না। এগুলো খুব জরুরি দরকার। এরপর আর তাঁর কোনো খোঁজখবর পাইনি। টিগ্রের কিছু এলাকায় সীমিত পরিসরে ইন্টারনেট সংযোগ আবার চালু হয়েছে। টিগ্রের যেসব লোক বিদেশে থাকেন, তাঁরা এখন একের পর এক শোক সংবাদ শুনতে পাচ্ছেন। অভিবাসী টিগ্রেরিয়ানরা এখন এই বাস্তবতার সঙ্গে আপস করে ফেলেছে যে যোগাযোগব্যবস্থা পুরোপুরি চালু হওয়ার পর আরও অনেক শোক, দুঃসহ ভোগান্তির খবর তাঁদের শুনতে হবে।

এ বছরের ২ নভেম্বর যুধ্যমান দুই পক্ষের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি হলে টিগ্রের মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়েছিল এবং নীরব উদ্ যাপনে শামিল হয়েছিল। অনেকে আশা করেছিল, এ চুক্তি দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্র তৈরির প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু এক সপ্তাহ না পেরোতেই জানা গেল, ইরিত্রিয়ার সেনারা টিগ্রের শহরগুলোয় লুটতরাজ চালাচ্ছে এবং বেসামরিক বাসিন্দাদের ঘরবাড়িছাড়া করছে। তাদের গ্রেপ্তার ও হত্যা করছে। এ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যখন অব্যাহত থাকে, তখন কী করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো কার্যকর তদন্ত শেষে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা যাবে।

এ যুদ্ধ (বেশির ভাগই অন্ধকারে সংঘটিত) পশ্চিমাদের ভূমিকা নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সেটা হলো সংঘাত ও মানবিক সংকটের সংবাদ সংবাদমাধ্যমে কীভাবে প্রকাশিত হবে? এ যুদ্ধ আমাদের একটা অন্ধকার বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর তা হলো সব মানবিক সংকট (মানবীয় অপচয় যতই হোক না কেন) সমান নয়।

টিগ্রের এ বিপর্যয় বিশ্ব বেমালুম ভুলে বসে আছে। আমি এই লেখা যখন লিখছি, তখন টিগ্রের বেশির ভাগ অঞ্চল যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বেসামরিক নাগরিকদের হাতে আর টাকা নেই, তারা না খেয়ে আছে, স্বাস্থ্যসংকট তীব্র। আর সংবাদমাধ্যম ও সেনাবাহিনী তাদের সন্ত্রাসী তকমা দিয়ে চলেছে।

প্রশ্ন হলো, যুদ্ধের কারণে যখন লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে, তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কীভাবে চোখ বন্ধ করে আছে? এর অর্থ কি সেখানে যেটা ঘটছে, সেটা ঘটতে দেওয়া হবে? যখন সবাই টিগ্রের মানবিক বিপর্যয় নিয়ে বলতে শুরু করবে, তখন কেবল আমাদের বিশ্বজনীন বোধ জাগ্রত হবে এবং আমরা সবাই জানতে পারব টিগ্রের এই রক্তস্নানের পেছনে কারণ আসলে কী। তখন নিশ্চয়ই সবাই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ, দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া

● ম্যাগডেলিনা ব্রাহা ইথিওপিয়ান বংশোদ্ভূত লেখক

শুভেচ্ছা জানাই

গোলাম আযম খান

ফুল পাখিরা আনন্দেতে
কণ্ঠে তোলে সুর,
কিচিরমিচির ওই কলতান
আহা!কি মধূর।

গাছে গাছে পাপড়িগুলো
বাঁকা চোখে চায়,
নতুন দিনের সুবাস দিয়ে
শুভেচ্ছা জানায়।

নতুন দিনে মনটা নেচে
করে উডুউডু,
পুরাতনকে ধূয়ে মুছে
নতুন দিন শুরু।

সবাই মিলে করি এসো
দুআ দুরুদ পাঠ,
ফুল পাখিদের কলরবে
মুখরিত হয় মাঠ।

গোলাম আযম খান,
ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
মোবাঃ০১৭১৭৫১৪০০৫

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:
ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

শিক্ষায় আসবে যেসব পরিবর্তন

ঢাকা ডেস্ক: শুরু হলো নতুন শিক্ষাবর্ষ। নতুন এই শিক্ষাবর্ষের জন্য আলোচিত বিষয় 'নতুন শিক্ষাক্রম'। চলমান 'শিক্ষাক্রম' থেকে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে এই 'শিক্ষাক্রমে'। তবে সব শ্রেণির জন্য এই পরিবর্তন একই সঙ্গে নয়। চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণিতে এটি বাস্তবায়ন হবে। একই সঙ্গে নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে বই পাবে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রচলিত মূল্যায়ন ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে মুখস্থবিদ্যা ভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে সরে এসে বহুমাত্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন মাত্রার জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনা বিকাশের ধারাকে মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে পরিবর্তন: নতুন শিক্ষাক্রমে উল্লেখযোগ্য অনেক পরিবর্তন রয়েছে। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন–পরীক্ষা পদ্ধতিতে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত কোনো প্রথাগত পরীক্ষা থাকবে না। সারা বছর ধরে চলা বিভিন্ন ধরনের শিখন কার্যক্রমের ভিত্তিতে শতভাগ শিক্ষার্থী মূল্যায়ন হবে। এরপর দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত 'মূল্যায়ন' থাকলেও শিখন কার্যক্রমের ভিত্তিতে 'শিখন-কালীন মূল্যায়ন' ও বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে 'সামষ্টিক মূল্যায়ন' এই দুই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন হবে।

কবে কোন শ্রেণিতে : সিদ্ধান্ত অনুসারে, ২০২৩ সালে তিনটি শ্রেণিতে বাস্তবায়নের পর ২০২৪ সালে চালু হবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে। ২০২৫ সালে চালু হবে পঞ্চম ও দশম শ্রেণিতে। এরপর উচ্চমাধ্যমিকের একাদশ শ্রেণিতে ২০২৬ সালে ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ২০২৭ সালে চালু হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি: ২০২৩ সাল নতুন শিক্ষাক্রমে মূল্যায়ন হবে দুই ভাগে। এক ভাগের মূল্যায়ন হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিখনকালীন নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। বাকি অংশের মূল্যায়ন হবে সামষ্টিকভাবে। শুধু কাগজ-কলমনির্ভর পরীক্ষা হবে না। এসাইনমেন্ট, উপস্থাপন, যোগাযোগ, হাতে-কলমের কাজ ইত্যাদি বহুমুখী পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে।

প্রাক-প্রাথমিকের শিশুদের জন্য আলাদা বই থাকবে না, শিক্ষকেরাই শেখাবেন। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত তিনটি বই থাকবে। তবে কোনো পরীক্ষা হবে না। নতুন শিক্ষাক্রমে চতুর্থ ও ৫ম শ্রেণিতে ৮ বিষয় আছে। এর মধ্যে পাঁচটি বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান) হবে শিখনকালীন মূল্যায়ন হবে ৬০ শতাংশ এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন হবে ৪০ শতাংশ। বাকি তিনটি বিষয়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা, ধর্মশিক্ষা এবং শিল্পকলা রয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়ন হবে শতভাগ। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে পারে।

৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন ১০টি বিষয় রয়েছে। বাংলা, ইংরেজি, গণিত, জীবন ও জীবিকা, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ধর্মশিক্ষা (প্রত্যকে ধর্ম অনুযায়ী) এবং শিল্প ও সংস্কৃতি। এগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়ন হবে ৬০ শতাংশ আর ৪০ শতাংশ হবে সামষ্টিক মূল্যায়ন। আর নবম দশম শ্রেণিতে ১০টি বিষয় থাকবে। যার ৫০ শতাংশ হবে শিখনকালীন মূল্যায়ন, বাকি ৫০ শতাংশ হবে সামষ্টিক মূল্যায়ন।

আর একাদশ ও দ্বাদশে গিয়ে শিখনকালীন মূল্যায়ন হবে ৩০ শতাংশ। আর সামষ্টিক মূল্যায়ন হবে ৭০ শতাংশ। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির পর প্রতি বর্ষ শেষে একটি করে পরীক্ষা হবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে।

প্রথম পাবলিক পরীক্ষা দশম শ্রেণিতে : বর্তমানে প্রচলিত ৫ম শ্রেণির প্রাথমিক/ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী এবং অষ্টম শ্রেণির জেএসসি ও জেডিসি থাকবে না। প্রথম পাবলিক পরীক্ষা হবে দশম শ্রেনিতে গিয়ে। শুধু দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির ওপর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে দুটি পরীক্ষার সমন্বয়ে দ্বিতীয় পাবলিক পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে।

পরীক্ষার ফল যেভাবে: এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক মো. মসিউজ্জামান বলেন, 'পরীক্ষার ফলে প্রচলিত নম্বর বা গ্রেড থাকবে না। তিন শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে জিপিএ ভিত্তিতে ফল প্রকাশ করা হয়। 'এ' প্লাস, এ মাইনাস, বিপ্লাস, বি মাইনাস–এভাবে। কিন্তু নতুন পদ্ধতির মূল্যায়নে এখনকার মতো নিয়ম থাকছে না। তিন স্তরে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে। যারা মূল্যায়নের প্রাথমিক স্তরে থাকবে তাদের এলিমেন্টারি লেভেল (প্রাথমিক স্তর), পরের স্তর হবে মিডেল লেভেল (মধ্যম স্তর)। যারা সবচেয়ে ভালো করবে, তাদের এক্সপার্ট লেভেল (পারদর্শী স্তর)-এর সনদ দেওয়া হবে। বিষয়গুলো নিয়ে আরো কাজ চলছে বলে মসিউজ্জামান জানান।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরী
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com



ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

www.sonalibank.com.bd

রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ২০২২ যে কারণে দুটি বছর

॥ আলী রীয়াজ ॥

বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির জন্য ২০২২ সালকে যদি একটি বছর না বলে দুটি বছর বলে বিবেচনা করা হয়, তবে ভুল হবে না। গত বছরের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন দলের দৃশ্যত যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, ডিসেম্বরে এসে তা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি–এ কথা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ স্বীকার না করলেও তা দলের নেতাদের কথাবার্তা ও আচরণেই বোঝা যাচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া ২০২৩ সালে এসে কী হবে, সেটা অবশ্যই একটি প্রশ্ন।

কিন্তু কেবল রাজনীতির এই দৃশ্যপট বদলের কারণেই নয়, ২০২২ সাল অর্থনীতির বিবেচনায়ও দুটি বছর বলেই বিবেচনা করতে হচ্ছে। গত জুলাই মাসের আগপর্যন্ত ক্ষমতাসীনেরা বাংলাদেশের অর্থনীতির যে চিত্র উপস্থাপন করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, দেশ উন্নয়নের পথে এমন গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, তা অপ্রতিরোধ্য।

কিন্তু একই বছরের শেষ ছয় মাসে বাংলাদেশের মানুষ মোকাবিলা করছে এমন ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকট–দেশের ৬৮ শতাংশ মানুষ খাবার কিনতেই হিমশিম খাচ্ছে। একই বছরে রাজনীতি ও অর্থনীতির দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আর কখনোই দেখা যায়নি।

অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব পড়েছে রাজনীতির ওপর। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর থেকে সরকার যে দমন-পীড়নের নীতি অব্যাহত রেখেছিল এবং করোনা অতিমারিকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল, তা ২০২২ সালের শেষার্ধে এসে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। সরকারকে বিভিন্ন কারণেই ছাড় দিতে হয়েছে

দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি বাংলাদেশের উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে দেখানো হচ্ছিল প্রায় এক দশক ধরেই। ২০১৪ সালের 'একপক্ষীয় নির্বাচনের' পরে এগুলোকে সরকারের নৈতিক বৈধতার ভিত্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

২০১৮ সালের 'সাজানো নির্বাচনের' পর দেশের শাসন বলতে এগুলোকেই বোঝানো হচ্ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে শতভাগ বিদ্যুৎযুগে প্রবেশের ঘোষণা, পদ্মা সেতুর উদ্বোধন, ঢাকায় মেট্রোরেলের আংশিক সূচনা এবং কর্ণফুলী টানেলের উদ্বোধনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এগুলো ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের শাসনের সাফল্য হিসেবে হাজির করলে দেশের অর্থনীতির ইতিবাচক চিত্রই কেবল মনে হবে না, তাতে আগামী বছরের নির্বাচনেও সাহায্য করবে–এমনই প্রত্যাশা ছিল ক্ষমতাসীন দলের।

গত ২৫ জুন পদ্মা সেতুর উদ্বোধনকে একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সূচনা বলেই প্রতীয়মান হয়েছিল। ইতিমধ্যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি যে আসন্ন অর্থনৈতিক সংকটের দিকে ইঙ্গিত করছে, ক্ষমতাসীন দল, সরকারের নীতিনির্ধারক ও অর্থনীতিবিদদের এক বিরাট অংশ ধর্তব্যের মধ্যে নেননি। মার্চে শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক সংকট গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় একধরনের উদ্বেগের সৃষ্টি করলেও বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনেরা তা থেকে কতটা শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, এটি বোঝা দুষ্কর।



এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশের অর্থনীতির এই সংকট ২০২২ সালে তৈরি হয়নি। রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতির সংকটের উৎস তা নয়, এ যুদ্ধ কেবল সংকটের মাত্রাকে বৃদ্ধি করেছে। এর কারণগুলোর সূচনা হয়েছে আরও আগেই; তার একটি উদাহরণ হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত। এখন দেশের রাজনীতিবিদেরাও স্বীকার করছেন, ব্যাংকিং খাত থেকে যে পরিমাণ অর্থ লুট হয়েছে, 'ব্রিটিশরাও এভাবে এ দেশ লুট করেনি।'

একই কথা সম্ভবত জ্বালানি খাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ খাতগুলো নিয়ে অতীতে সমালোচনা ও সাবধানবাণীকে ক্ষমতাসীনেরা এ কারণে অগ্রাহ্য করেছেন, তাতে তাঁদের কথিত উন্নয়নের কথাবার্তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সরকারের উন্নয়ন-নীতির সুবিধাভোগীরাও তা চাইছিলেন না। কিন্তু ২০২২ সালে এসে এসব খাত ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

২০২২ সালে ডলারের হিসাবে এক বছরে টাকার মূল্যমান কমেছে ২৫ শতাংশ। এসবের প্রতিক্রিয়ায় সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ (আইএমএফ) বহুজাতিক আর্থিক সংস্থার দ্বারস্থ হয়েছে। কিন্তু গত ছয় বছরে বিদেশি ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়াও যে এই অর্থনৈতিক সংকটের একটি কারণ, তা উপলব্ধি না করলে এই অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান হবে, এমন আশা করা যায় না।

অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব পড়েছে রাজনীতির ওপর। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর থেকে সরকার যে দমন-পীড়নের নীতি অব্যাহত রেখেছিল এবং করোনা অতিমারিকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল, তা ২০২২ সালের শেষার্ধে এসে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। সরকারকে বিভিন্ন কারণেই ছাড় দিতে হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটে পর্যুদস্ত মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তারই প্রকাশ ঘটতে শুরু করে জুলাই মাস থেকে। সরকারের অব্যাহত চাপ সত্ত্বেও গত দুই বছরে দেশের অন্যতম বিরোধী দল বিএনপি নিজেকে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছে, অক্টোবর থেকে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশগুলো তারই প্রমাণ দেয়।

কিন্তু বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি সঞ্চয়ই সরকারের ছাড় দেওয়ার কারণ নয়। এর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক চাপ। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাব এবং তার সাত কর্মকর্তার ওপরে আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞাকে সরকার অবজ্ঞা করলেও চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের বিদেশি কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াই প্রমাণ করেছে যে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নে তাঁরা একধরনের চাপের মধ্যে আছেন। ২০২৪ সালে নির্বাচনকে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা দিতে হলে এখন থেকেই বিরোধী দলকে সভা-সমাবেশ করতে দিতে হবে, এটা কূটনীতিকেরা বারবার বলেছেন।

গত বছরের শেষ নাগাদ রাজনীতিতে বিরোধীদের সামান্য ছাড় দেওয়া সরকারের একধরনের কৌশল বলেই বিবেচনা করা উচিত। এগুলো থেকে ক্ষমতাসীনেরা দেখাতে চাইছেন যে দেশে গণতন্ত্র নেই বলে সরকারের সমালোচকেরা যতটা বলেন, বাস্তবে পরিস্থিতি তেমন নয়। ফলে আগামী বছর দলীয় সরকারের অধীন নির্বাচন করার পক্ষে তাঁরা যুক্তি দিতে পারবেন।

কিছু ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও সরকার যে ২০২২ সালেও দমন-পীড়নের পথ থেকে সরে আসেনি, তার প্রমাণ বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ অন্য নেতাদের আটক করা, কর্মী ও সংগঠকদের ওপর নিপীড়ন অব্যাহত রাখা। রাজনীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য, তা হচ্ছে দেশের বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একধরনের সমঝোতা তৈরি হওয়া। দীর্ঘদিনের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে একধরনের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই সমঝোতা ২০২৩ সালে কোথায় দাঁড়ায়, তার ওপরে বাংলাদেশের রাজনীতির আশু ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

রাজনীতিতে ক্ষমতাসীনদের আরেকটি কৌশলও গত বছরের শেষ দিকে দৃশ্যমান হয়েছে, তা হচ্ছে কট্টর ইসলামপন্থীদের সঙ্গে একধরনের আপসরফার মাধ্যমে তাদের কাছে রাখা। সাম্প্রতিক কালে হেফাজতে ইসলামের নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক তার ইঙ্গিত দেয়।

বিস্মৃত হওয়ার সুযোগ নেই যে ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে হেফাজতের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সখ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামপন্থীদের আরেকটি ধারা হচ্ছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। তাদের সভা-সমাবেশের ব্যাপারে সরকারের উদারতা কোনো ধরনের সমঝোতার লক্ষণ কি না, সেটাও প্রশ্নসাপেক্ষ।

নতুন বছরের সূচনা মানেই একধরনের অনিশ্চয়তা। কিন্তু ২০২৩ সালের শুরুতে এই অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও যা নিশ্চিত করেই বলা যায়, তা হচ্ছে ২০২২ সালের শেষ ছয় মাসের দীর্ঘ ছায়ার মধ্যেই এ বছরের অর্থনীতি ও রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহ বিস্তার লাভ করবে।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো এবং আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কাটকিল, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
সাধারণ স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কোভিড মোকাবিলায় চীনের সক্ষমতার মিথ যে কারণে ভেঙে পড়েছে?

॥ জাহেদ উর রহমান ॥

অতি জরুরি পরিস্থিতিতে কি কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর? এমন একটা আলোচনা উঠেছিল করোনা মহামারির শুরুর দিকে। যদিও কর্তৃত্ববাদের বিপরীতে গণতন্ত্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনগণের জন্য কল্যাণকর আবার গণতন্ত্রের বিপরীতে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার সুবিধা কী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের আলোচনা হয়।

একটা ভয়ংকর মহামারিতে যখন বড় পর্যায়ে লকডাউনের মতো অনেক কঠোর সব সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তখন মানুষ সেটা মেনে নিতে চায় না। কারণ, এসব পদক্ষেপ মানুষের জীবন-জীবিকাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে নাগরিকদের ক্ষোভ উষ্মা প্রকাশের অবারিত সুযোগ থাকে। তাঁরা প্রকাশও করেন। পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনার শুরুর সময়টার পরে লকডাউন-বিরোধী নানা রকম বিক্ষোভ-প্রতিবাদের তথ্য আমাদের সামনে নিয়মিতভাবেই এসেছে। অথচ এ রকম সময়ে চীন যেকোনো স্থানে, যেকোনো সময়ে, যত দিন, যেভাবে ইচ্ছা লকডাউন দিতে পেরেছে। মানুষ সেটা নিয়ে ভেতরে অসন্তুষ্ট থাকলেও কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি। এমনকি তাদের অসন্তোষ কতটা ছিল, সেটা প্রকাশ করার জায়গাও যেহেতু খুব বেশি নেই, তাই সেটা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানতে পারেনি বিশ্ববাসী।

কোভিডের সময় আরেকটা সংকট দেখা দিয়েছিল টিকা দেওয়া নিয়ে। খুব কম সময়ে কোভিডের টিকা তৈরি হওয়ার কারণে এই টিকার প্রতি অনেকের অনাস্থা ছিল। এ ছাড়া সংস্কারের কারণে অনেকেরই টিকা নেওয়ার ব্যাপারে অনীহা ছিল। পশ্চিমা অনেক দেশ তার নাগরিকদের অনেককে টিকা দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে। নানা সেবা আপনার ক্ষেত্রে টিকার সনদের অত্যাবশ্যকতা তৈরি করে সবাইকে বাধ্য করার মতো পরিস্থিতিও তারা করেনি। অথচ চীন দৈনন্দিন জীবনযাপনের আটপৌরে সব ব্যাপারে কোভিড ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেট তো চেয়েছেই নিয়মিতভাবে, চেয়েছে করোনা নেগেটিভ হওয়ার পরীক্ষার ফল। বলা বাহুল্য, এ রকম কিছু পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে হলে চরম গণবিক্ষোভের মুখে সরকার চরম বেকায়দায় পড়ে যেত।

এই প্রসঙ্গে আলোচনায় এসেছে নাগরিকদের ওপর চীনের অকল্পনীয় নজরদারির সক্ষমতার কথাও। জর্জ অরওয়েল-এর নাইন্টিন এইটি ফোর উপন্যাসে বর্ণিত একটা আদর্শ 'অরওয়েলের নজরদারি রাষ্ট্র' হওয়ার পথে ভীষণ এগিয়ে যাওয়া চীনের পক্ষে খুবই সম্ভব কোভিডসহ তার যেকোনো নির্দেশনা অমান্যকারীকে খুব সহজে শনাক্ত করা এবং তাকে শাস্তির আওতায় আনা।

আমরা স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছি চীনের কর্তৃত্ববাদ কোভিডের মতো অতি জরুরি পরিস্থিতিকে ভালোভাবে মোকাবিলা তো করেইনি বরং উদার গণতান্ত্রিক দেশগুলোর তুলনায় অনেক খারাপ করেছে। কোভিডের শুরুর দিকের সেই আলাপের একটা সিদ্ধান্ত আমরা পেয়ে গেলাম। কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা কোনোভাবেই কোনো পরিস্থিতিতে জনগণের জন্য কল্যাণকর নয়।

শুধু সেটাই নয়, কোভিডের শুরুর দিকে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চীনের টিকা আবিষ্কার করাটাও অনেকের কাছে বাহবা পেয়েছিল। অনেক দেশে টিকা সরবরাহ করে টিকা কূটনীতিতে চীন অনেক এগিয়েও ছিল। টিকা আবিষ্কার ও বাজারে নিয়ে আসতে পারার পেছনেও চীনের কর্তৃত্ববাদী শাসনের ভূমিকা দেখা হচ্ছিল। উদার গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যতগুলো ধাপ পার হয়ে আসতে হয়, চীনের ক্ষেত্রে সেগুলোকে খুব সহজে কোনো ক্ষেত্রে পাশ কাটিয়ে আবার কোনো ক্ষেত্রে অতি সংক্ষিপ্ত করা খুব সহজ ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে চীনের কোভিড পরিস্থিতি কি অন্তত এই ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদের সাফল্যের জয়গান গায়?

> **চীন সনাতন পদ্ধতিতে টিকা বানিয়েছিল। রাসায়নিক পদ্ধতিতে কোভিড ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে সেটা দিয়ে টিকা তৈরি করা হয়েছিল। এর চেয়ে ফাইজার কিংবা মডার্নার তৈরি করা টিকা (এম আরএনএ) প্রযুক্তিগতভাবে আরও অনেক উন্নত এবং বেশি কার্যকর। এতে পুরো ভাইরাস নয় বরং তার জেনেটিক কোড তৈরি করে সেটা দিয়ে টিকা তৈরি করা হয়। কিন্তু এই দুই টিকার সঙ্গে তুলনা না করেও চীনা টিকাকে তুলনা করা যায় অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকার সঙ্গে, যা একই রকম সনাতন পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছিল।**

শূন্য কোভিড নীতিতে থাকতে থাকতে চীনের জনগণের এতটাই নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল যে চীনের বিভিন্ন শহরে জনবিক্ষোভ শুরু হয়, যা চীনের মতো দেশে একেবারে অকল্পনীয়। পরিস্থিতি এতটা খারাপের দিকে গেছে যে মূলত যার একক সিদ্ধান্তে এই নীতি পরিচালিত হয়েছে, সেই চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এই নীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এই নীতি থেকে বেরোনোর পর চীনে কোভিডের বিস্ফোরণ হয়েছে।

সমস্যা হচ্ছে চীনে কোভিডের বর্তমান পরিস্থিতি পুরো সঠিকভাবে দূরেই থাকুক, মোটামুটিভাবেও বোঝা প্রায় অসম্ভব। আমরা জানি, চীন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া কঠিন। আর সঠিক তথ্য পাওয়া তো আরও বেশি কঠিন। আর কোনো তথ্য যদি চীনের ক্ষমতাসীনদের প্রতি কোনো রকম নেতিবাচক বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে সে তথ্য পাওয়া অসম্ভব প্রায়।

চীনে করোনায় কত মানুষ মারা গেছে, এই তথ্যের জন্য কেউ যদি খোঁজখবর করতে ওয়ার্ল্ডোমিটারে যান, তাহলে সেখানকার গ্রাফটির দিকে তাকালে নিশ্চয়ই অবাক হবেন। ২০২০ সালের ২২ এপ্রিলে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৬৩২, যা দুই বছর পরে (২০ এপ্রিল, ২০২২) দাঁড়ায় ৪ হাজার ৬৫৫ তে। অর্থাৎ সরকারি ভাষ্যমতে, দুই বছরে চীনে কোভিডে মারা গেছেন মাত্র ২৩ জন। এরপর গ্রাফটি খুব খাড়া হয়ে ওপরে উঠতে দেখা যায় এবং এই বছরের মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ ৫ হাজার ২০০ অতিক্রম করে। এরপর গ্রাফটি আবার একেবারে ভূমির সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য লাগবে জেনে জিরো কোভিড নীতি তুলে নিয়ে অনেক রকম বি-ধিনিষেধ তুলে নেওয়ার পর যখন কোভিডের বিস্ফোরণ হয়েছে দেশটিতে, তখনো মৃত্যুর সংখ্যার গ্রাফ চলছে সমান্তরালেই। একটি ব্রিটিশ গবেষণা সংস্থা নানা বিষয় হিসাব করে দেখাচ্ছে চীনে দৈনিক মৃতের সংখ্যা ৯ হাজারের মতো।

যাহোক, আমরা হাসপাতালগুলোর স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়া এবং সৎকারের স্থানগুলোতে মৃতদেহের সারি দেখে বুঝতে পারি প্রতিদিন অনেক মানুষ মারা যাচ্ছেন। এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, চীন খুব দ্রুত দুটি কোভিডের টিকা (সিনোভ্যাক ও সিনোফার্ম) বের করে নিজে তো নিয়েছেই, পৃথিবীর বহু দেশকে দিয়েছে, সেগুলো আদৌ কতটা কার্যকর।

আসলে কোভিডের সময়ই চীনা টিকার কার্যকারিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। দুই ডোজ চীনা টিকা নিয়েও শত শত স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড-১৯ আক্রান্ত হচ্ছেন, এমন খবর প্রকাশিত হয়েছিল থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায়। আক্রান্ত কর্মীদের মধ্যে ২ জন থাই ও ৩০ জন ইন্দোনেশীয় স্বাস্থ্যকর্মী মারাও গিয়েছিলেন। এর ফলে দেশ দুটি তাদের টিকা দেওয়ার পদ্ধতিতে সংশোধন এনেছিল। থাইল্যান্ডে দুই ডোজ চীনা টিকার বদলে এক ডোজ চীনা ও আরেক ডোজ অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা মিশ্র পদ্ধতিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সম্মুখসারির যোদ্ধা হিসেবে যেসব স্বাস্থ্যকর্মী দুই ডোজ চীনা টিকা পেয়েছিলেন, তাঁদের বুস্টার শট হিসেবে মডার্নার টিকা দেওয়া হবে।

এই অঞ্চলের আরেক দেশ মালয়েশিয়াও চীনা টিকার বর্তমান চালান শেষ হওয়ায় ফাইজারের টিকার মাধ্যমে টিকাদান শুরুর ঘোষণা দিয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ বাহরাইনেও চীনা টিকা দেওয়ার পর সেটা নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের ফাইজারের টিকা দিয়ে বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়েছিল। এর অনেক আগে সৌদি আরব চীনা টিকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।

চীন সনাতন পদ্ধতিতে টিকা বানিয়েছিল। রাসায়নিক পদ্ধতিতে কোভিড ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে সেটা দিয়ে টিকা তৈরি করা হয়েছিল। এর চেয়ে ফাইজার কিংবা মডার্নার তৈরি করা টিকা (এম আরএনএ) প্রযুক্তিগতভাবে আরও অনেক উন্নত এবং বেশি কার্যকর। এতে পুরো ভাইরাস নয় বরং তার জেনেটিক কোড তৈরি করে সেটা দিয়ে টিকা তৈরি করা হয়। কিন্তু এই দুই টিকার সঙ্গে তুলনা না করেও চীনা টিকাকে তুলনা করা যায় অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকার সঙ্গে, যা একই রকম সনাতন পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছিল। এই টিকার কার্যকারিতা নিয়ে বিশ্বে কোনো অভিযোগ আসেনি।

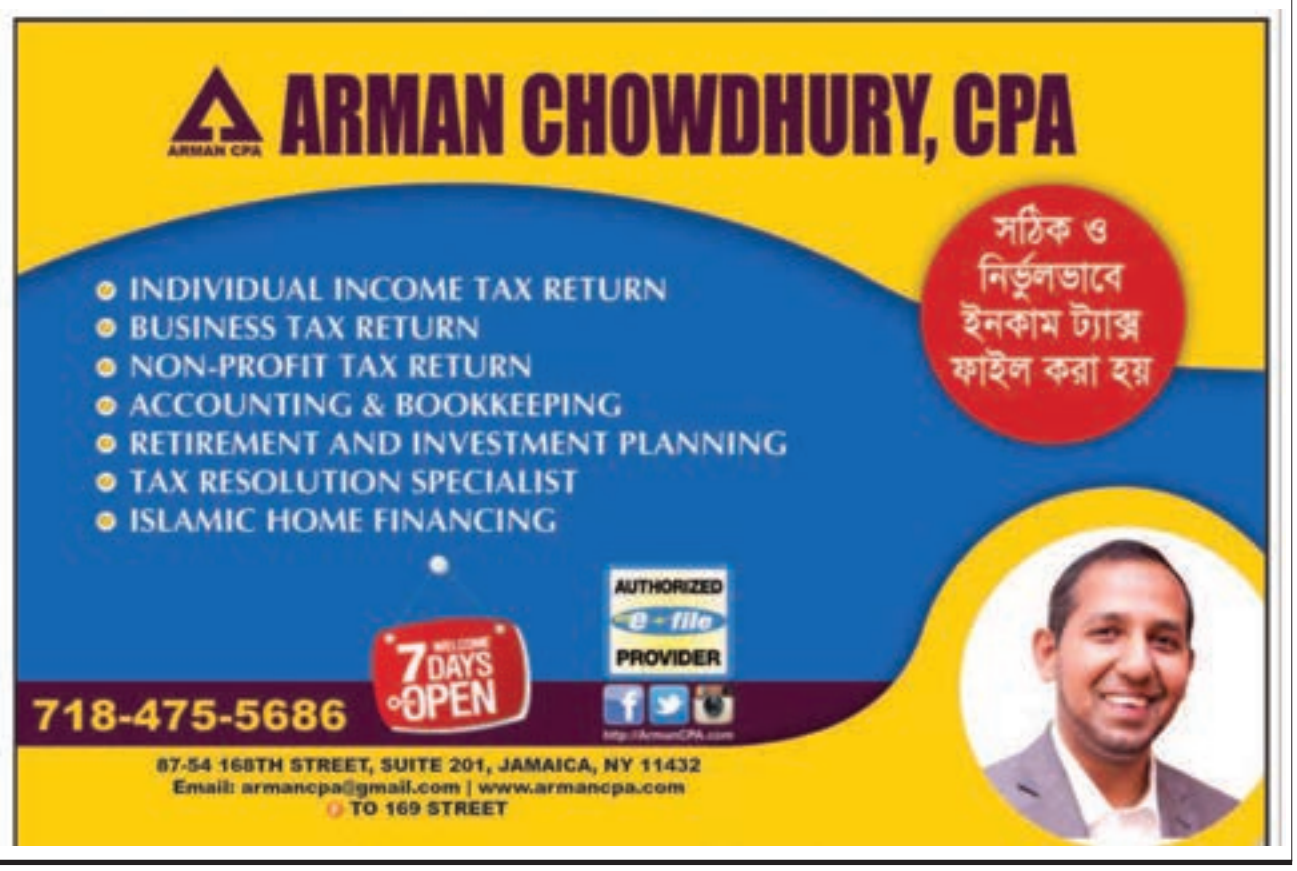
চীন যেমন ধরনের একটা সমাজব্যবস্থা তৈরি করেছে, তাতে অন্তত টিকাদানের ক্ষেত্রে তাদের খুব বড় সাফল্য থাকার কথা ছিল। কিন্তু সেখানেও আছে চরম ব্যর্থতা।

কোভিডের এই পর্যায়ে এসেও ষাটোর্ধ্ব মানুষের দুই ডোজ টিকা দেওয়ার হার ৮০ শতাংশের কিছু বেশি। আর বুস্টার ডোজ হিসাব করতে গেলে এই সংখ্যা অনেক কম। চীনের আর সব ডেটার মতো এই ডেটাও বিশ্বাসযোগ্য না। কিন্তু একে সঠিক ধরে নিলেও এই হার উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। একে তো টিকার কার্যকারিতার হার খুব কম, আবার সেই টিকা ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা অনেক পিছিয়ে। অথচ কোভিড নিয়ন্ত্রণের নামে কিছুদিন আগে পর্যন্তও লকডাউনসহ নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে জনগণের জীবনে চরম সংকট যেমন তৈরি করেছে, তেমনি অর্থনীতিতেও গভীর সংকট তৈরি করেছে চীনা সরকার।

আমরা স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছি চীনের কর্তৃত্ববাদ কোভিডের মতো অতি জরুরি পরিস্থিতিকে ভালোভাবে মোকাবিলা তো করেইনি বরং উদার গণতান্ত্রিক দেশগুলোর তুলনায় অনেক খারাপ করেছে। কোভিডের শুরুর দিকের সেই আলাপের একটা সিদ্ধান্ত আমরা পেয়ে গেলাম। কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা কোনোভাবেই কোনো পরিস্থিতিতে জনগণের জন্য কল্যাণকর নয়।

লেখক: ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের শিক্ষক





মুডির ঋণমান কমানো দেশের অর্থনীতির নতুন সঙ্কট

ড. মো: মিজানুর রহমান

আজকের প্রবন্ধের শিরোনাম দেখে ফাইন্যান্স সেক্টরের ঋণমান বা ক্রেডিট রেটিং সম্পর্কে অভিজ্ঞ নন এমন পাঠকের বিষয়টি বোধগম্য না-ও হতে পারে বিধায় এ নিয়ে বিস্তারিত লেখার আগে ব্যাংকের ঋণমান কী, কেন করা হয়- সে বিষয়ে আলোচনা করব। এরপর ভালো বা খারাপ রেটিং অর্থনীতিতে কী প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ক্রেডিট রেটিং কী ও কেন?

কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে ঋণ দেয়া হলে তা ঠিক সময়ে পরিশোধ করার সক্ষমতা কতটা আছে, সেটিই ঋণমানের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। যেমন- আন্তর্জাতিক বাজার থেকে কোনো দেশ যদি ঋণ নিতে চায়, তখন ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো এই রেটিংয়ের ভিত্তিতে বুঝতে পারে, দেশটি সময়মতো ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা কতটা আছে। ক্রেডিট রেটিংয়ের মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা, অতীত ইতিহাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। সেই রেটিং থেকে ক্রেতারা বা ঋণদাতা অথবা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বুঝতে পারে, তাদের সাথে লেনদেন করা কতটা নিরাপদ। তারা ঋণ পরিশোধে কতটা সক্ষম। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেশের ভেতরে ছাড়াও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করতে হয়। এই ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণমানের ভিত্তিতে ঋণের শর্তাবলি ও সুদের হার নির্ধারণ হয়ে থাকে। কাজেই রেটিং ভালো হলে সহজ শর্তে, কম সুদে ঋণ পাওয়া যায়। রেটিং খারাপ হলে ঋণদাতারা সেটি ঝুঁকি হিসেবে দেখে এবং কঠিন শর্ত ও বেশি সুদ আরোপ করে। এ কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সবসময়ই চায় যাতে তাদের ক্রেডিট রেটিং ভালো হয়।

বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানেরও সাধারণ গ্রাহকদের আর্থিক লেনদেনের ভিত্তিতে ক্রেডিট রেটিং করা হয়ে থাকে। সেই রেটিংয়ের ভিত্তিতে তারা ঋণ পাবেন কি না এবং কতটা পাবেন তা নির্ধারণ করা হয়। আবার শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের আগে বা শেয়ার কেনার আগে বিনিয়োগকারীরা ক্রেডিট রেটিং দেখে ওই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা, তাদের বিনিয়োগ কতটা নিরাপদ, কত তাড়াতাড়ি উঠে আসবে ও কেমন মুনাফা পেতে পারেন তা বুঝতে পারবেন।

কিভাবে ক্রেডিট রেটিং করা হয়ে থাকে?

আর্থিক খাতের একাধিক সূচক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রেডিট রেটিং করা হয়ে থাকে। যেমন- ওই ব্যাংকের আমানত কেমন আছে, সেটি কোন খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে, সেখান থেকে তারা রিটার্ন কেমন পাচ্ছে, গ্রাহক ফেরত চাইলে কত তাড়াতাড়ি সেই আমানত ফেরত পাবে ইত্যাদি ওই রেটিং দিয়ে বোঝা যায়। এ ছাড়াও কোন খাতে তাদের ঋণ বেশি দেয়া হয়েছে, সেখানে ঝুঁকি কেমন আছে, আন্তর্জাতিক কোনো ব্যাংকের দায়দেনা মেটাতে তাদের সক্ষমতা কেমন আছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও নিয়ন্ত্রণ কতটা সুদৃঢ় ইত্যাদিও বোঝা যায়। একেকটি প্রতিষ্ঠান একেক রকম সূচক বিবেচনায় নিয়ে কাজ করে বলে রেটিংয়ে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। তবে সাধারণত আন্তর্জাতিক সংস্থার ক্রেডিট রেটিংয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায় না।

রেটিংয়ের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভাগ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, কোম্পানির আর্থিক ভিত কতটুকু মজবুত কিংবা দুর্বল এগুলোর ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে রেটিং করা হয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদে রেটিংগুলোর নাম হলো- ট্রিপল-এ, ডাবল-এ, সিঙ্গেল-এ, ট্রিপল-বি, ডাবল-বি, সিঙ্গেল-বি, ট্রিপল-সি, ডাবল-সি, সিঙ্গেল-সি এবং ডি। প্রতিষ্ঠানের মূলধন, আমানত, দেশী ও বৈদেশিক বিনিয়োগ, ঋণের খাত, ঋণ পরিশোধের হার ইত্যাদি সূচক বিবেচনায় নিয়ে এটি নির্ধারণ করা হয়। কোনো কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদে 'ট্রিপল-এ' রেটিং পাওয়ার মানে হলো, সক্ষমতার দিক থেকে এটি অত্যন্ত মজবুত। এই কোম্পানিতে ঝুঁকি খুবই কম। 'ডাবল-এ' দিয়ে খুবই মজবুত ক্যাপাসিটি ও স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ এবং 'সিঙ্গেল-এ' দিয়ে মজবুত ক্যাপাসিটি ও স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ কোম্পানি বোঝায়। 'ট্রিপল বি' দিয়ে সন্তোষজনক ক্যাপাসিটি ও মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ বোঝায়। 'ডাবল বি' দিয়ে অপর্যাপ্ত সক্ষমতা ও অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ কোম্পানি বোঝায়। 'সিঙ্গেল-বি' দিয়ে দুর্বল ক্যাপাসিটি ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কোম্পানি বুঝায়। 'ট্রিপল সি' দিয়ে খুবই দুর্বল ক্যাপাসিটি ও খুবই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কোম্পানি বোঝায়। 'ডাবল সি' দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল ক্যাপাসিটি ও অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কোম্পানি এবং 'সিঙ্গেল সি' দিয়ে ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর হওয়াকে বোঝায়। সর্বশেষ 'ডি' রেটিং দিয়ে ব্যর্থ কিংবা অস্তিত্বহীন অথবা দেউলিয়া কোম্পানিকে বোঝায়। অন্য দিকে, স্বল্পমেয়াদের জন্য 'এসটি-১' রেটিং দিয়ে সর্বোচ্চ গ্রেড; 'এসটি-২' দিয়ে হাই গ্রেড; 'এসটি-৩' দিয়ে মাঝারি গ্রেড; 'এসটি-৪' ও 'এসটি-৫' দিয়ে অপর্যাপ্ত গ্রেড এবং 'এসটি-৬' রেটিং দিয়ে সর্বনিম্ন গ্রেড বোঝায়।

ক্রেডিট রেটিং কারা করে?

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বেশ কিছু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুডিস, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুউর এবং ফিচচ রেটিং এজেন্সি অন্যতম। বাংলাদেশ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুডিস রেটিং এজেন্সি দিয়ে রেটিং করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এই সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও দেশের ক্রেডিট পরিস্থিতি যাচাই করে থাকে। বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবেও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট রেটিং সনদ দিয়ে দিয়েছে। সাধারণত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে চুক্তির ভিত্তিতে, অনেক সময় নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে তারা রেটিং করে থাকে।

উল্লেখ্য, সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান চায়, তাদের ক্রেডিট রেটিং ভালো হোক। কারণ, এই রেটিং বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিনিয়োগ পাওয়া, এলসি খোলা ইত্যাদিতে ভূমিকা রাখে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি দেশীয় ব্যাংকের এলসি গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি কিছু ব্যাংক। এর পেছনে এই রেটিং কমে যাওয়ার ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।

একইভাবে ব্যক্তি পর্যায়ের গ্রাহকদের লেনদেন বা আর্থিক রেকর্ড কেমন, সেটি যাচাই করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 'ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো' নামে একটি দফতর আছে। যখন কেউ ঋণ নিয়ে থাকে, সেটি ঠিকভাবে পরিশোধ করেছেন কি না, ক্রেডিট কার্ডের লেনদেনে বকেয়া রয়েছে কি না, খেলাপি হয়েছেন কি না, ব্যুরোর প্রতিবেদন থেকে জানতে পারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এর ভিত্তিতে তারা ঋণ দেয়া না দেয়া, কতটা ঋণ মঞ্জুর করা হবে, ইত্যাদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

দেশের ক্রেডিট রেটিং কিভাবে করা হয়?

অর্থনীতিবিদরা বলেন, যখন কোনো দেশের ক্রেডিট রেটিং করা হয়, তখন তার সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন রয়েছে তা দেখা হয়। সে দেশে বিনিয়োগের অবস্থা, স্টক এক্সচেঞ্জ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিষয়ও বিবেচনায় রাখা হয়। বিশেষ করে বৈদেশিক ঋণ, বাণিজ্যিক লেনদেন পরিশোধের সক্ষমতা কতটা আছে, সেটি দেখা হয়। ক্রেডিট রেটিং ভালো হলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা সহজ শর্তে পেতে পারে। অন্য দিকে, রেটিং ভালো না হলে ঋণ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় রেটিং খারাপ হলে বাণিজ্যিকভাবে অন্য দেশের ব্যবসায়িক পরিস্থিতি সেই দেশের ব্যবসায়ী বা ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে দ্বিধায় ভোগে।

বাংলাদেশের ঋণমান কমানোর পথে হাঁটছে মুডিস ইনভেস্টরস

মুডিস ইনভেস্টর সার্ভিস দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের ঋণমান বিএ-থ্রি ও সিনিয়র আনসিকিউরড রেটিংসের মান কমানোর বিষয়টি পুনর্মূল্যায়ন করবে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের মার্চে দেশের ঋণমান নির্ধারণ করেছিল। মাত্র ৯ মাস পরে সংস্থাটি চলতি মাসে রেটিংসের মান কমানোর বিষয়টি পুনর্মূল্যায়ন করার ঘোষণা দিয়েছে। তবে মুডিস বাংলাদেশের স্বল্পমেয়াদে ইস্যু করা রেটিং নট প্রাইমে নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশের ঋণমান পুনর্মূল্যায়নের কারণ হিসেবে দেশের বহির্লেনদেন পরিস্থিতির অবনতি, বাহ্যিক দুর্বলতা ও সরকারি তারল্য কমার কথা উল্লেখ করেছে। এগুলো দেশের বর্তমান ক্রেডিট রেটিং তথা ঋণমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না-ও হতে পারে। তারা মনে করছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পর্যাপ্ততার অবনতি রোধে নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশাসনিক দুর্বলতাও রয়েছে। সংস্থাটি মনে করে, বর্ধিত ঋণ বা তহবিল সহায়তা পাওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ আইএমএফের সাথে চুক্তি করতে চলেছে। কিন্তু কর্মসূচিসংক্রান্ত শর্তাবলি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বিভিন্ন ঝুঁকির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ও সমাজব্যবস্থায় যে প্রভাব পড়তে পারে, তা মোকাবেলায় সরকারি সামর্থ্যে দুর্বলতা রয়েছে। বিশেষ করে রিজার্ভ কমে যাওয়ার বিষয়টি বড় অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

মুডিস বলছে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে এমনটি হচ্ছে। সেই সাথে খাদ্য ও সারের দাম বাড়ায় সরকারের ভর্তুকির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য স্থানীয় টাকার অবমূল্যায়ন ও কিছু পণ্যের দামের নমনীয়তা মধ্যমেয়াদে বাণিজ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারে। সংস্থাটি মনে করে, জ্বালানি সঙ্কট স্বল্পমেয়াদে বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি ও তারল্যঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। মুডিস বলছে, আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর নগণ্য উপস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাজারের সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশের সার্বভৌম অর্থায়নের বিকল্পগুলো সীমিত। বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগও খুব কম যদিও বিদেশী ঋণের রেয়াতযোগ্য প্রকৃতির কারণে তা পরিশোধের সামর্থ্য রয়েছে বাংলাদেশের। তবে ঋণ ব্যবহারে দুর্বলতা আছে; রাজস্ব আয়ের পরিমাণও কম। সব মিলিয়ে ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশের সামনে। পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আইএমএফ কোন কোন শর্তে বাংলাদেশকে ঋণসহায়তা দেয়, তা বিবেচনায় নেবে মুডিস।

সাত ব্যাংকের রেটিং পর্যালোচনা করবে মুডিস

বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের সাতটি ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি ঋণমান পুনর্মূল্যায়ন করার ঘোষণা দিয়েছে মুডিস। দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের ঋণমান পর্যালোচনার সিদ্ধান্তের পর ব্যাংকগুলোর বিষয়ে মুডিসের এ ঘোষণা এলো। ওই ঘোষণায় বলা হয়- দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের সার্বভৌম রেটিং 'বিএ-৩' থেকে পুনর্মূল্যায়ন করতে এসব ব্যাংকের রেটিং পুনর্মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এর ব্যাখ্যায় সংস্থাটি জানিয়েছে, বাংলাদেশের সার্বভৌম রেটিংয়ে ব্যাংক খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। ব্যাংকের ঋণ দেয়ার সক্ষমতা সরকারের সক্ষমতাতেও প্রভাব ফেলে।

এর অংশ হিসেবে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, দ্য সিটি ব্যাংক লিমিটেড, ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড, এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড ও মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের ঋণমান পুনর্মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে ওই ঘোষণায়। এর বাইরে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের রেটিং এক ধাপ নিচে নামিয়েছে মুডিস। দীর্ঘমেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রার আমানত সংগ্রহে ব্যাংকটির রেটিং 'বি-২' থেকে নামিয়ে 'বি-৩' করা হয়েছে। আর ব্যাংকটির ঋণ দেয়ার ভিত্তি মূল্যায়ন করে 'বি-৩' থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে 'সিএএ-১' এ।

সার্বিক আর্থিক অবস্থার ওপর রেটিংস নিতে, এই সাত ব্যাংক মুডিসের সাথে চুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট ফি দিয়ে রেটিং নিয়ে থাকে। সেই চুক্তির আলোকেই ব্যাংকগুলোর রেটিংস নিয়মিত পর্যালোচনা করছে মুডিস। বাংলাদেশের সার্বভৌম রেটিং যদি কমে যায়, তাহলে ব্যাংকগুলোর দীর্ঘমেয়াদি রেটিংও কমে যাবে বলে জানিয়েছে মুডিস। সংস্থাটি বলছে, পুনর্মূল্যায়ন করার সময় বিভিন্ন বিষয়ের সাথে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও রয়েছে। পরিস্থিতির উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপগুলোও এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হবে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়াতে ইদানীং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে ব্যাংকগুলোর তারল্য প্রবাহ সঙ্কুচিত হয়েছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে নতুন ঋণপত্র খুলতে কড়াকড়ি আরোপ করার কথা তুলে ধরে মুডিস বলেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেয়া এসব উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার তারল্য বাড়বে কি না তাও মূল্যায়ন করা হবে। ব্যাংকগুলো যদি তাদের আর্থিক সূচক, বিশেষ করে গুণগত মানের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে, যদি ভালো মানের ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি করতে পারে, তাতে ব্যাংকগুলোর রেটিং বাড়ার সুযোগও রয়েছে বলে জানিয়েছে মুডিস।

দেশে ভুয়া ক্রেডিট রেটিংয়ের দৌরাত্ম্যের প্রভাব

ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ক্রেডিট রেটিং সনদ বাধ্যতামূলক। এই সুযোগ নিয়ে জমজমাট ব্যবসায় করছে দেশের ক্রেডিট রেটিং কোম্পানিগুলো। বর্তমানে দেশে আটটি ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি রয়েছে; ফলে প্রতিযোগিতা অনেক ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অসাধু উপায় অবলম্বন করে থাকে। তাই তো কোনো সক্ষমতা বিবেচনায় না নিয়ে অর্থের বিনিময়ে দেয়া হচ্ছে উচ্চমানের রেটিং। ফলে ঋণখেলাপি হয়ে পড়ছে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান। এভাবেই ভুয়া ক্রেডিট রেটিংয়ের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। কিন্তু ভুয়া রেটিংয়ের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহি করাচ্ছে না রাষ্ট্রের কোনো সংস্থা।

অনেক বড় বড় ঋণখেলাপি কোম্পানি কোনো না কোনো অ্যাজেন্সির মাধ্যমে রেটিং করিয়ে ঋণ পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব কোম্পানি যে সম্পদ দেখিয়েছে, তা একেবারে ভুয়া। কিছু কিছু কোম্পানি শত কোটি টাকার ওপরে সম্পদ দেখালেও বাস্তবে তার দাম এক কোটিও নেই। ঋণ আদায়ের জন্য ওইসব কোম্পানির সম্পদ নিলামে ডাকা হলেও কেউ সাড়া দিচ্ছে না। জালিয়াতি করে নেয়া হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ এখন ব্যাংকগুলোর মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে।

অনেক বড় বড় ঋণখেলাপি কোম্পানি কোনো না কোনো অ্যাজেন্সির মাধ্যমে রেটিং করিয়ে ঋণ পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এসব কোম্পানি যে সম্পদ দেখিয়েছে, তা একেবারে ভুয়া। কিছু কিছু কোম্পানি শত কোটি টাকার ওপরে সম্পদ দেখালেও বাস্তবে তার দাম এক কোটিও নেই। ঋণ আদায়ের জন্য ওইসব কোম্পানির সম্পদ নিলামে ডাকা হলেও কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হিসাবে, ব্যাংকিং খাতে মোট খেলাপি ঋণ এক লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু আইএমএফের হিসাবে এই ঋণ দুই লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা। ক'য় বছর আগে সংসদে দুই হাজার ঋণখেলাপির তালিকা দিয়েছিল সরকার। এই প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো না কোনো ক্রেডিট রেটিং কোম্পানির কাছ থেকেই রেটিং সনদ নিয়েছে। একই অবস্থা শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রেও। আর্থিক অবস্থা দুর্বল থাকা সত্ত্বেও কোম্পানির চাহিদামতো এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রেটিং করার অভিযোগ উঠেছে। এতে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে। এরই সামগ্রিক প্রভাব মুডিসের ঋণমান কমানোর উদ্যোগ।

পরিশেষে বলতে হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি সাতটি ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং পর্যালোচনা করে মুডিস ইনভেস্টর সার্ভিস ইঙ্গিত দিয়েছে, একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের ঋণমান বা ক্রেডিট রেটিং পুনর্মূল্যায়ন করতে এসব ব্যাংকের রেটিং পুনর্মূল্যায়ন করা হচ্ছে। বর্ধিত ঋণ সহায়তা বা বর্ধিত তহবিল সহায়তা পাওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ আইএমএফের সাথে চুক্তি করতে চলেছে। কিন্তু কর্মসূচি-সংক্রান্ত শর্তাবলি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বিভিন্ন ঝুঁকির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ও সমাজব্যবস্থায় যে প্রভাব পড়তে পারে, তা মোকাবেলায় সরকারি সামর্থ্যে দুর্বলতা রয়েছে। একে তো দেশে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কট, তার সাথে ঋণমান কমে গেলে আইএমএফসহ বিদেশী আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ঋণ দিলে দেশ শত বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে দেউলিয়াত্বের মুখে পড়তে পারে; আসুন, সতর্ক হই।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট





না ফেরার দেশে কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে

স্পোর্টস ডেস্ক: কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে আর নেই। ব্রাজিলের সাও পাওলোর একটি হাসপাতালে গত ২৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। এক বছরের বেশি সময় ধরে কোলন ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিলেন তিনবারের বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে কাতার বিশ্বকাপে উপস্থিতও হতে পারেননি পেলে। বড়দিনেও হাসপাতালের বেডে শুয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সময় কাটিয়েছেন। গত ২৯ নভেম্বর ক্যানসার আক্রান্ত পেলেকে ব্রাজিলের সাও পাওলোর আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের বরাতে বিবিসি জানায়, দীর্ঘ অসুস্থতার পর বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন পেলে। ব্রাজিলের সাও পাওলোর একটি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।



পেলেকে নিয়ে রোনালদোর আবেগঘন স্ট্যাটাস

স্পোর্টস ডেস্ক: দিয়েগো ম্যারাডোনার পর না ফেরার দেশে চলে গেলেন ফুটবলের আরেক জীবন্ত কিংবদন্তি পেলে। ৮২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ‡পলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পরার পর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রতি-মহারতিরা তার জন্য শোক প্রকাশ করেন। পেলের পরিবারকে সমবেদনা জানান।

পর্তুগালের সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো পেলের মৃত্যুর খবর জানার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘সকল ব্রাজিলিয়ানদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। বিশেষ করে এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তোর পেলের পরিবারের প্রতি। তিনি আরও লেখেন, চিরন্তন রাজা পেলের ‘নিছক বিদায়’ যে ব্যথা পুরো ফুটবল বিশ্বকে আলিঙ্গন করেছে তা প্রকাশ করার জন্য কখনই যথেষ্ট নয়।

পর্তুগিজ তারকা আরও লেখেন, ‘বিশ্ব ফুটবলের জন্য পেলে ছিলেন জীবন্ত অনুপ্রেরণা। তিনি আমাদের কাছ থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন।’ ‡রানালদো আরও লেখেন, পেলে সবসময় আমার জন্য যে স্নেহ দেখিয়েছেন। তাকে কখনই ভোলা যাবে না এবং তার স্মৃতি আমাদের প্রত্যেক ফুটবলপ্রেমীর মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকবে। শান্তিতে বিশ্রাম নিন, রাজা পেলে।

ফুটবল বিশেষজ্ঞদের অনেকেই পেলেকে বিশ্বের সেরা ফুটবলার বলে থাকেন। তিনি ৬৯৪ ম্যাচে অংশ নিয়ে ৬৫০ গোল করেন। জাতীয় দলের হয়ে ৯২ ম্যাচে অংশ নিয়ে করেন ৭৭ গোল।



মার্টিনেজের বিতর্কিত উদযাপন, যা বললেন এমবাপ্পে

স্পোর্টস ডেস্ক: কাতার বিশ্বকাপের শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনালে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জিতে শিরোপা নিশ্চিত করে আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসির নেতৃত্বাধীন দলের এই জয়ের মধ্য দিয়ে ৩৬ বছরের শিরোপার খরা কাটাল আর্জেন্টাইনরা। তিন যুগ পর বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে বিতর্কিত ঘটনার জন্মদেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। তার সেই বিতর্কিত উদযাপন নিয়ে কথা বলেছেন ফ্রান্সের তারকা খেলোয়াড় কিলিয়ান এমবাপ্পে। তিনি বলেন, এ ধরনের উদযাপনে কোনো সমস্যা নেই।

এমবাপ্পে বলেন, দীর্ঘ সময় মেসি একটি কাপের সন্ধান করে যাচ্ছেন। যেটি আমারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি সেটি অর্জন করতে পারিনি। তবে আমি সব সময় ভালো খেলোয়াড় হওয়ার



পেলেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তারকারা যা বললেন

স্পোর্টস ডেস্ক: ফুটবলের আরও এক কিংবদন্তির মৃত্যু। দিয়েগো ম্যারাডোনার পর না ফেরার দেশে চলে গেলেন পেলে। এই দুই মহাতারকাকে হারিয়ে ফুটবল যেন অভিভাবকহীন হয়ে গেলো। দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর মৃত্যুর কাছে হার মানলেন পেলে। ব্রাজিলকে তিনবার বিশ্বকাপ ট্রফি উপহার দিতে অগ্রণীভূমিকা পালন করা পেলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের তারকারা।

সর্বকালের সেরার স্বীকৃতি পাওয়া লিওনেল মেসি-ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, নেইমার-কিলিয়ান এমবাপ্পেরাও এসেছেন সেই পথ ধরে। পেলের মৃত্যু কাঁদিয়েছে তাঁদেরও। পেলের মহাপ্রয়াণে বার্তা দিয়েছেন তারাও। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেসি লিখেছেন, ‘শান্তিতে ঘুমান পেলে।’

নেইমার লিখেছেন, ‘পেলের আগে ১০ নম্বর ছিল শুধুই একটি সংখ্যা। আমি কোনো এক সময় কোথায় জানি এটা পড়েছিলাম। সুন্দর হলেও সেটা ছিল অসম্পূর্ণ। আমি বলতে চাই, পেলের আগে ফুটবল ছিল শুধুই একটা খেলা। পেলে সব কিছু বদলে দিয়েছে। তিনি ফুটবলকে শিল্পে বদলে দিয়েছেন, আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছেন। তিনি দরিদ্রদের, কালোদের কণ্ঠস্বর দিয়েছেন। বিশেষ করে ব্রাজিলিয়ানদের দৃশ্যমান করেছেন। ফুটবল এবং ব্রাজিলের মানকে ওপরে তোলার জন্য রাজাকে ধন্যবাদ। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর জাদু থেকে গেল। পেলে চিরন্তন।’

পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো লিখেছেন, পেলের পরিবার ও ব্রাজিলের জন্য আমার গভীর সমবেদনা। ফুটবলের চিরন্তন রাজার বিদায় ফুটবল-দুনিয়া যে ব্যথা অনুভব করছে তা প্রকাশ অযোগ্য। তিনি লাখো মানুষের অনুপ্রেরণা। সারাজীবনের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। আমাদের মতো ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে তিনি থেকে যাবেন সব সময়। শান্তিতে ঘুমান রাজা পেলে।’

ব্রাজিলিয়ান কাসেমিরো বলেছেন, ‘শান্তিতে ঘুমান পেলে। ফুটবল এবং ব্রাজিলকে আপনি যে গৌরব এনে দিয়েছেন সে জন্য ধন্যবাদ। আপনার উত্তরাধিকার চিরন্তন।’

এমবাপ্পেকে লিখেছেন, ‘ফুটবলের রাজা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তবে তার কীর্তি কখনো আমাদের ছেড়ে যাবে না। শান্তিতে ঘুমান রাজা’।

রাহিম স্টার্লিং লিখেন, ‘শান্তিতে ঘুমান কিংবদন্তি’।

নিজের সঙ্গে পেলের হাস্যোজ্জ্বল ছবি দিয়ে গ্যারি নেভিল লিখেছেন, ‘কিংবদন্তি পেলে শান্তিতে ঘুমান। কি সুন্দর হাসি।’

যে কারণে পেলে সর্বকালের সেরা



[illegible] তারকা পেলের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান গোটা ফুটবল বিশ্ব। এক হাজার ২৮১ গোলের বিশ্বরেকর্ড গড়েন পেলে। একমাত্র খেলোয়াড় হিসাবে তিনবার বিশ্বকাপ জেতা সাবেক ফরোয়ার্ড পেলে ২০০০ সালে ফিফার শতাব্দীসেরা খেলোয়াড়দের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছিলেন। অনেকের চোখেই তিনি সর্বকালের সেরা ফুটবলার। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘মেইল অনলাইন’ এক প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে, পেলেকে কেন সর্বকালের সেরা বলা হয়। তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো।

সাও পাওলোর দারিদ্রপীড়িত বস্তিতে তার জন্ম। সেখানকার রাস্তায় মোজা মুড়িয়ে বল বানিয়ে কিংবা জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলতেন। ঠিক খেলতেন নয়, খেলার পাশাপাশি জাদুকরি সব মুহূর্তের জন্ম দিতেন ওই অল্প বয়সেই। পরিবারের একটা ফুটবল কিনে দেওয়ার সামর্থ্যও ছিল না। কিন্তু ১৫ বছর বয়সে সেই ছেলেটিই সান্তোসের মূল দলে গোলের পর ১৬ বছর বয়সে খেলেছেন ব্রাজিল জাতীয় দলে। আর ১৭ বছর বয়সে ১৯৫৮ বিশ্বকাপে ৪ ম্যাচে ৬ গোল করে ব্রাজিলকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ। হয়ে গেলেন সর্বকণিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপজয়ী!

১৯৫৮ বিশ্বকাপের আগে পেলে চোট পেয়েছিলেন। তার সতীর্থরাই চাপাচাপি করে পেলেকে সুইডেন বিশ্বকাপে নিয়ে যান। সেই বিশ্বকাপে পেলে ৬টি গোল করেন। ফাইনালে জোড়া গোল করেছিলেন। ম্যাচ শেষে আনন্দের আতিশায্যে মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন ১৭ বছর বয়সী পেলে। জ্ঞান ফেরার পর প্রতিপক্ষ (সুইডেন) দলের খেলোয়াড় সিগভার্দ পার্লিং পেলেকে বলেছিলেন, ‘তোমার দ্বিতীয় গোল দেখে করতালি দিতে ইচ্ছে করছিল।’

১৯৬২ বিশ্বকাপে পেলে চোটের কারণে দুই ম্যাচের বেশি খেলতে পারেননি। সেবার ব্রাজিলকে জেতালেন গারিঞ্চা। পরের বিশ্বকাপেও কড়া ট্যাকলের শিকার হয়ে পেলে বিদায় নিলেন প্রথম রাউন্ড থেকে। ব্রাজিলও বিদায় নেয় তার সঙ্গে।

এই চোটের কারণেই ১৯৭০ বিশ্বকাপে পেলের খেলার কথাই ছিল না। কিন্তু এই বিশ্বকাপেই ‘গোল অব দ্য সেঞ্চুরি’র পাসটি ছিল তাঁর পা থেকে। ‘শতাব্দীর সেরা ফুটবলার’-এর সিগনেচার পাস ছিল সেটি। ইতালির বিপক্ষে সেই ফাইনাল ৪-১ গোলে জিতেছিল ব্রাজিল।

এই ম্যাচে পেলেকে মার্ক করার দায়িত্ব ছিল ইতালির ডিফেন্ডার তারচিসিও বারজিনিচের ওপর। তিনি বলেছিলেন, ‘ফাইনালের আগে আমি নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছিলাম, সে (পেলে) আমাদের মতোই রক্তমাংসের মানুষ। আমি ভুল ভেবেছিলাম।

১৯৭০ বিশ্বকাপের আগে রাজনৈতিক কারণে ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে ছাঁটাই হওয়া হোয়াও সালদানাকে ব্রাজিলের এক ক্রীড়ালেখক জিজ্ঞেস করেছিলেন, ব্রাজিলের সেরা গোলকিপার কে? সালাদানা বলেছিলেন, পেলে। সেই ক্রীড়ালেখক পাল্টা জানতে চান, বেশ, তাহলে সেরা রাইটব্যাক? এবারও উত্তর এলো, পেলে।

মোটামুটি দলের অর্ধেক পজিশনে পেলের নাম বলার পর সালাদানা খানিক হেসে বলে ফেলেন, পেলে যেকোনো পজিশনেই বিশ্বের সেরা ফুটবলার। সান্তোস, ব্রাজিল ও নিউইয়র্ক কসমসের হয়ে মোট ৪০ ট্রফি জিতেছেন পেলে। তিনি ও ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার মিলে ফুটবলের ভিত গড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে।

উয়েফার সভাপতি থাকতে মিশেল প্লাতিনি একটা মন্তব্য করেছিলেন, ফুটবলার পেলে ও মানুষ পেলে। কিন্তু পেলে যখন ফুটবল খেলেছেন তখন তিনি ঈশ্বর হয়ে উঠেছেন।

ইতিহাসই সে কথা বলে। সেটা শুধু ১৩৬৬ ম্যাচে ১২৮২ গোলের জন্য নয়, প্রতিভার দ্যুতিতে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার জন্যও নয়। বরং খেলাটির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং সেটা পৃথিবীর মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার জন্যও পেলের কোনো তুলনা নেই। একটা খেলায় একজন অমর কিংবদন্তির কাছ থেকে লোকে আর কি আশা করতে পারে?

গত নভেম্বর থেকে সাওপাওলোর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে ছিলেন ব্রাজিলের ‘কালো মানিক’। জীবনের আঙিনায় আর ফেরা হলো না তার।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

আ. লীগের মনোনয়ন পেলেন না মাহি

(শেষের পাতার পর)

মাহি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ (ভোলাহাট-গোমস্তাপুর-নাচোল) আসন থেকে তাকে মনোনয়ন না দিয়ে ওই আসনে জিয়াউর রহমানকে মনোনয়ন দিয়েছে দলটি। রোববার (১ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডের সভায় নেওয়া হয় এ সিদ্ধান্ত। এর আগে শুক্রবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে গিয়ে মাহি মনোনয়ন ফরম জমা দেন।

সম্প্রতি মাহি ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন 'বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং রাজশাহী বিভাগের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

বিএনপির হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তে দলটির সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের ফলে অন্য এলাকার মতো চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ (গোমস্তাপুর-ভোলাহাট-নাচোল) আসনও শূন্য ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ঘোষিত তারিখ অনুযায়ী ২০২৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের পাঁচটি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ডায়াবেটিসে খাদ্যাভ্যাসের ভুল ধারণা

(শেষের পাতার পর)

মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটি সে রকম নয়। ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কিছু ধারণা প্রচলিত আছে, যার অধিকাংশই ভুল।

চিনি ডায়াবেটিসের কারণ: আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন অনুসারে চিনি ডায়াবেটিসের কারণ নয়। তবে বেশি চিনিযুক্ত খাবারে সাধারণত ক্যালরি বেশি থাকে, যা ওজন বাড়িয়ে তুলে ঝুঁকির কারণ হতে পারে। তাই চিনিযুক্ত খাবার ও পানীয় পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে।

বিশেষ খাবার প্রয়োজন: সবার মতো ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের সুষম খাদ্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাদের জন্য সব সময় পৃথক খাবার প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই। সুষম খাবার হলো স্বাস্থ্যকর চর্বি, শাকসবজি, পূর্ণ শস্যদানা, চর্বিযুক্ত প্রোটিন ইত্যাদি। এগুলো রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। লো-গ্লাইসেমিকযুক্ত খাবার খেতে হবে। এগুলো শরীরে শর্করা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ওজন কমাতে সহায়ক হতে পারে।

প্রোটিন রক্তে সুগার বাড়ায় না: প্রোটিন একটি অত্যন্ত তৃপ্তিকারী ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট, যা আপনাকে খাওয়া-দাওয়ায় পরিপূর্ণ বোধ করাতে সহায়তা করে। এমনকি উচ্চ প্রোটিন ডায়েট ওজন কমাতে পারে। তবে পেশি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন ঘাটতি পূরণে ব্যবহৃত না হলে ক্যালরিতে রূপান্তরিত হবে, যা ওজন বাড়িয়ে তুলতে পারে। বেশি প্রোটিন খাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে সুষম খাবার খাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করুন।

শর্করা একেবারে বাদ দেয়া: না খেয়ে থাকা ডায়াবেটিস রোগীদের হাইপোগ্লাইসেমিয়ার একটি লক্ষণ। শর্করা আপনার বয়স, ওজন এবং শারীরিক পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। এ-জাতীয় খাবারের জন্য জটিল শর্করার পাশাপাশি বেশি আঁশযুক্ত খাবারের দিকে মনোযোগ দিন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সাম্প্রতিক স্বরূপ

॥ মোশতাক আহমেদ ॥

ঢাকায় ১৯৭৩ সালের আজকের দিনে বিরোধী মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ভিয়েতনামি জনগণের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে পুলিশ গুলি করে। শহীদ হন মতিউল ইসলাম ও মির্জা কাদের। তখন থেকে দেশের বাম-প্রগতিশীল সংগঠনগুলো ১ জানুয়ারী তারিখটিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

প্রশ্ন হচ্ছে- সাম্রাজ্যবাদ কী? ভ. ই. লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করেছিলেন পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় হিসেবে এবং এই শিরোনামে তিনি একটি গ্রন্থও লিখেছিলেন রুশ বিপ্লবের ঠিক দেড় বছর আগে ১৯১৬ সালের জানুয়ারি-জুন সময়কালে। এই গ্রন্থে লেনিন পুঁজিবাদের বিকাশের বৈশিষ্ট্য ও দ্বন্দ্বসমূহ তুলে ধরে এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ করেছে। তখন থেকেই জোরেশোরে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি রাজনৈতিক সাহিত্যে উচ্চারিত হয়ে আসছে।

লেনিনের উল্লিখিত গ্রন্থ প্রকাশের পর গত একশ বছরের বেশি সময়ে বিশ্ব দেখেছে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা। দেখেছে ঔপনিবেশিক শক্তির ভৌগোলিক নিগড় থেকে অনেক জাতিগোষ্ঠীর বেরিয়ে আসার সংগ্রাম। এই সময়ে সাধিত হয়েছে প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন। এর সঙ্গে পালল্লা দিয়ে বিশ্ব জনসংখ্যার জ্যামিতিক উল্লম্ফন পুঁজির বাজারকেও করেছে অস্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারিত। প্রযুক্তি আর জনমিতির এই পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের দেশে দেশে সমাজ কাঠামো ভেঙেচুরে মানুষের চাহিদার ক্ষেত্র আমূল বদলে দিয়েছে। পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বসমাজের এই পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে পরিবর্তন এনেছে তার কৌশলে। সাম্রাজ্যবাদের এই কৌশল পরিবর্তন বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার দাবি রাখে। শুরুতে কোনো দেশ দখল করে সেখানে বাজার প্রতিষ্ঠার যে কৌশল, বাস্তব কারণেই তা থেকে অনেক আগেই তারা সরে এসেছে। এর স্থলে গুরুত্ব দিয়েছে সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার। যেখানে প্রত্যক্ষভাবে সরকার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়, সেখানে পরোক্ষভাবে বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করাই তার লক্ষ্য। মূল লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিস্তার। এ জন্য 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন' নীতি নিয়েই এরা কাজ করে। একসময়ে সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য ছিল ছলেবলে কৌশলে সম্পদসমৃদ্ধ দেশসমূহ দখলে নিয়ে সেই সব সম্পদের ওপর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা- যেমনটি এরা করেছে আফগানিস্তান এবং আফ্রিকার খনিজ-সমৃদ্ধ অনেক দেশে। এই ধরনের দখলদারিত্ব বহাল রাখতে তারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে প্রক্সিযুদ্ধের। এর মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ দুদিক থেকে মুনাফা লুটেছে। একদিকে এই সব দেশের সম্পদ লুণ্ঠন, অন্যদিকে এসব জায়গায় এক ধরনের কৃত্রিম নিরাপত্তা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে 'নিরাপত্তা বাণিজ্যের' সম্প্রসারণ।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই নাইন-ইলেভেনের ঘটনাকে পুঁজি করে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়াসহ পৃথিবীজুড়ে সন্ত্রাস দমনের নামে যে নিরাপত্তা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, তাতে আর যা-ই হোক না কেন, নিরাপত্তাসামগ্রীই বিক্রি হয়েছে বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আর এই পরিস্থিতি সারা বিশ্বে সাধারণ মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য দেশে দেশে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, এসবের বীজ বুনে সামগ্রিক অবস্থা ভীতিপ্রদ করে তুলেছে যাতে মানুষ নিরাপত্তাসামগ্রী কিনতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এই যে বাংলাদেশে পর্যন্ত প্রতিটি দোকান, শপিংমলে নিরাপত্তা আর্চ, স্ক্যানার, সিকিউরিটি লক, সিসিটিভি ক্যামেরা, এসবের ব্যবসায়িক মূল্যটা কী, কেউ ভেবে দেখেছেন?

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজির দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখার কোনোই কারণ নাই- যেমনটি লেনিন বলে গেছেন একশ বছর আগে। তবে একজন চালাক ব্যবসায়ী যেমন কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্য নিয়েই সারা জীবন বসে থাকেন না, বাজারের চাহিদা আর অবস্থা বুঝে পণ্য বদলান, প্রয়োজনে দোকানের কর্মচারীসহ এর খোলনলচেই বদলে দেয়, আবার অবস্থাভেদে নতুন পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যবাদ বা সাম্রাজ্যবাদী বলতে কোনো বিশেষ দেশকে বুঝতে গেলে ভুলের সম্ভাবনা থেকে যাবে। এটি একটি ব্যবস্থা; যা বিশ্বজুড়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে সতত ক্রিয়াশীল। সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে এ নিজের রং বদলায়, বদলায় কৌশল। এর কাজ সহজ ও সাবলীল করার স্বার্থে বিভিন্ন কৌশলে কখনও সামরিক এক-নায়কতন্ত্র, কখনওও গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র কায়েমে সহযোগিতা করছে। কিন্তু এই সত্য তারা ভালোই বুঝে যে কোনো দেশে সুস্থ স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকলে তাদের এই পুঁজির শোষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই তারা অগণতান্ত্রিক সমাজ এবং সরকারকেই পছন্দ করে বেশি। সে কারণেই মুখে যা-ই বলুক না কেন, দেশে দেশে মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা পিছপা হয় না। অন্যদিকে মানুষের দৃষ্টি মৌলিক সমস্যা থেকে দূরে রাখতে তারা আকর্ষণীয় সব ধারণা নিয়ে হাজির হয়। যেমন- ধারণাগত মানবাধিকার নিয়ে তারা যত না উচ্চকণ্ঠ, মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক অধিকারগুলো নিয়ে ততটা কখনোই নয়।

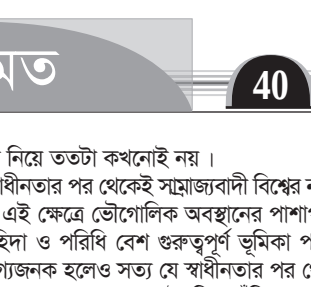
> **এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে সব দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও শক্তির ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শক্তিশালী করতে হবে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। পাল্টাতে হবে প্রচলিত ব্যবস্থা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ কাজে বাম দলসমূহকেই এগিয়ে আসতে হবে, পালন করতে হবে অগ্রণী ভূমিকা। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদ কিংবা পুঁজিবাদ যেমন অবস্থা বুঝে তাদের কৌশল পাল্টায়, বামদেরও তাদের একশ বছর পুরোনো ধ্যানধারণা বদলিয়ে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।**

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের নজর পড়ে আছে। এই ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি বাজারের চাহিদা ও পরিধি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে স্বাধীনতার পর থেকে দেশে যত সরকার এসেছে, সবাই বিশ্ব পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষা করেই রাষ্ট্র পরিচালনা করে আসছে। তারই ফলে দেশ আজ্ঞগোষ্ঠী পুঁজিবাদের (ক্রনি ক্যাপিটালিজম) এর জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে চলেছে। দেশের মোট সম্পদের সিংহভাগ গুটিকয় ব্যবসায়ীর হাতে বন্দি। ক্রমেই বেড়ে চলেছে সমাজে আয়বৈষম্য। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ধনী থেকে ধনী হচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ হচ্ছে নিঃস্ব থেকে আরও নিঃস্ব। আর, সরকার বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের প্রেসক্রিপশন মতে পুঁজিপতিদের স্বার্থে আইন প্রণয়নসহ সব ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ সবই সাম্রাজ্যবাদীদের খুশি রাখার প্রয়াস মাত্র। ফলে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির এক লীলাক্ষেত্র।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে সব দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও শক্তির ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শক্তিশালী করতে হবে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। পাল্টাতে হবে প্রচলিত ব্যবস্থা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ কাজে বাম দলসমূহকেই এগিয়ে আসতে হবে, পালন করতে হবে অগ্রণী ভূমিকা। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদ কিংবা পুঁজিবাদ যেমন অবস্থা বুঝে তাদের কৌশল পাল্টায়, বামদেরও তাদের একশ বছর পুরোনো ধ্যানধারণা বদলিয়ে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

মনে রাখতে হবে, গত একশ বছরে বিশ্বজুড়েই সমাজ বদলে গেছে, বদলে গেছে শ্রেণির ধারণাও। তাই আজ নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে নতুন কৌশল নির্ধারণ করে সাম্রাজ্যবাদ তথা পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্য মোকাবিলা করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী ও কার্যকর বাম সংগঠন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংহতি দিবসে- এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

মোশতাক আহমেদ: কলাম লেখক ও জাতিসংঘের সাবেক কর্মকর্তা

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

১ জানুয়ারী ছিল কবি তমিজ

(শেষের পাতার পর)

আশীর দশকের অন্যতম প্রধান কবি তমিজ উদ্ দীন লোদীর কবিতায় নিসর্গ, মানুষ ও তাঁর নানা অনুষঙ্গ যেমন তেমনি তিনি তুলে আনেন সমাজ ও মানুষের নানা অসঙ্গতি। তার অফুরন্ত সম্ভাবনার কথাও তিনি বিস্মিত হন না । বরং এক আশ্চর্য চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটান তাঁর কবিতায়। এইসব উজ্জ্বল, মানবিক অস্তিত্ব চেতনায় ঋদ্ধ এবং শিল্পসম্মতভাবে রূপায়িত হয় তাঁর কবিতা। তিনি পেশায় একজন প্রকৌশলী। দীর্ঘদিন বাংলাদেশ রেলওয়েতে কাজ করার পর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরীতে প্রবাস জীবনযাপন করছেন। সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র পক্ষ থেকে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। এ উপলক্ষে তাঁকে নিয়ে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হলো।

কমিউনিটি সেবায় আরো

(শেষের পাতার পর)

অষ্টম বর্ষপূর্তী আর ইংরেজী নতুন বছর ঘিরে নতুন আঙ্গীকে চালু করা হলো চ্যানেলটির ওয়েব সাইট। এ উপলক্ষ্যে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় চ্যানেলটির নিজস্থ স্টুডিওতে দর্শকদের উপস্থিতিতে লাইভ অনুষ্ঠানে এর ঘোষণা দেন টাইম টিভির সিইও আবু তাহের। টাইম টিভির নিউজ প্রেজেন্টার দিমা নেফার তিতির উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেবায় চ্যানেলটির ভূমিকার কথা তুলে ধরে এর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এসময় নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু ও রবার্ট জ্যাকসন ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মর্টগেজ লোন স্পেশালিষ্ট জান ফাহিম, প্রবীণ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ বদরুল হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক আলহাজ সোলায়মান ভূইয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, এটর্নী নাজমুল আলম, মূলধারার রাজনীতিক এটনী মঈন চৌধুরী, প্রফেসর এহতেশামুল হক, ডা. মনজুর মোর্শেদ, নি-উইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী হেলাল আহমেদ, ইশতিয়াক আলম, কমিউনিটি লীডার আব্দুস শহীদ, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ফেরদৌস খান, ট্যাক্স ইনরোলমেন্ট এজেন্ট মিয়া মোহাম্মদ আফজাল, মোহাম্মদ এ কাশেম, মামুন টিউটোরিয়াল-এর প্রিন্সপ্যাল শেখ আল মামুন, মোহাম্মদ চিশতি সিপিএ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মাজেদা উদ্দিন, টাইম টিভির নিউজ প্রেজেন্টার ফারহানা সালাম প্রমুখ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশনের সাবেক মিনিস্টার (প্রেস) এম মুহাদ্দেস, বিশিষ্ট সাংবাদিক মাঈনুদ্দীন নাসের, নি-উইয়র্ক কাগজ.কম সম্পাদক আফরোজা ইসলাম, জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী মোনালিসা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে আনুষ্ঠানে টাইম টিভির আগামী কর্মসূচী তুলে ধরেন বিজনেস ডিপার্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ হাসিফ রাশিদ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে টাইম টিভি'র ওয়েব সাইট নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন 'আইটি এন্ড ডিজিটাল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের এক্সকিউটিভ' মোহাম্মদ ফারুক হোসেন

সবশেষে নতুন বছর উপলক্ষ্যে অতিথিদের নিয়ে টাইম টিভির কেক কাটেন সিইও আবু তাহের এবং বাংলা পত্রিকা'র কেক কাটেন বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান।

কড়া জবাব বিএসপিএর

(শেষের পাতার পর)

দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির (বিএসপিএ)। গত শুক্রবার বিএসপিএ বাংলাদেশের সর্বকালের সেরা ১০ ক্রীড়াবিদ নির্বাচন করেছে। যাতে সেরা হয়েছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান আর দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন সাবেক তারকা ফুটবলার তথা বর্তমান বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন। দ্বিতীয় হওয়ায় নাকি তিনি নাখোশ হয়েছেন।

বিএসপিএর ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ পুরস্কার বা সম্মাননা দেওয়া হয়েছে ব্যক্তি সালাউদ্দিনকে। কিন্তু সালাউদ্দিন বিষয়টি নিয়ে বাফুফের জরুরি মিটিং ডাকেন। সেই মিটিং থেকে এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা আসায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বিএসপিএ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সামন হোসেনের সই করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এটা আমাদের জন্য নতুন হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খুবই প্রচলিত সংস্কৃতি। বিএসপিএ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে কাজটা করেছে এবং ক্রীড়াঙ্গনের সেরাদের সম্মান জানাতে পেরে খুশি। ক্রীড়াবিদদের পুরস্কৃত করা ও সম্মান জানানোর ধারা বিএসপিএর অনেক পুরোনো।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'সেই ১৯৬৪ সাল থেকে বর্ষসেরা ক্রীড়া পুরস্কার দিয়ে আসছে এবং এটা ক্রীড়াঙ্গনের সর্বপ্রথম, খুবই গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ বলেই বিবেচিত। এটাই আমাদের গর্ব। বিএসপিএ পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানিয়েছে সাবেক ফুটবল সুপারস্টার কাজী সালাউদ্দিনকে। এই সম্মাননা তার খেলোয়াড়ি জীবনের কীর্তির জন্য। কিন্তু ব্যক্তির পুরস্কার কী করে বাফুফের নির্বাহী কমিটির বিষয় হয়ে ওঠে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। বাফুফের চিঠিতে এটাকে "প্রহসনের পুরস্কার" বলা হয়েছে, যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। প্রথমত, বাফুফে এর কোনো অংশ নয়। দ্বিতীয়ত, প্রহসনের পুরস্কার বললে বাকি পুরস্কারপ্রাপ্ত কীর্তিমানদের অসম্মান করা হয়।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ড্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ভোট দিলো বাংলাদেশ, রাশিয়া, চীন সহ ৮৭ দেশ

(শেষের পাতার পর)

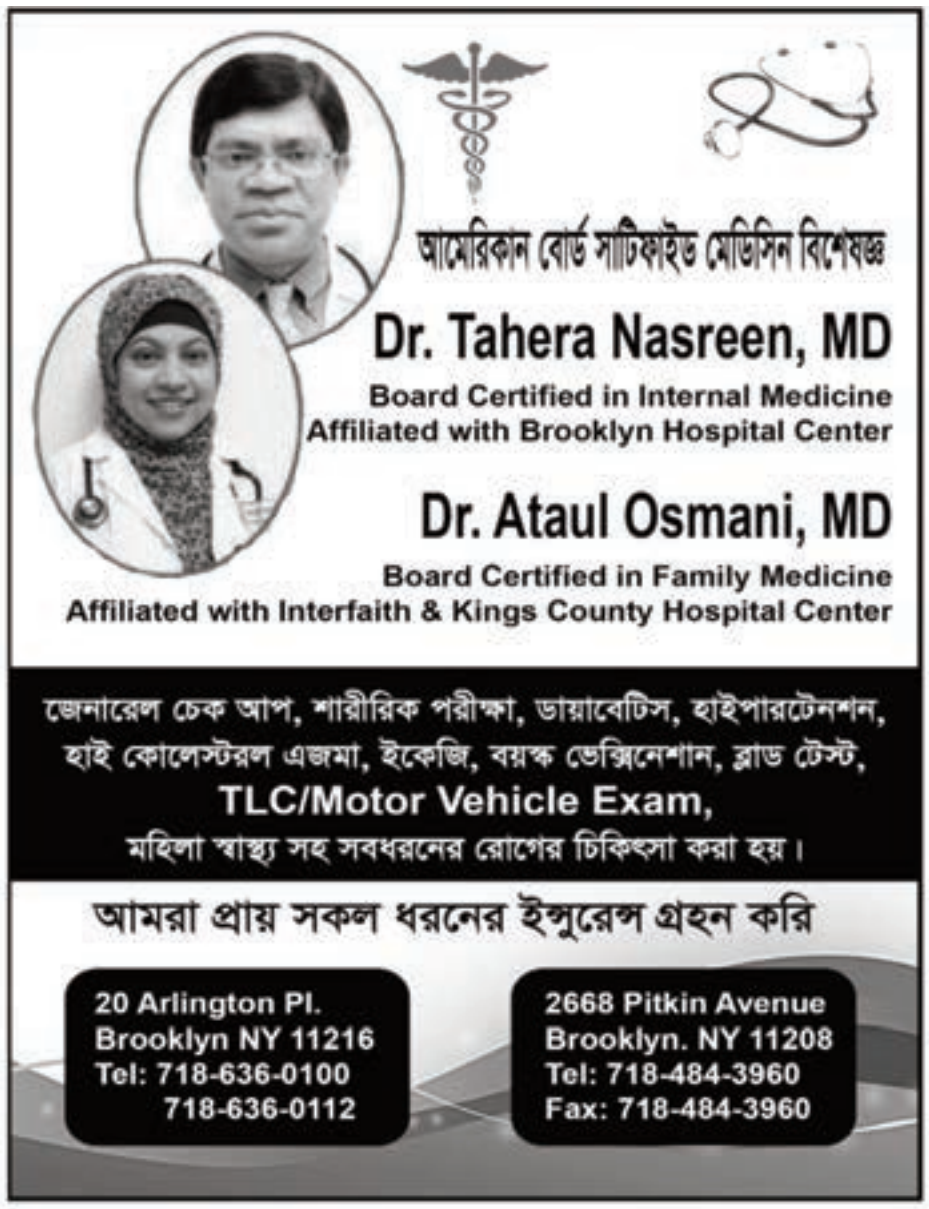
পড়েছে ৮৭ ভোট। এর মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে রাশিয়া, চীন, ইরান, আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, সৌদি আরব প্রভৃতি। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য ২৪টি দেশ এর বিরুদ্ধে ভোট দেয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশ হলো ইসরাইল, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি। ভোটদানে বিরত থাকে ফ্রান্স, ব্রাজিল, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, জাপান, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড সহ ৫৩টি দেশ। ফলে পক্ষে বেশি ভোট পড়ায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে পশ্চিম তীর, গাজা ও জেরুজালেম দখল করে ইসরাইল। এর মধ্যে পূর্ব জেরুজালেমকে নিজেদের রাজধানী হিসেবে চায় ফিলিস্তিন। তবে ২০০৫ সালে গাজা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় ইসরাইল। প্রতিবেশী মিশরের সঙ্গে সেখানকার ছিটমহলের সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করছে তারা। এসব নিয়ে অব্যাহত আন্দোলন করছেন ফিলিস্তিনিরা। তাদেরকে বিভিন্ন সময় সমর্থন দিয়ে গেছে বাংলাদেশ। এবারও তাদের অধিকারের বিষয়ে কোনো ব্যত্যয় হয়নি। গত ৩০ ডিসেম্বর শুক্রবার জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি ভূমি জবরদখল করে রাখায় ইসরাইলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আইসিজের সুপারিশ আহ্বান করে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এর আওতায় আছে দখলদারিত্ব, বসতি স্থাপন, সম্প্রসারণ, জনসংখ্যা তত্ত্বকে বদলে দেয়া, পবিত্র জেরুজালেমের মর্যাদা সহ বিভিন্ন বিষয়। জাতিসংঘের প্রস্তাবে আইসিজের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে এসব পলিসি এবং প্র্যাকটিস কীভাবে দখলদারিত্বের আইনি মর্যাদাকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে। পরামর্শ চাওয়া হয়েছে সব দেশ এবং জাতিসংঘের এক্ষেত্রে আইনি করণীয় কী।

উল্লেখ্য, হেগে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস পরিচিত ওয়ার্ল্ড কোর্ট বা বিশ্ব আদালত হিসেবে। একে বলা হয় জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত। এই আদালত বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ মীমাংসায় কাজ করে থাকে। জাতিসংঘ তাদের কাছে কোনো বিষয়ে মতামত, সিদ্ধান্ত আহ্বান করছে সে বিষয়ে রুলিং দিতে বাধ্য আইসিজে। তবে যে সিদ্ধান্ত বা রুলিংই দেয়া হোক না কেন, তা বাস্তবায়নে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা নেই আইসিজের। শুক্রবার ওই প্রস্তাব ভোটে দেয়ার আগে একটি বিবৃতি দেন জাতিসংঘে ইসরাইলের রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক কোনো পরিষদ/সংগঠন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে, ইহুদিরা নিজেরা তাদের নিজেদের ভূখন্ড দখল করেছে। নৈতিকভাবে ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে যারা ম্যান্ডেট পায় এবং রাজ-নীতিকৃত জাতিসংঘের এমন কোনো বিচারিক পরিষদ/প্রতিষ্ঠানের যেকোনো সিদ্ধান্ত হবে পুরোপুরি বেআইনি।

ওদিকে নভেম্বরের নির্বাচনে পরাজিত হন ইয়াইর লাপিদ। ফলে ইসরাইলের এই সাবেক প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন নতুন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বে-নয়ামিন নেতানিয়াহুর কাছে। শুক্রবার তার দেশের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য নভেম্বরে ইয়াইর লাপিদ বিশ্বনেতাদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই বিষয়টি আদালতে (আইসিজে) পাঠানো হলে তা শুধু 'উগ্রপন্থিদের' পক্ষে যাবে। এখানে উল্লেখ্য, অধিক উদারপন্থি ফিলিস্তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর ২০০৭ সালে গাজার দখল নিয়ে নেয় ইসলামপন্থি যোদ্ধা গোষ্ঠী হামাস। তখন থেকে তিনটি যুদ্ধ করেছে হামাস ও ইসরাইল।

জাতিসংঘে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত রিয়াদ মানসুর বলেছেন, ইসরাইলে শপথ নিয়েছে নতুন এক কট্টর ডানপন্থি সরকার। তারা ইহুদি বসতি সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দেশে এবং বিদেশে ব্যাপকভাবে সমালোচিত এমন নীতি গ্রহণ করেছে তারা। এই সরকার শপথ নেয়ার একদিন পরেই জাতিসংঘে ওই প্রস্তাবের ওপর ভোট হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনারা যারা বা যে-ই ভোট দিয়েছেন, তারা সবাই আন্তর্জাতিক আইন ও শান্তিতে বিশ্বাস করেন। যখন আইসিজে তার রুলিং দেবে, তখন আপনারা সেই সিদ্ধান্তকে সমুন্নত রাখবেন। একই সঙ্গে ঠিক এই মুহূর্তে ইসরাইলি সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। উল্লেখ্য, ২০০৪ সাল থেকে ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনের মধ্যে লড়াই নিয়ে কাজ করছে আইসিজে। ২০০৪ সালে আইসিজে রায় দেয় যে, প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি করা ইসরাইলের কর্মকান্ড বেআইনি। এই রায় প্রত্যাখ্যান করে ইসরাইল। অভিযোগ করে, কোর্টের এই রায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।







বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩ ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাইনিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা) ডি-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বাসা ভাড়া

১১৮-১১ ২০১ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। বাসা খালি আছে। যোগাযোগ: নাঈম। ফোন: ৯২৯-৪২৪-৬৬৩৪ ন-২১/২৮

আবশ্যক

মেইন শেফ আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি রেষ্টুরেন্টে আকর্ষণীয় বেতনে কাজ করার জন্য মেইন শেফ ও তান্দুরী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-২২৮-৯১৪১ (ওনার) ডি-০৫/১২

বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯। ডি-০৫/১২

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯ ডি-০৫/১২

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮। অক্টো-৩১

আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক। যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

রুমমেট আবশ্যক

ইস্টএলমাস্টের নরর্দানবুলেবার্ড এলাকার ৮১স্টিটের উপরে ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে দ্বিতীয় তলায় দুইজন রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
ডি-২৬/জা-০২

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

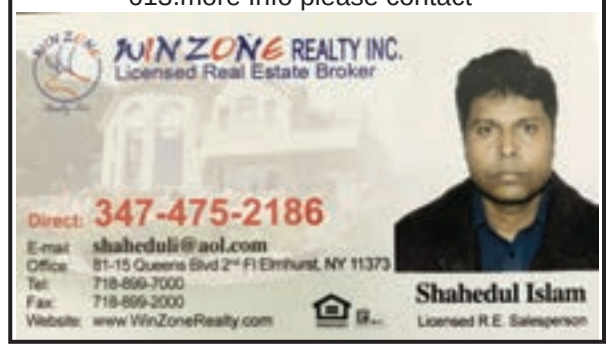
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ গুরুতর অসুস্থ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিশিষ্ট সাংবাদিক, ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাব ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম সদস্য মাইন উদ্দিন আহমেদ গুরুতর অসুস্থ। তিনি বর্তমানে জ্যামাইকা মেডিক্যাল সেন্টারে (হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত সপ্তাহে ওজনপার্কের বাসায় অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি কিডনী সমস্যা সহ নানাবিধ শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। খবর ইউএনএ'র।

সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর পুত্র রিয়াজ আহমেদ বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান, আব্বা গত ২৭ মঙ্গলবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে জরুরী ভিত্তিতে জামাইকা মেডিক্যাল সেন্টারের (হাসপাতাল) জরুরী বিভাগে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে প্রাথমিক চেকআপে তার কিডনীতে টিউমার ধরা পরে, ডাক্তাররা ক্যান্সারের সম্ভাব্যতা যাচাই করছেন। সার্জারির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সার্জারির পর বায়োপসির মাধ্যমে ক্যান্সার বিষয়ক সন্দেহ দূর হবে এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসার দিক নির্ধারণ করা হবে। তিনি জানান প্রয়োজনে অব্বাকে মানহাটানস্থ মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে স্থানান্তর করা হতে পারে।



সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর সুস্থতার জন্য রিয়াজ আহমেদ সবার দোয়া কামনা করেছেন। এবং আপাতত তার ফোনে কল না করাই ভালো বলে চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিকে সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর সুস্থ্যতা কামনা করে কমিউনিটির সবার দোয়া কামনা করেছেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক মনেয়ারুল ইসলাম।











জ্যামাইকায় উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন আফতাব সুপারমার্কেট

(শেষের পাতার পর)

স্টোরটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুপার মার্কেটটির কর্ণধার বাংলাদেশী ব্যবসায়ী জুয়েল আহমেদ। এসময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, ফরহাদ হাসান, রুহেল আহমেদ, সাইকুল ইসলাম প্রমুখ। এরপর অতিথিদের নিয়ে ফিতা কাটেন জুয়েল আহমেদ-এর মা রোকেয়া আহমেদ। পরবর্তীতে বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন রোকেয়া আহমেদ-এর নাতি হাফেজ রাইয়ান খলিল আহমেদ।

অনুষ্ঠানে টাইম টেলিভিশন-এর অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, কমিউনিটি বার্তা সংস্থা ইউএনএ'র সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ ও ইউএসনিউজ অনলাইন ডট কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবসায়ী জুয়েল আহমেদ জানান, কুইন্স ছাড়াও লং আইল্যান্ডের গ্রাহকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই গত গত ১৮ ডিসেম্বর, রোববার থেকে প্রাথমিকভাবে সুপার মার্কেটটি চালু হয়েছে। নতুন বছরের শুরুতে ১ জানুয়ারী রোববার এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। প্রতিষ্ঠানটির সাফল্যে তিনি কমিউনিটির সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি জানান, নিত্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র ছাড়াও তাজা শাক সবজি, চাল-ডাল, ফ্রোকারিজ সহ সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যাবে এই সুপারমার্কেটে। থাকবে পছন্দের দেশী-বিদেশী মাছ। আরো থাকবে হালাল মিট। তিনি বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য পৃথক মিট কাটার থাকবে। বিশাল পরিসরের সুপারমার্কেটটিতে রয়েছে পার্কিং সুবিধা।

নতুন বছর বিএনপি'র অগ্নিপরীক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

সরকার বিরোধী সব দলকে সঙ্গে নিয়ে চলমান আন্দোলনে চূড়ান্ত সফলতার বিকল্প নেই। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সরকারের পতন নিশ্চিত করতে হবে।

আন্দোলন দমাতে সরকার আরও কঠোর হবে এতে সন্দেহ নেই। রাজপথে সংঘাত-রক্তপাত হতে পারে এমনটা ধরে নিয়েই তারা এবার মাঠে নামবেন। কারণ, এবারের আন্দোলনে ব্যর্থ হলে নেতাকর্মীদের চরম মাশুল দিতে হতে পারে।

রাজনৈতিক ময়দানে টিকে থাকাই হবে কঠিন। তাই চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নিয়ে নতুন বছরে আন্দোলনের ছক কষা হচ্ছে। রাজপথে কঠোর আন্দোলনের পাশাপাশি প্রভাবশালী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারেও দেওয়া হবে বিশেষ গুরুত্ব।

সূত্র জানায়, সরকার পতনের ১০ দফা দাবি আদায়ে আগামী কয়েক মাস শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতেই থাকবে বিএনপি। ১১ জানুয়ারি সব বিভাগীয় শহরে ৪ ঘণ্টার অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে। কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে এরপরও হরতাল-অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচিতে যাবে না।

তফসিল ঘোষণার কয়েক মাস আগ থেকেই আন্দোলনের গতি বাড়ানো হবে। বিএনপিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে সরকার একতরফা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিলেই চূড়ান্ত আন্দোলনে নামবে তারা। ১০ দফা তখন এক দফায় পরিণত হবে।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ২০২৩ শুধু আমাদের নয় এ দেশের মানুষের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রত্যাশা, দেশের মানুষ যে গণতন্ত্র হারিয়েছে তা এ বছর আদায় করবে। বাকস্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরে পাবে। ভঙ্গুর অর্থনীতিকে মেরামত করে একটা স্থিতিশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা হবে এ বছর।

তিনি বলেন, এ সরকার ক্ষমতায় থাকলে প্রত্যাশা পূরণ হবে না। সেজন্যই আমরা ১০ দফা দিয়েছি। যার প্রথম দফাই হচ্ছে সরকারের পতন। আশা করি, এ বছর জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হবে। যত কঠিন পরিস্থিতিই হোক জনস্বার্থে আমরা যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছি।

দলটির একাধিক নীতিনির্ধারক বলেন, সরকারের নানা কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম ক্ষোভ রয়েছে। রাজপথে নামতে তারা একটি সুযোগের অপেক্ষা করছেন। আমাদের সেই সুযোগটিই তৈরি করতে হবে। এজন্য নতুন বছরে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগোতে চাই। হঠকারী কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

তাদের মতে, গেল বছর সাংগঠনিকভাবে দলকে শক্তিশালী করা হয়েছে। প্রতিটি জায়গায় যোগ্য নেতৃত্বের কারণে অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ এবং উজ্জীবিত। বিগত সময়ে বিভাগীয় শহরগুলো গণসমাবেশ এবং সবশেষ গণমিছিলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃণমূল থেকে দলকে এমনভাবে গুছিয়ে আনা হয়েছে যাতে যে কোনো পরিস্থিতিতে তারা রাজপথে নামতে ভয় না পান।

বিএনপি সূত্র জানায়, সরকার পতন আন্দোলনকে ধাপে ধাপে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অলআউট মাঠে নামার আগে সরকারবিরোধী দলগুলোর সঙ্গে ঐক্য আরও সুদৃঢ় করা হবে। নিজেদের মধ্যে যাতে দূরত্ব সৃষ্টি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। যুগপৎ আন্দোলনে থাকা অনেক দলকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বাগিয়ে নেওয়া হতে পারে। তাই সরকারের কোনো প্রলোভনে যাতে কেউ না পড়ে সে ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থার জায়গা তৈরি করতে হবে। এ লক্ষ্যে সমমনা অনেক ছোট দলের আবদারকে তারা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। তাদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। দলটির নেতাকর্মীরা মনে করেন, মাঠের আন্দোলনে প্রধান শক্তি বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। বাকি দলগুলোর সাংগঠনিক শক্তি ততটা নেই। কিন্তু তারপরও রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসাবেই তাদের পাশে রাখা হচ্ছে। দেশের সাধারণ মানুষ এমনকি বিদেশিদের কাছে একটা বার্তা যাবে যে সরকারবিরোধী প্রায় সব দলই একই প্লাটফরমে রয়েছে। তাই যে কোনো মূল্যে যুগপৎ আন্দোলনে সব দলকে একসঙ্গে মাঠে রাখবে বিএনপির হাইকমান্ড।

বিএনপি নেতাকর্মীরা জানান, রাজপথে আন্দোলনে মামলাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে সরকার। দলের সক্রিয় নেতাদের টার্গেট করে করা হতে পারে গ্রেফতার। ইতোমধ্যে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসসহ সিনিয়র নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এতে সাংগঠনিকভাবে কিছুটা হলেও চাপে পড়েছে দলটি। এ চাপ সামনে আরও বাড়তে পারে। তাই নেতাদের গ্রেফতার করা হলেও নেতৃত্বশূন্যতায় যাতে আন্দোলনের গতি থমকে না যায় সেদিকে গুরুত্ব দিচ্ছে হাইকমান্ড। তৈরি করা হচ্ছে কয়েক স্তরের নেতৃত্ব।

তাদের মতে, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই নেতাকর্মীরা আজ ঐক্যবদ্ধ। আগামী দিনের আন্দোলন যাতে নেতা নির্ভর না হয় সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিগত কর্মসূচিতেও সেটা দেখা গেছে। সবশেষ ঢাকায় গণমিছিলকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের মধ্যে গ্রেফতার আতঙ্ক ছিল। এজন্য প্রকাশ্যে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। সক্রিয় নেতারা অনেকেই ছিলেন আত্মগোপনে। কর্মী-সমর্থকরা নেতাদের ওপর নির্ভর না করে স্বেচ্ছায় গণমিছিলে অংশ নেন। বিগত বিভাগীয় গণসমাবেশেও এ দৃশ্য দেখা গেছে। তাই আগামী দিনে সিনিয়র নেতাদের গ্রেফতার করা হলেও মাঠের আন্দোলনে সেটার প্রভাব তেমন একটা পড়বে না বলে মনে করছেন নেতাকর্মীরা।



বাংলাদেশ ল সোসাইটি'র বিজয় দিবস উদযাপন

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনকের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল, কবিতা পাঠের আসর ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ১৮ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৭টায় সিটির জ্যাকসন হাইটস্থ বাংলাদেশ প্লাজা অডিটরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এডভোকেট আব্দুল ওয়াহিদ।





সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও উপদেস্টা এডভোকেট কাজী শামসুদ্দোহা, উপদেস্টা এডভোকেট এম. কাইয়ুম চৌধুরী ও এডভোকেট মো: আলী বাবুল, সাবেক সহ-সভাপতি এডভোকেট সৈয়দ নজরুল নজরুল ইসলাম, এডভোকেট শেখ আক্তারুল ইসলাম (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট), এটর্ণী মুজিবুর রহমান, এটর্নী মুরাদ আহমদ, ব্যারিস্টার আকমাম খান, সংগঠনের সহ-সভাপতি এডভোকেট রুবিনা আক্তার, এডভোকেট রেদোয়ানা রাজ্জাক, এডভোকেট সোনিয়া সুলতানা, এডভোকেট মাহবুবুর রহমান বকুল, এডভোকেট মিজানুর রহমান খান, এডভোকেট মাহবুবুল আলম, এডভোকেট জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

আলোচনায় বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী এদেশের নিরীহ জনতার উপর যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, জাতিসংঘ বরাবরে আন্তর্জাতিক জেনোসাইড হিসাবে তার স্বীকৃতি প্রদানের অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের নির্বাহী সদস্য এডভোকেট মাওলানা আশিক আহমদ খান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রেদোয়ানা রাজ্জাক। এতে আবৃত্তি করেন মো: আলী বাবুল ও সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল, দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী মিতা ও বাপ্পী। সহযোগী শিল্পী ছিলেন রুবিন্না মান্নান ও মাহবুবুর রহমান বকুল।

সবশেষে সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা এটর্নী মঈন চৌধুরীর সৌজন্যে ডিনার পরিবেশিত হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





জ্যোতিষের চোখে ২০২৩

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের জন্য ২০২৩ সাল তেমন ভালো নয়। কারণ মঙ্গলের অশুভ প্রভাব রক্তপাত ও নানারকম উত্তেজনা বিরাজ করতে পারে। তার জন্য বর্তমান সরকারকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নেয়া উচিত হবে। নতুন বছর নিয়ে প্রখ্যাত জ্যোতিষ বিজ্ঞানী ড. মাধব আচার্য্যরে করা ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এমন ধারণাই মিলছে। ড. আচার্য্য দীর্ঘ চার যুগেরও অধিক কাল ধরে দেশ-বিদেশের রাজকীয় ও বরণীয় ব্যক্তির নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। তিনি ২০২৩ সালের গ্রহ সন্নিবেশ নিয়ে তার গবেষণামূলক মত প্রকাশ করেন। ড. মাধব আচার্য্যরে মতে, ২০২৩ সালের প্রথম সূর্যোদয় ধনু রাশিতে। গ্রহরাজ রবি ও জ্ঞানী গ্রহ বুধ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ে অবস্থান করায় অশুভ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেবগুরু বৃহস্পতি খুব শুভ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অশুভ রাহু এবং চন্দ্র। বৈদেশিক মন্ত্রণালয় অশুভ মঙ্গল।









ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা ইনক এর বিজয় দিবষ উদযাপন

নিউইয়র্ক: ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে জ্যামাইকা ইকরা পাটি হলে মহান নিজয় দিবস উদযাপিত হয়। গত ১৮ ডিসেম্বর, রোববার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রবাসী ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটির পরিবার বর্গসহ প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন নিউইয়কের মূলধারার রাজনীতিক এটনী মঈন চৌধুরী (কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক লীডার এন্ড লার্জ) এবং বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, মানিকগঞ্জ সোসাইটির সভাপতি লুৎফুর রহমান এবং বাংলাদেশী আমেরিকান এ্যাডভোকেসী গ্রুপ (বাগ)-এর সভাপতি জয়নাল আবেদনীন এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট রাজু আহম্মদ মোবারক, কমিউনিটির উপদেষ্টা হাজী আবু মুসা খান, আয়ুব চৌধুরী হারুন, প্রফেসর নোয়াব মিয়া, মোহাম্মদ রহিজ উদ্দিন, নাদের আইয়ূব, কুমিল্লা সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট তৈমুর রেজা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাকির খন্দকার।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াতের পর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিদেবন করে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কমিউনিটির সভাপতি মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো: আনার খান এবং শাহিনুর রহমান সানি। অনুষ্ঠাসে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি এবং উপদেষ্টামন্ডলীদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে মঞ্চে উপবিষ্ট করা হয়। এরপর সভাপতি মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জম মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে মহান বিজয় দিবসের উপর বক্তব্য রাখেন মানিকগঞ্জ সোসাইটির সভাপতি লুৎফর রুহমান, কমিউনিটির উপদেষ্টা প্রফেসর নোয়াব মিয়া, হাজী আবু মুসা খান, আয়ুব চৌধুরী হারুন, বিশেষ অতিথি ফকরুল আলম, রাজু আহম্মদ মোবারক, উপদেষ্টা রহিজ উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, আনেয়ার হোসেন তালুকদার স্বপন এবং প্রধান অতিথি এটর্নী মঈন চৌধুরী।

সব শেষে ছিলো সাকির খানের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সহ সংগঠনের পক্ষে সাকির খান ও রাজু আহমেদ মোবারক গান পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে মাতিয়ে তোলেন। শিশুশিল্পী অনিন্দিতা দাশ ও আদ্রিতা দাশ নৃত্য পরিবেশন করেন। রাতে পরিবেশিত হয় ডিনার।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিভিন্ন রকমের পিঠা দিয়ে অতিথিবৃন্দদের আপ্যায়ন করা হয়। সবমিলিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কমিউনিটির বিজয় দিবস অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জাকঝমকপূর্ণ ছিল। পুরো অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বধানে ছিলেন মো: তুহিন মিয়া, নাছিম হাসান, এস.এম বাহাদুর মারুফ চৌধুরী, শফিকুল ইসলাম ও খায়রুল ইসলাম সৈকত প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নির্বাচন সামনে, রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর

ঢাকা ডেস্ক: ২০২৩ সালটি বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ। পরের বছরের (২০২৪) জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। তবে সংবিধান অনুযায়ী, নির্বাচনি সময় শুরু হবে এ বছরেরই ২৯ নভেম্বর থেকে। নির্বাচন সামনে রেখে রাজনীতির গতিপ্রকৃতি কোনদিকে বাঁক নেয়–এটিই এখন সর্বত্র আলোচনার মুখ্য বিষয়।

সংবিধানের ৭২(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদের মেয়াদ প্রথম বৈঠকের দিন থেকে পাঁচ বছর। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ সংসদ নির্বাচনের পর চলতি সংসদের প্রথম বৈঠক বসেছিল ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি। সেই হিসেবে চলমান একাদশ সংসদের মেয়াদ শেষ হবে ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারি। আর সংবিধানের ১২৩(৩)ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদের মেয়াদ শেষের পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই হিসেব মোতাবেক, এ বছরের ২৯ নভেম্বর থেকে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। যদিও সংবিধানের ১২৩(৩)খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের সুযোগ রয়েছে।

নির্বাচন কমিশন (ইসি) বিদায়ি বছরের আগস্টে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে। রোডম্যাপ অনুযায়ী, আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথমদিকে নির্বাচন হওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ২০২৪ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন হতে পারে।

একদিকে এ বছরের রাজনীতি আবর্তিত হবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে, অন্যদিকে ২০২৩ সালকে বিশ্ব অর্থনীতির জন্যও সংকটের বছর বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সম্ভাব্য সেই সংকটের ঢেউয়ে স্থানীয় রাজনীতির ছবি কেমন হবে–সেটি নিয়েও বিশ্লেষণের অন্ত নেই। রাশিয়া-ইউক্রেনের চলমান যুদ্ধের স্থায়িত্ব এবং এটিকে ঘিরে বিশ্ব রাজনীতি কোনদিকে গড়ায়–তা নিয়েও রয়েছে গভীর ভাবনা। এছাড়া ভূরাজনীতির দিকেও চোখ রাখছেন সংশ্লিষ্টরা। এ বছরের স্থানীয় রাজনীতি ও আগামী নির্বাচনের সঙ্গে বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতির সম্ভাব্য গতিপ্রকৃতিও সম্পৃক্ত বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা।

সরকার ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সম্ভাব্য সবকিছু বিবেচনায় রেখেই নির্বাচনি প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এ বছরের যে কোনোদিন মন্ত্রিসভার পরিধি ছোট করে আনা হতে পারে। নির্বাচন সামনে রেখে অভিজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠদের সমন্বয়ে গঠন করা হতে পারে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার'। যেমনটি করা হয়েছিল ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগেও। যদিও বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ওপর।

নির্বাচন সামনে রেখে এ বছর রাজনীতিতে সংঘাত-সহিংসতারও আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিএনপি ও দলটির মিত্ররা সরকারবিরোধী চূড়ান্ত আন্দোলনের পথনকশা করছে। অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও বলছে, বিএনপিকে আর ছাড় দেওয়া হবে না। নির্বাচন পর্যন্ত রাজপথ নিজেদের দখলে রাখারও প্রস্তুতি নিচ্ছে দলটি। ফলে, সরকারবিরোধী আন্দোলন এবং সেটিকে মোকাবিলায় আওয়ামী লীগের অবস্থানে শেষ পর্যন্ত রাজনীতি কোনদিকে মোড় নেবে–সেটির উত্তর এখনো অজানা।



৮০তম জন্মদিনে ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত

সাংবাদিক মনজুর আহমদ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): ঝিনাইদহের সন্তান বরেণ্য সাংবাদিক মনজুর আহমদ। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক। ঢাকার অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা'য় দীর্ঘদিন গুরুত্বপুর্ণ বিভিন্ন পদে কাজ করেছেন। ছিলেন বিএফইউজে'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি। গত ২২ ডিসেম্বর ছিলো তাঁর ৮০তম জন্মদিন। এদিন তিনি প্রবাসের গুণীজনদের ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত হলেন। এ উপলক্ষ্যে জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ প্লাজা মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

সাংবাদিক হাসানুজ্জামান সাকীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে ৮০তম জন্মদিনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন মনজুর আহমদ। সংক্ষেপে তাঁর জীবনের স্মৃতি তুলে ধরেন সহধর্মীনি, বিশিষ্ট অভিনেত্রী রেখা আহমদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, বিশিষ্ট কলামিষ্ট হাসান ফেরদৌস, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রানু ফেরদৌস, নিউজ প্রেজেন্টার সাদিয়া খন্দকার, সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক মনজুর আহমদ-এর 'জাতির জনক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে খুব কাছ থেকে দেখা, একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ সবকিছু মিলিয়ে তিনি ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষী। সাংবাদিকতার বাইরেও তিনি একজন কবি, সাহিত্যিক ও গবেষক।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে অবিস্মরণীয় স্মৃতিগুলি।

টেক্সাসে দুর্বৃত্তের গুলিতে বাংলাদেশী ইমরান নিহত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে বন্দুকধারীদের গুলিতে বাংলাদেশী যুবক আসিফ ইমরান (২৬) নিহত হয়েছেন। টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের অরেঞ্জ শহরে লিংক অ্যাভিনিউর ২১০০ ব্লকে গত ২৪ ডিসেম্বর শনিবার ভোর রাতে নিজ বাড়ির ড্রাইভওয়েতে দুর্বৃত্তের এলোপাতাড়ি গুলিতে নিহত হন আসিফ ইমরান। এ ঘটনায় স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটিতে শোক ও সমবেদনার পাশাপাশি অনেকের মাঝে আতংক বিরাজ করছে।



টেক্সাসের বাসিন্দা নিহতের খালু ফেরদৌস বারী জানান, শনিবার রাত ৩টা ৩৩ মিনিটে আসিফ নিজেই তার গাড়ি চালিয়ে অরেঞ্জ শহরে বাসার কাছে পৌঁছালে একদল দুর্বৃত্ত তার গাড়ি লক্ষ্য করে উপর্যুপরি গুলি চালায়। এতে গাড়ির ভেতরেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান আসিফ ইমরান। এর আগে একই এলাকা থেকে রাত ২টা ৪০ মিনিটে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তারা একটি কল্যাণ চেকের আদেশ পেলে জবাব দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এ হত্যাকান্ডটি দেখতে পান। তিনি আরো জানান, আসিফ বাংলাদেশের বগুড়া শহরের নারুলী কৃষি ফার্ম এলাকার জাকির হোসেন নয়নের ছেলে। আসিফ ১১ বছর বয়সে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। সেখানে লেখাপড়া শেষ করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করতেন। ফেরদৌস বারী আরও জানান, আসিফ ইমরানের বিয়ের জন্য পারিবারিকভাবে মেয়ে দেখা হচ্ছিল।

আসিফকে কেন গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এ বিষয়টি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যাওয়ার পর গাড়ির ভেতর ও বাইর থেকে ১৮টি গুলির খোসা উদ্ধার করেছে পুলিশ। আসিফের মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। দূর্বৃত্তদের ধরতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে আসিফ ইমরান হত্যাকান্ডে জড়িতদের ধরিয়ে দিতে অরেঞ্জে পুলিশ ইতোমধ্যে পুরস্কারও ঘোষণা করেছে। কী কারণে আসিফকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, সে বিষয়ে এখনো বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। আসিফ ইমরানের মরদেহ সেখানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তার মরদেহ হস্তান্তর করা হলে সেখানেই দাফন করা হবে বলে জানা গেছে।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA



নতুন আঙ্গীকে টাইম টিভি'র ওয়েব সাইট উদ্বোধন

কমিউনিটি সেবায় আরো সম্পৃক্ততার প্রতিশ্রুতি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র তথা উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র হিসেবে দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় টেলিভিশন টাইম টিভি প্রতিষ্ঠার অষ্টম বর্ষে কমিউনিটি সেবায় আরো সম্পৃক্ততার প্রতিশ্রুতি পূর্নব্যক্ত করেছে। দর্শক-শ্রোতাদের দাবীর প্রেক্ষিতে টাইম টিভির ওয়েব সাইট নতুন আঙ্গীকে সাজানো হয়েছে। সংযুক্ত করা হয়েছে নতুন নতুন অনুষ্ঠান। পাশাপাশি কমিউনিটির পক্ষ থেকেও টাইম টিভিকে সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ শুভানুধ্যায়ীগণ। টাইম টিভির (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



১ জানুয়ারী ছিল কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী'র জন্মদিন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ১ জানুয়ারী ছিল কবি তমিজ উদ্ দীন লোদী'র জন্মদিন। তিনি ১৯৫৯ সালের এইদিনে সিলেট জেলার বি-য়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বিএসিএ'র বর্ণাঢ্য আয়োজনে কৃতি ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা

বিশেষ প্রতিনিধি: বর্ণাঢ্য আয়োজনে আনন্দঘন পরিবেশে এবং ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কৃতি ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা দিয়েছে বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বিএসিএ) ইউএসএ। এ উপলক্ষ্যে গত ২৭ ডিসেম্বর ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নিউ-ইয়র্ক (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)





বিএসিএ'র অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন আবু তাহের (বায়ে) এবং বক্তব্য রাখছেন আবু জাফর মাহমুদ

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৯পাতায়)

ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ভোট দিলো বাংলাদেশ, রাশিয়া, চীন সহ ৮৭ দেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফিলিস্তিনি ভূমি দখলদারিত্বের কারণে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া সম্পর্কে সর্বোচ্চ আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসের (আইসিজে) কাছে মতামত চেয়েছে জাতিসংঘ। এ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে বাংলাদেশ। শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এ বিষয়ক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবের পক্ষে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

জ্যামাইকায় উদ্বোধন হলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন আফতাব সুপারমার্কেট

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে বাংলাদেশী মালিকান-াধীন আফতাব সুপারমার্কেট-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো রোববার (১ জানুয়ারী)। এদিন সন্ধ্যায় উদ্বোধন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ফিতা কেটে এবং বিশেষ মুনাজাতের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করা হয়। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের ১৪৪-০১ হিলসাইড এভিনিউ জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

মানবিকতাকে উজ্জীবিত করুন

জাফর আহমাদ

এক ব্যক্তি আবু দারদাকে (রা) বললঃ আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেনঃ ইয়াতিমের প্রতি দয়ার্দ্র হও, তাকে কাছে টেনে নাও এবং নিজের খাদ্য থেকে তাকে খাওয়াও। (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

খেলার খবর

সালাউদ্দিনের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান

কড়া জবাব বিএসপিএর



স্পোর্টস ডেস্ক: কাজী সালাউদ্দিনের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে বাফুফের বক্তব্যের কড়া জবাব (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

হেলথ টিপস

ডায়াবেটিসে খাদ্যাভ্যাসের ভুল ধারণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডায়াবেটিস হলে শুরুতেই খাবার-দাবারের ব্যাপারে আশপাশ থেকে অনেকেই সচেতন করতে থাকেন। যেন এই রোগে আক্রান্ত হলে সুস্বাদু সব খাবার থেকেই (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বিনোদন

আ. লীগের মনোনয়ন পেলেন না মাহি



ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উপনির্বাচনে মনোনয়ন চেয়েও পেলেন না চিত্রনায়িকা মাহিয়া (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com